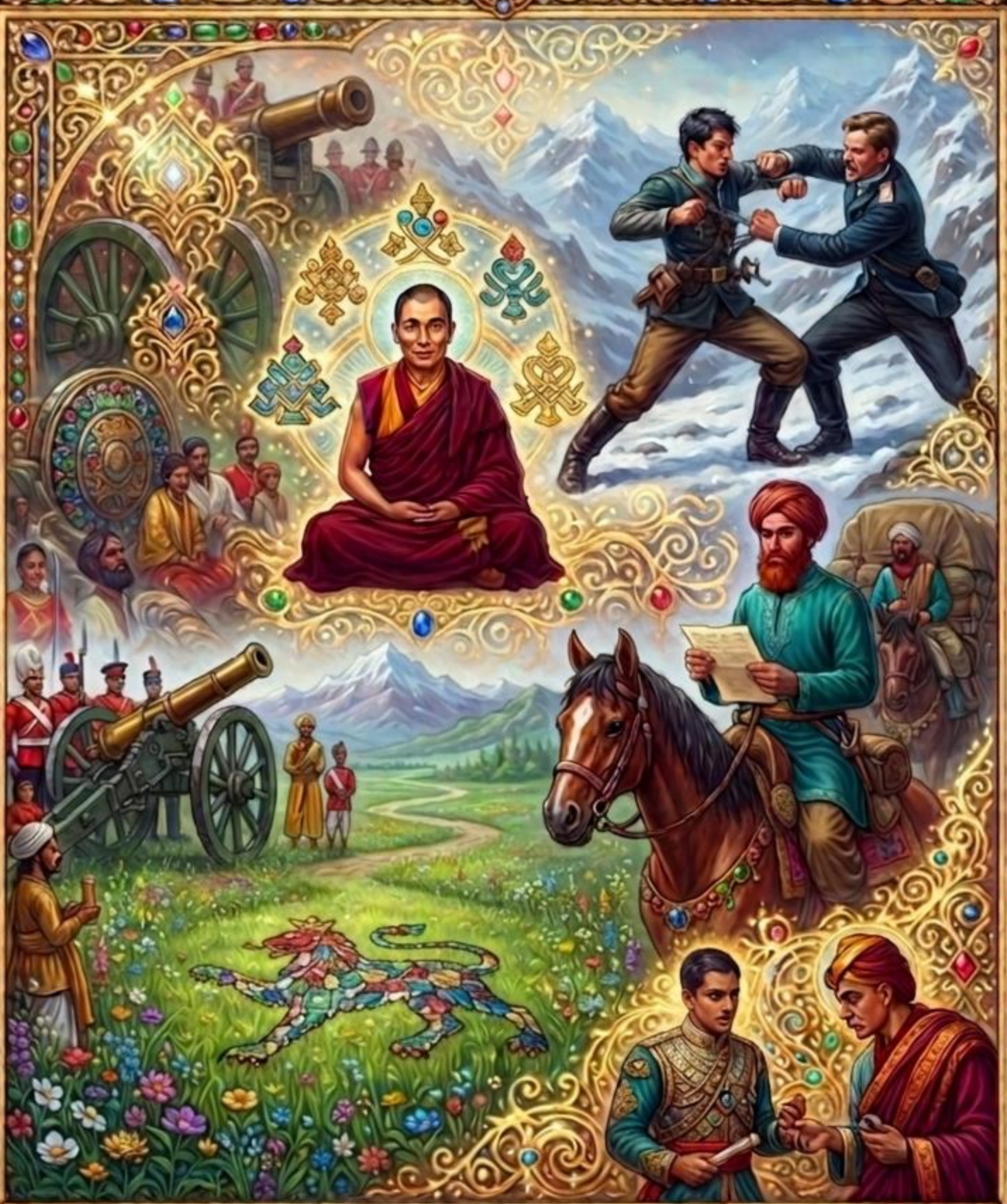


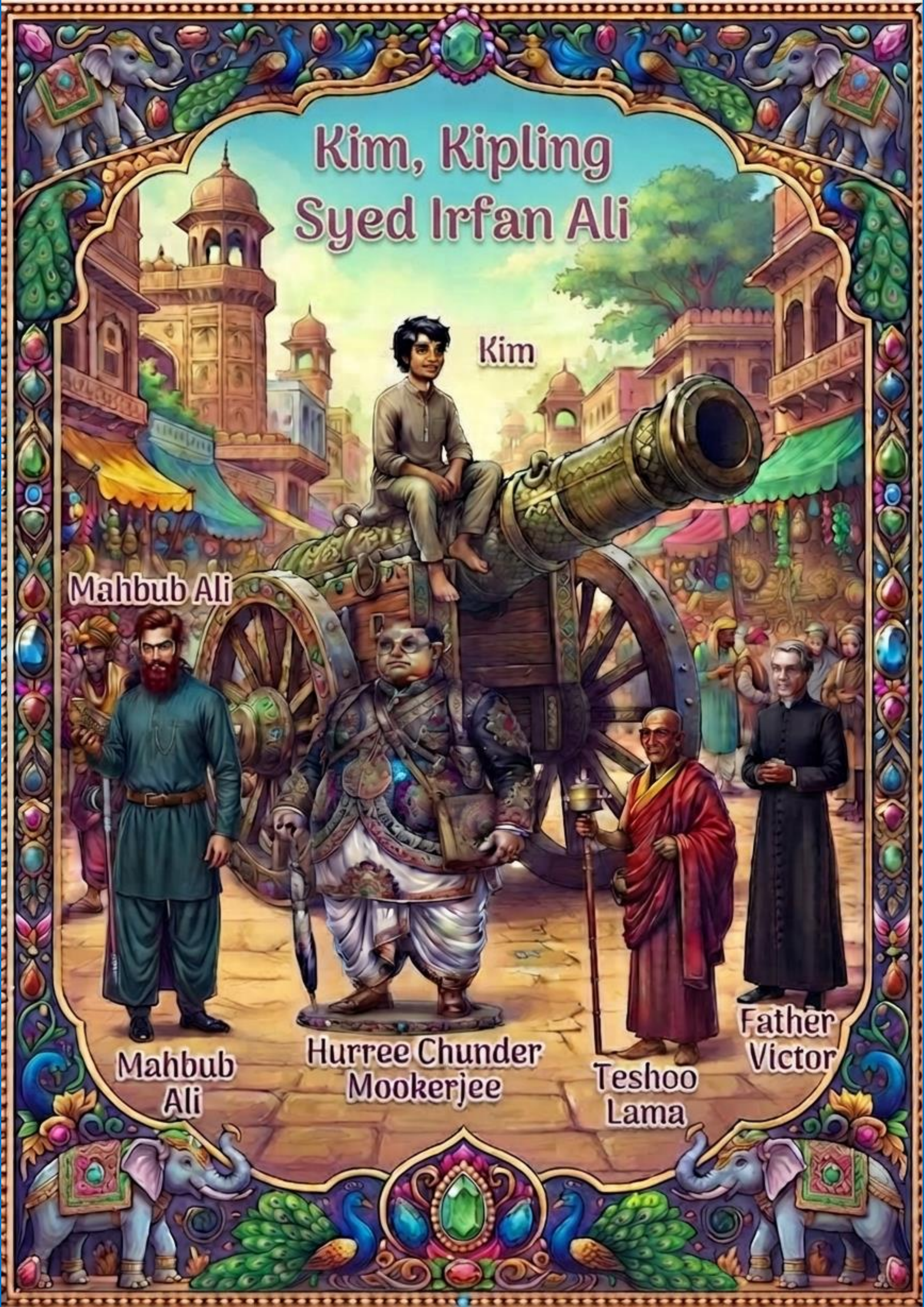
KIM

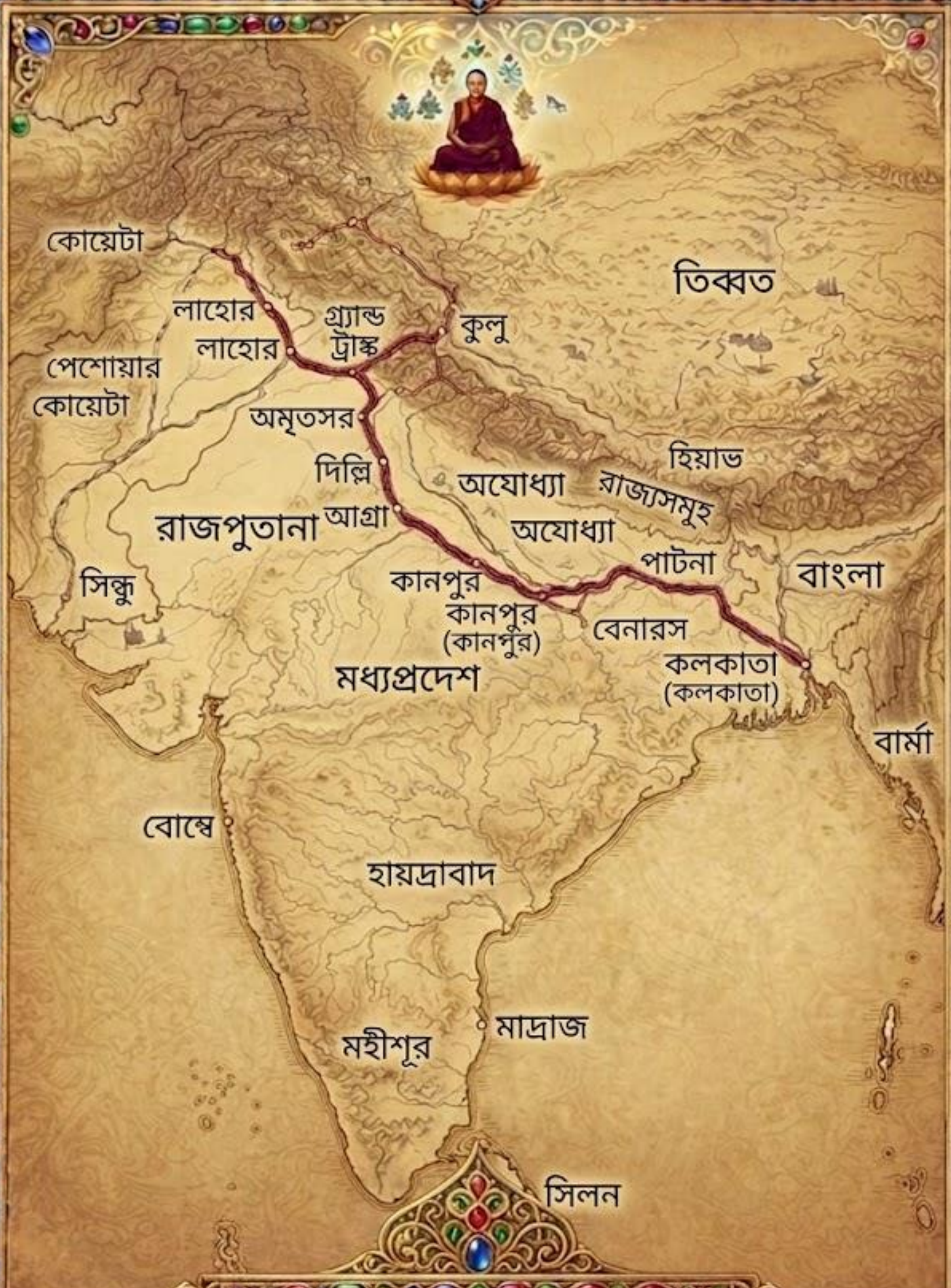
by Rudyard Kipling

কিম,

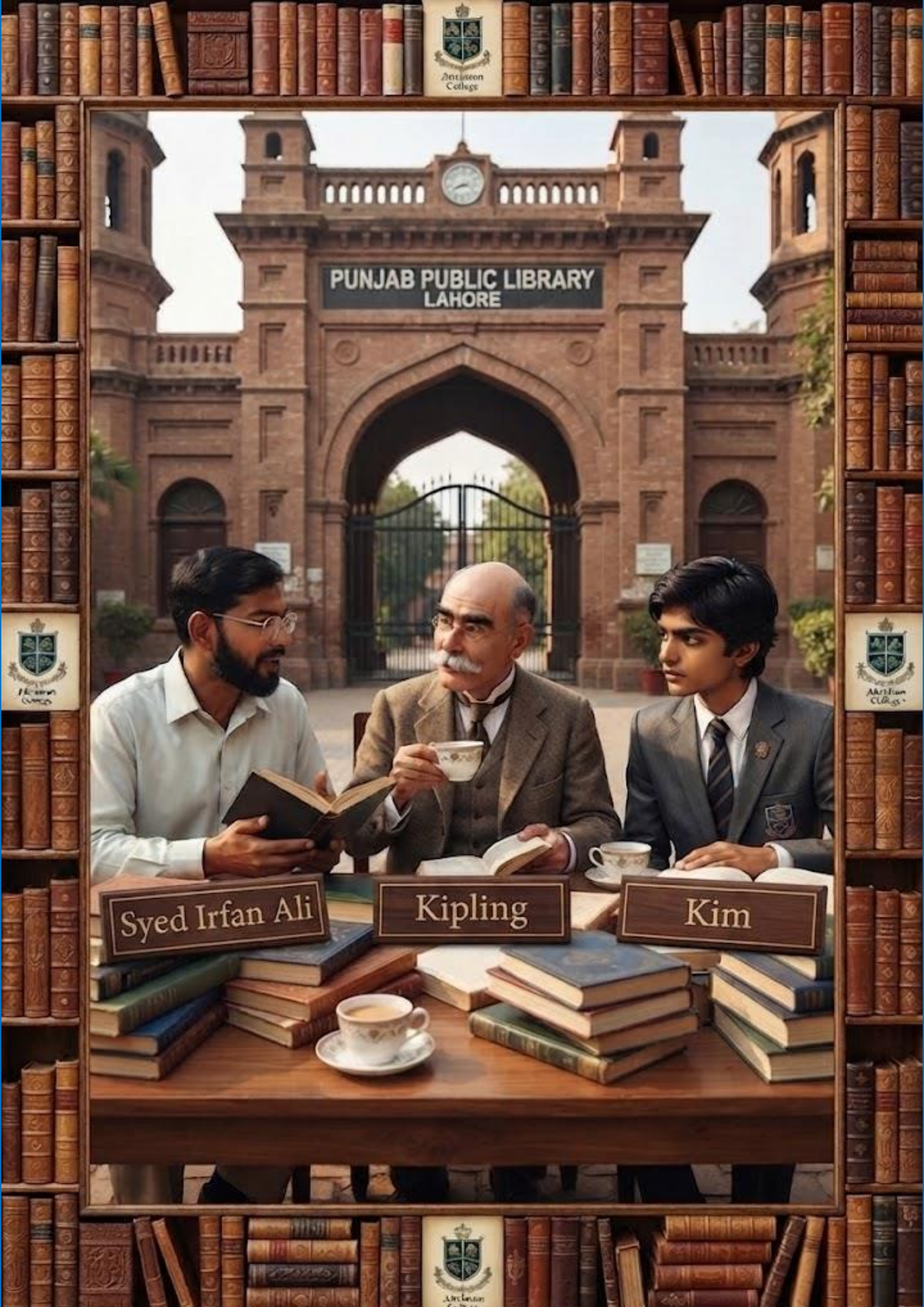
বাঙালি অনুবাদ

সৈয়দ ইরফান আলি


Kim, Kipling
Syed Irfan Ali
Kim
Mahbub Ali
Mahbub
Ali
Hurree Chunder
Mookerjee
Teshoo
Lama
Father
Victor



কিমের ভ্রমণপথ –
অখন্ড ভারতের একটি মানচিত্র


PUNJAB PUBLIC LIBRARY
LAHORE
Syed Irfan Ali
Kipling
Kim

কিম

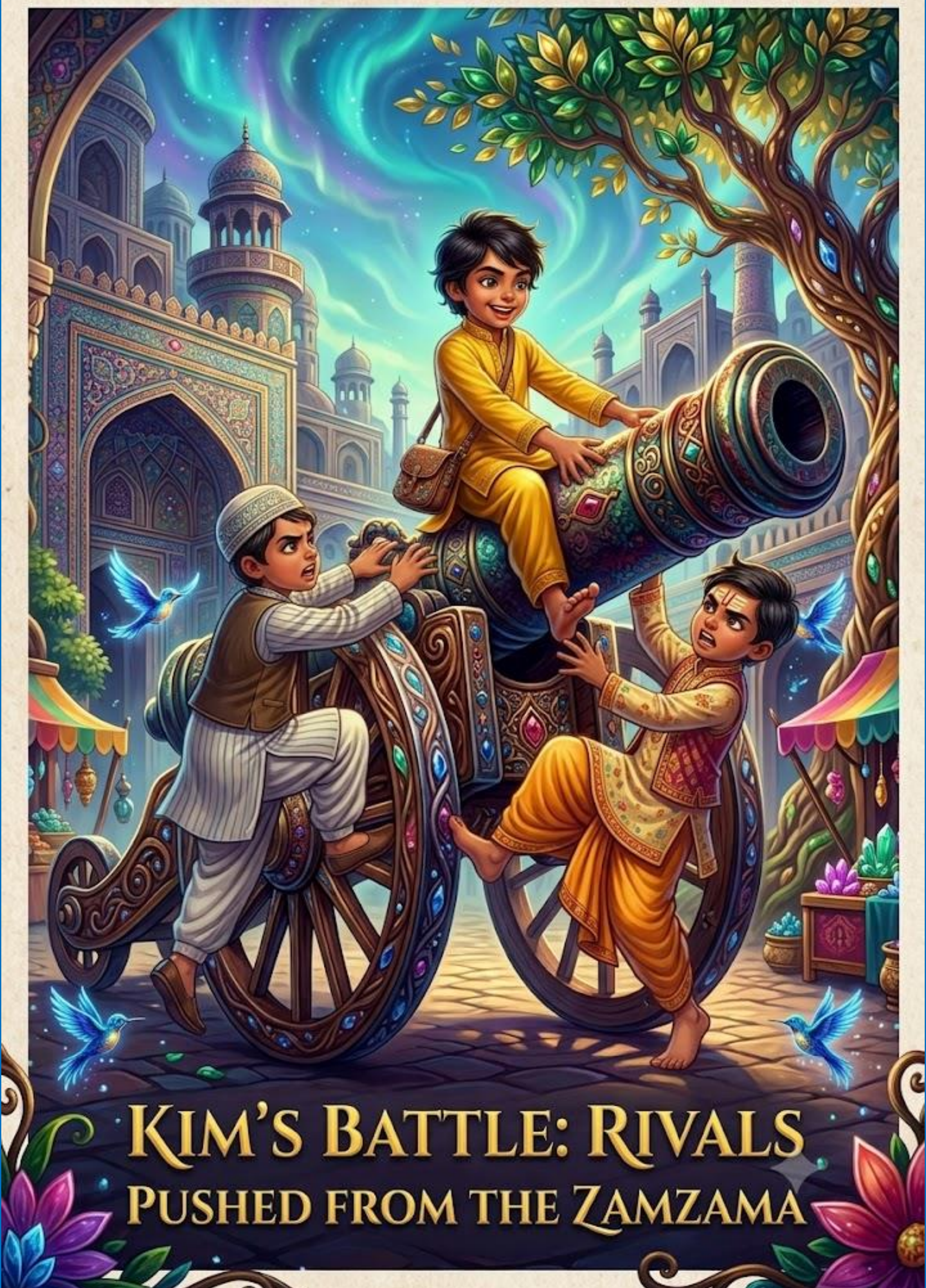
রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর বিখ্যাত উপন্যাস

বাংলা অনুবাদ: সৈয়দ এরফান আলী

লাহোরের জাদুঘরের সামনে যে কামানটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম "জমজমা"। এর ওপর বসা নিষেধ ছিল, কিন্তু "কিম" নামের একটি ছেলে আরাম করে এর ওপর বসে ছিল। এটাকে কামান না বলে আগুন-খেকো ড্রাগন বলাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। যে-ই পাঞ্জাব জয় করত, সে প্রথমে এই জমজমা কামানের দখল নিত। এই কিম ছেলেটি ছিল ইংরেজ, আর যেহেতু ইংরেজেরা পাঞ্জাব শাসন করত, তাই এই কামানের ওপর বসার অধিকার তারও ছিল।


KIM'S ADVENTURE
THE ZAMZAMA GUN

সে তার বন্ধু, লালা দিনা নাথের ছেলেকে লাথি মেরে কামান থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল।


KIM'S BATTLE: RIVALS
PUSHED FROM THE ZAMZAMA

ভারতের অন্যান্য ছেলেদের মতোই কিমের গায়ের রঙও তামাটে হয়ে গিয়েছিল। যদিও সে অন্যান্য ছেলেদের মতো সমান সাবলীলভাবে উর্দু বলত, বাজারের অন্য ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করত এবং তাদের মতোই জীবনযাপন করত, আসল বিষয়টি ছিল সে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ। অতি দরিদ্র এক শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ ছেলে।

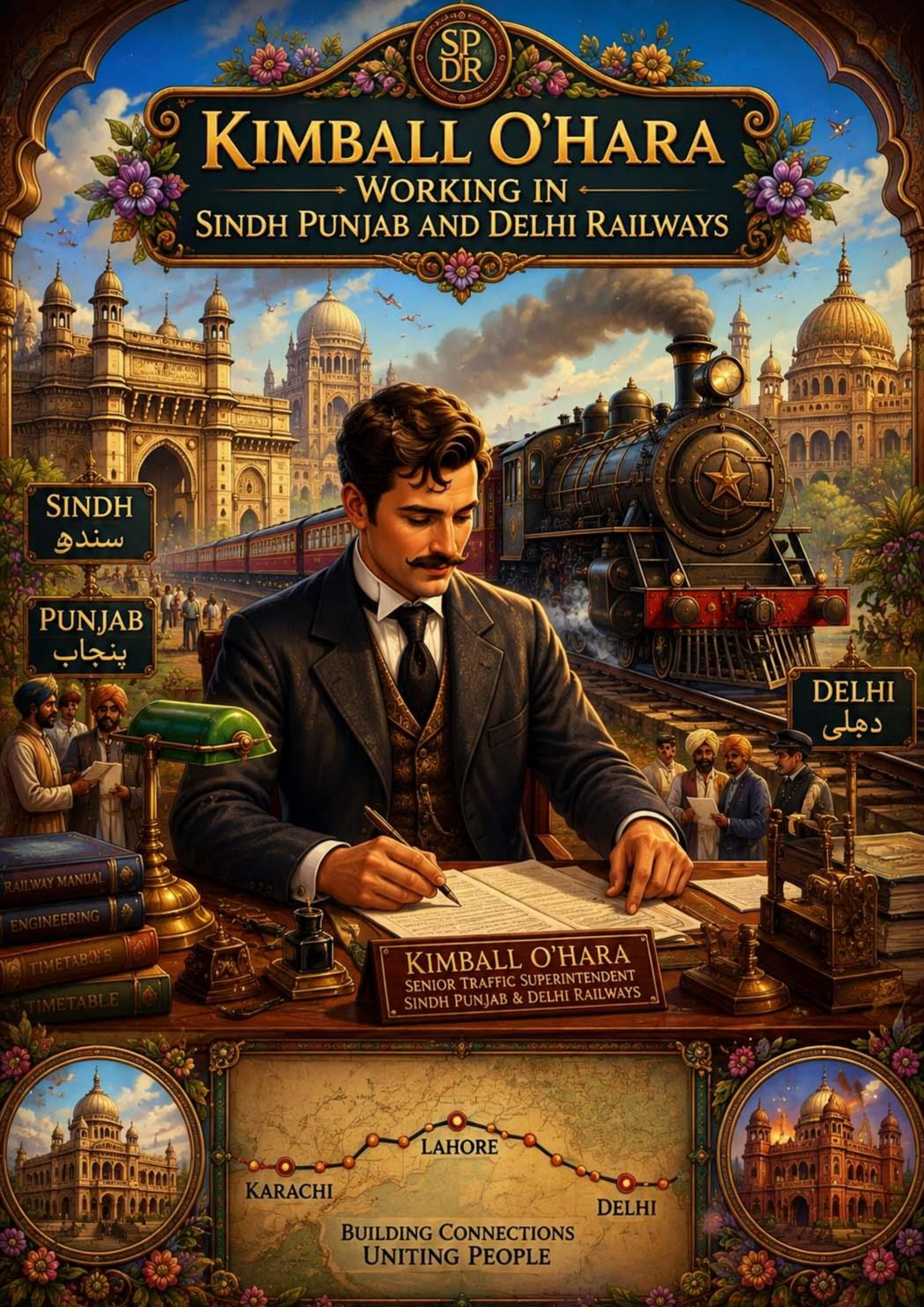


আসুন কমিরে বাবা-মায়রে দকিে নজর দওেয়া যাক।

কমিরে বাবার নাম ছলি কম্িবল ও'হারা, যনিি সনোবাহনিীতে কর্মরত ছলিনে, এবং তার মা একজন সনো কর্মকর্তার পরবিারে কাজ করতনে।


RUDYARD KIPLING
KIM
KIMBALL O'HARA
WITH HIS WIFE AND BABY

তার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করার জন্য সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন এবং সিন্ধ, পাঞ্জাব ও দিল্লি রেলওয়েতে যোগ দেন।


SPDR
KIMBALL O'HARA
WORKING IN
SINDH PUNJAB AND DELHI RAILWAYS
SINDH
سندھ
PUNJAB
پنجاب
DELHI
دھلی
RAILWAY MANUAL
ENGINEERING
TIMETABLE
TIMETABLE
KIMBALL O'HARA
SENIOR TRAFFIC SUPERINTENDENT
SINDH PUNJAB & DELHI RAILWAYS
LAHORE
KARACHI
DELHI
BUILDING CONNECTIONS
UNITING PEOPLE

ফরিে◌াজপুরে কমিরে মা অসুস্থতায় মারা গলেে, তার বাবা প্রচণ্ড মদ্যপান শুরু করনে এবং নজিরে সুন্দর তনি বছররে ছলেকে সাথে নয়িে রলেলাইন ধরে দশিহোরা হয়ে ঘুরে বড়োতে লাগলনে।


1862
KIMBALL O'HARA
AT LAHORE RAILWAY STATION
IN GRIEF, DROWNING SORROWS,
HOLDING ON TO THE ONLY LOVE LEFT

যখন সহৃদয় ও দয়ালু ইংরজেরা তাকে দখেতনে, তারা শশিুটকিে সঠকি শকি্ষা ও লালন-পালনরে জন্য তার কাছ থকেে নয়িে নওেয়ার চষে্টা করতনে, কনি্তু তার বাবা নানা ছলে তাদরে এড়য়িে চলতনে এবং ছলেটেকিে নয়িে তাদরে নাগালরে বাইরে থাকতনে।


1862
LAHORE
CHRISTIAN CHARITY
FOR THE CARE AND FUTURE OF YOUR CHILD
A BETTER LIFE THROUGH EDUCATION AND CARE
WHISKY
KIMBALL O'HARA
AT LAHORE RAILWAY STATION
A FATHER'S LOVE KNOWS NO BOUNDARIES,
NOT EVEN IN THE DARKEST OF TIMES.

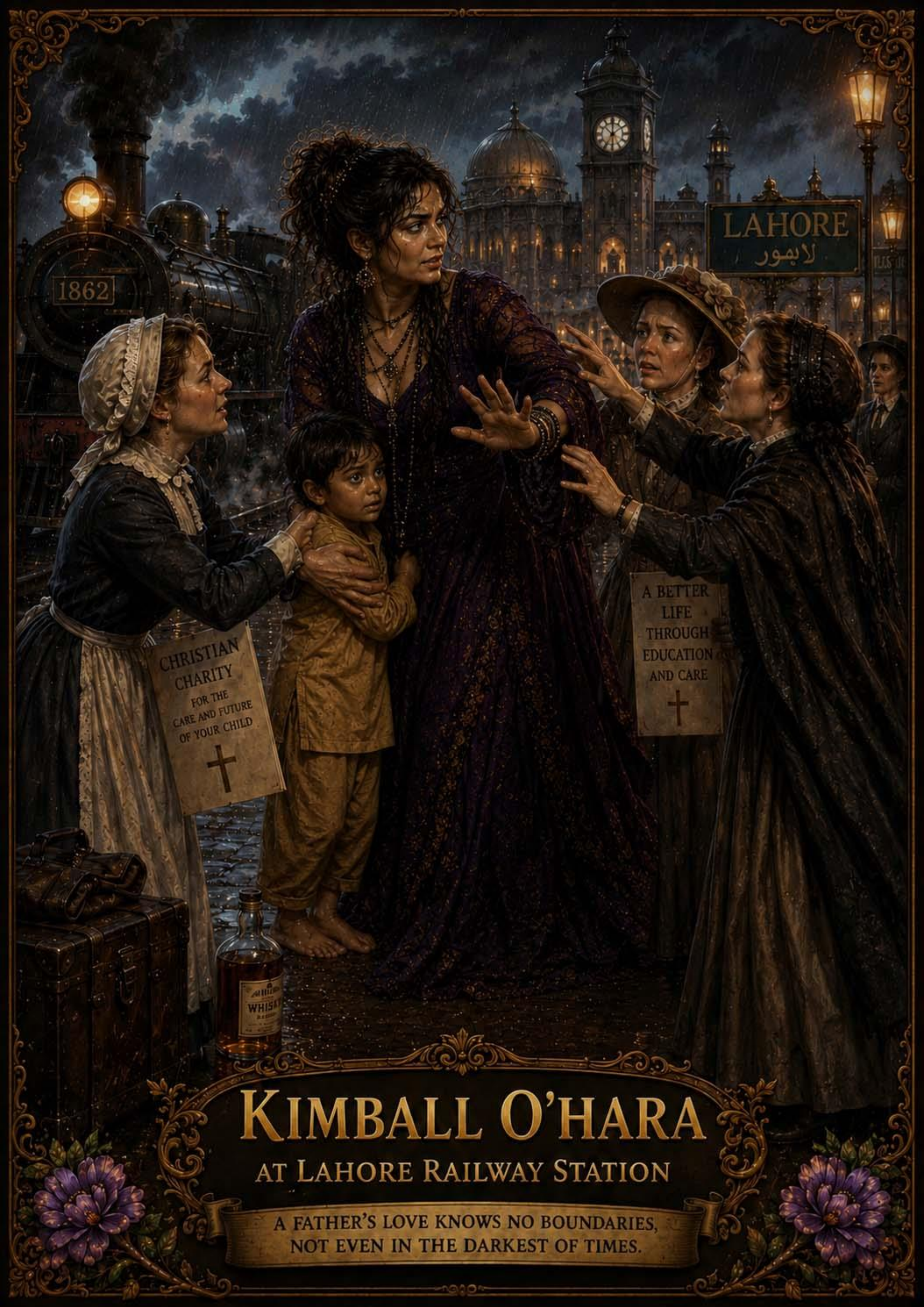
তারপর তার সাথে এমন এক মহিলার দেখা হলো যে নিজেও একজন নেশাগ্রস্ত ছিল এবং মাদকের ব্যবসা করত, যদিও লোকচক্ষুর আড়ালে সে একটি পুরোনো আসবাবপত্রের দোকান চালাত। কিমের বাবা তার কাছ থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় মাদক গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং একদিন মারা যান।



তার পর, সেই মহিলা কিমের দেখাশোনা করতে শুরু করল।



যখন দয়ালু মানুষজন ছেলেটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, সে বলত যে সে তার খালা (বা ফুফু)।


1862
LAHORE
لابور
CHRISTIAN CHARITY
FOR THE CARE AND FUTURE OF YOUR CHILD
A BETTER LIFE THROUGH EDUCATION AND CARE
KIMBALL O'HARA
AT LAHORE RAILWAY STATION
A FATHER'S LOVE KNOWS NO BOUNDARIES,
NOT EVEN IN THE DARKEST OF TIMES.

তার জীবনের শেষ মুহূর্তে, কিমের বাবা তাকে তিনটি দলিল দিয়েছিলেন: প্রথমটি একটি উইল; দ্বিতীয়টি তার সুনামের একটি প্রত্যয়নপত্র; এবং তৃতীয়টি কিমের জন্মনিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ সনদ।

সেই মহিলা এই জিনিসগুলো একটি ছোট চামড়ার তাগার (তাবিজের) ভিতর রেখে কিমের গলায় ঝুলিয়ে দিল, যাতে সেগুলো হারিয়ে না যায়।



প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার বাবা বলতেন যে এই জিনিসগুলো একদিন কিমের দারুণ কাজে আসবে, তাকে এক অতি মহান ব্যক্তি বানাবে এবং তাকে অনেক মর্যাদা এনে দেবে। তার দৃষ্টিতে, এই জিনিসগুলোর অলৌকিক গুণ ছিল—যেমনটা জাদুঘরের পেছনের 'জাদুঘরে' জাদুকররা জাদুবলে জিনিসপত্র বদলে ফেলত। তার বাবা বলতেন যে, এক বিশাল বাহিনীর এক কর্নেল এক দুর্দান্ত ঘোড়ায় চেপে কিমের সাথে দেখা করতে আসবেন—যদি সেই সৈনিকের কথা তার এখনও মনে থাকে, যে এখন ফিরোজপুর রেললাইনের পাশে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনি সবুজ মাঠের ওপর একটা লাল ষাঁড়ের (বা বলদের) কথা বলতেন, যা ছিল সেই সেনাদলের রেজিমেন্টের প্রতীক। এ কথাগুলো বলে তিনি তার বারান্দার একটা ভাঙা চেয়ারে বসে দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদতেন।

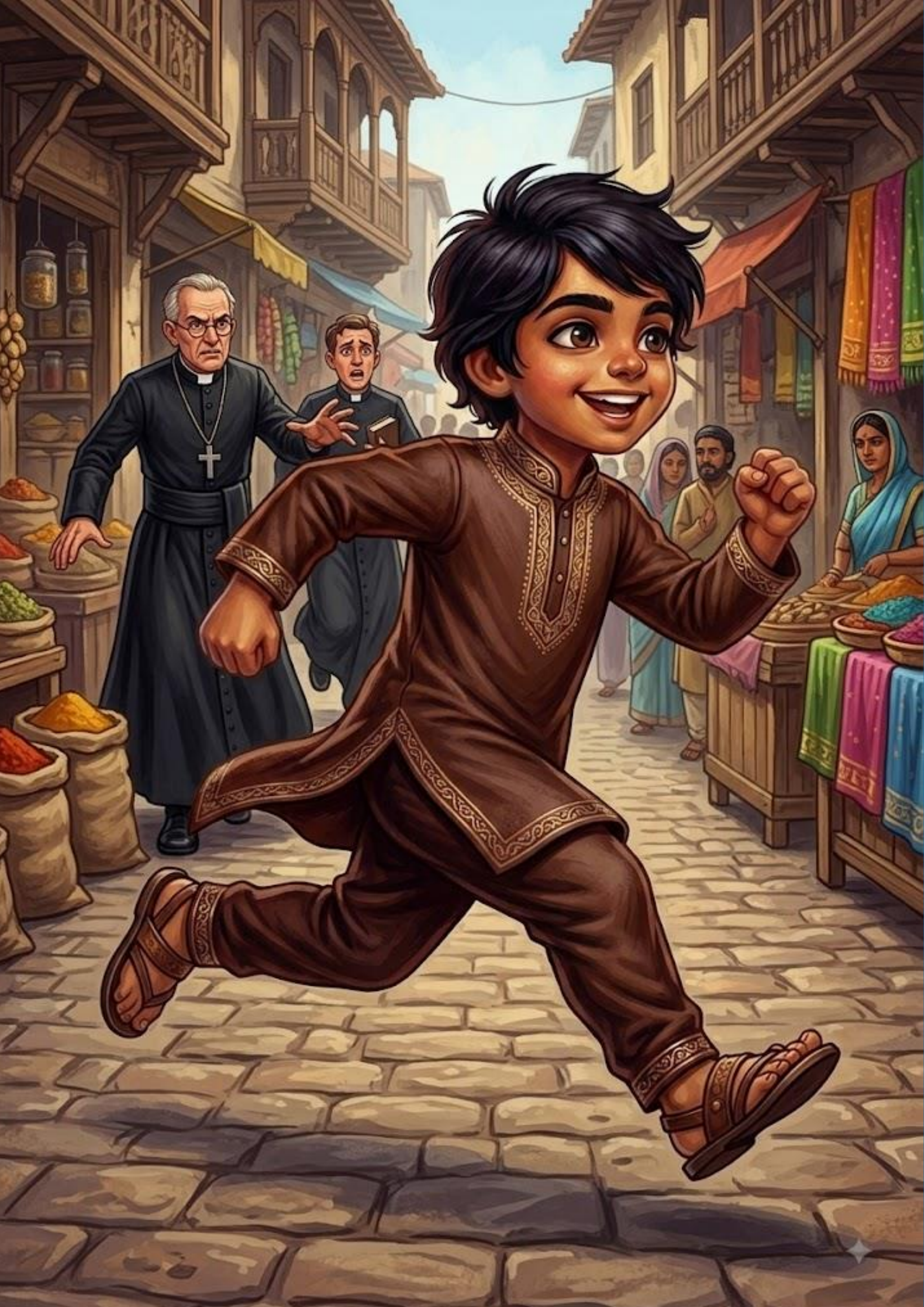


কিমকে লালন-পালনকারী মহিলাটি তার বাবার কথাগুলো মনে রেখে মাঝে মাঝে তাকে সেসব কথা শোনাত, আর কিম বলত, "হ্যাঁ, আমি এই কথাগুলো মনে রাখব।" সেই মহিলা কখনো কখনো ভাবত এই জিনিসগুলো দিয়ে কিমকে 'জাদুঘরে' পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হতো যে তারা হয়তো কিমকে কোনো এতিমখানায় পাঠিয়ে দিতে পারে। সত্যি বলতে, জাদুকরের কথা আর কারসাজির ওপর তার কোনো বিশ্বাসই ছিল না।

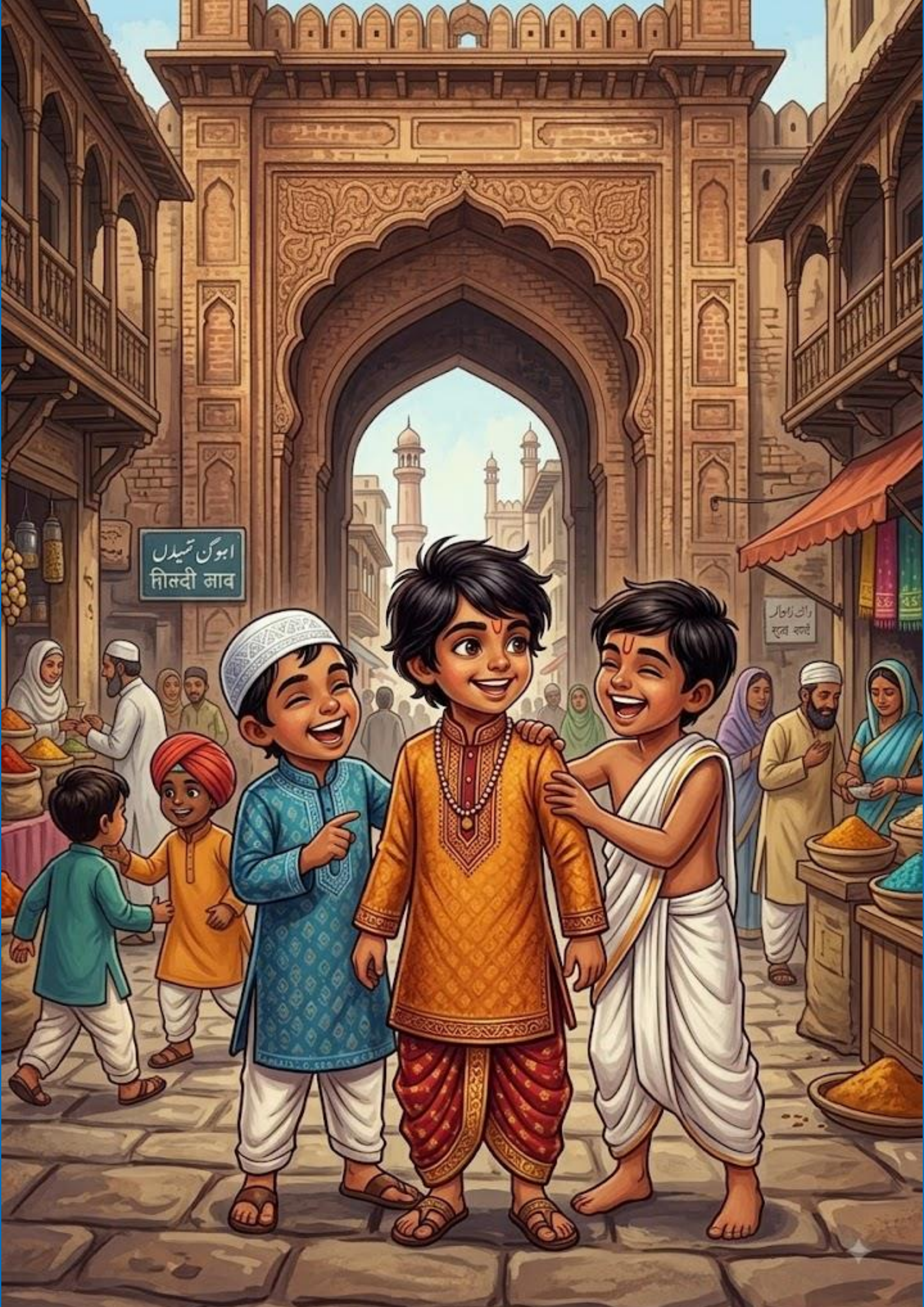


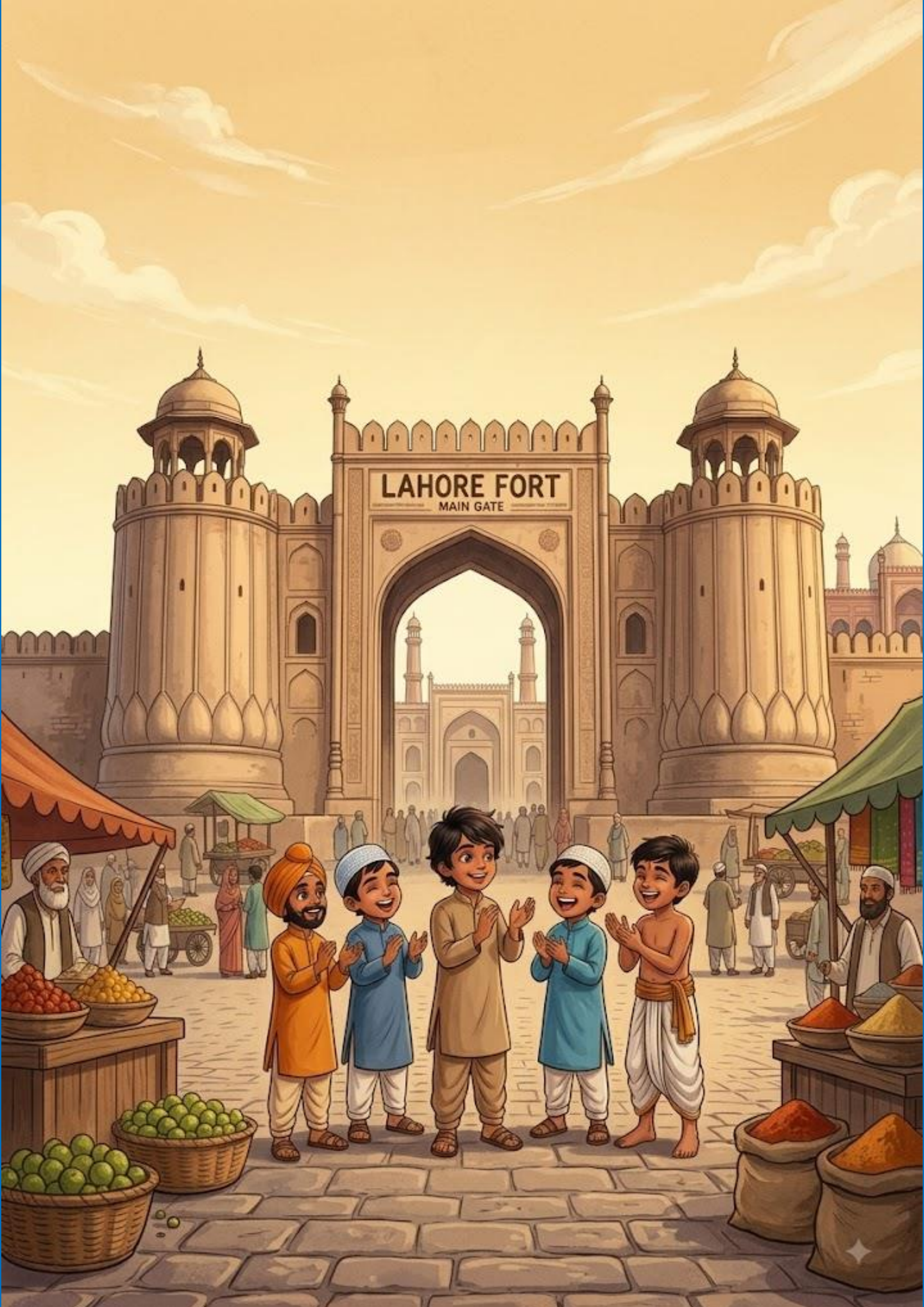
এখন আবার কিমের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

কিম ছিল অত্যন্ত স্বাধীনচেতা; দাতব্য প্রতিষ্ঠানের শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা যখনই তাকে শিক্ষা ও সঠিক লালন-পালন দেওয়ার জন্য খোঁজখবর নিত, সে তাদের এড়িয়ে কৌশলে সটকে পড়ত।

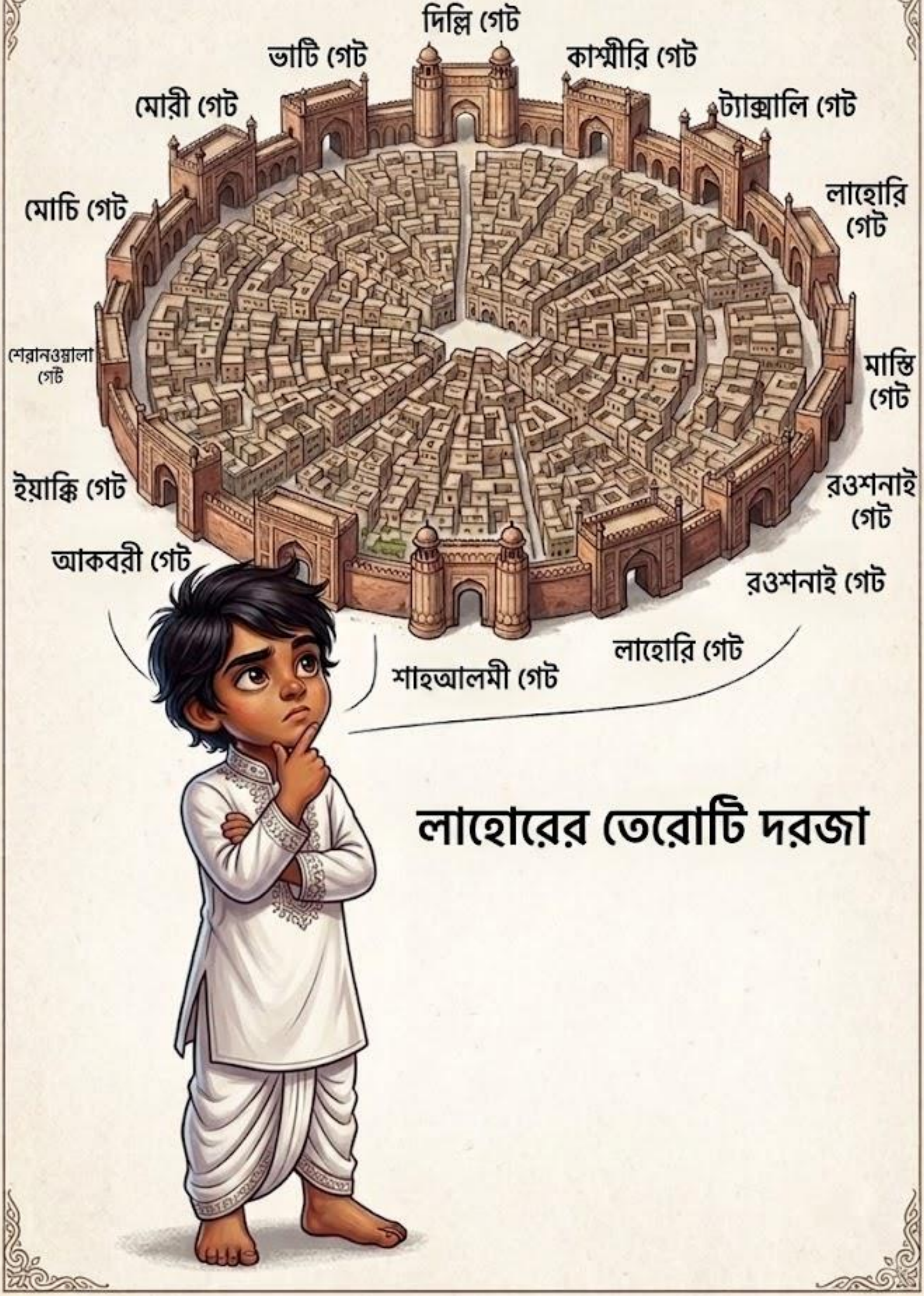


সত্যি বলতে, সে লাহোর শহরের গলি এবং এর দরজাগুলোকে—দিল্লি গেট থেকে শুরু করে শাহী কেল্লা পর্যন্ত সবকিছুকেই খুব ভালোবাসতো।



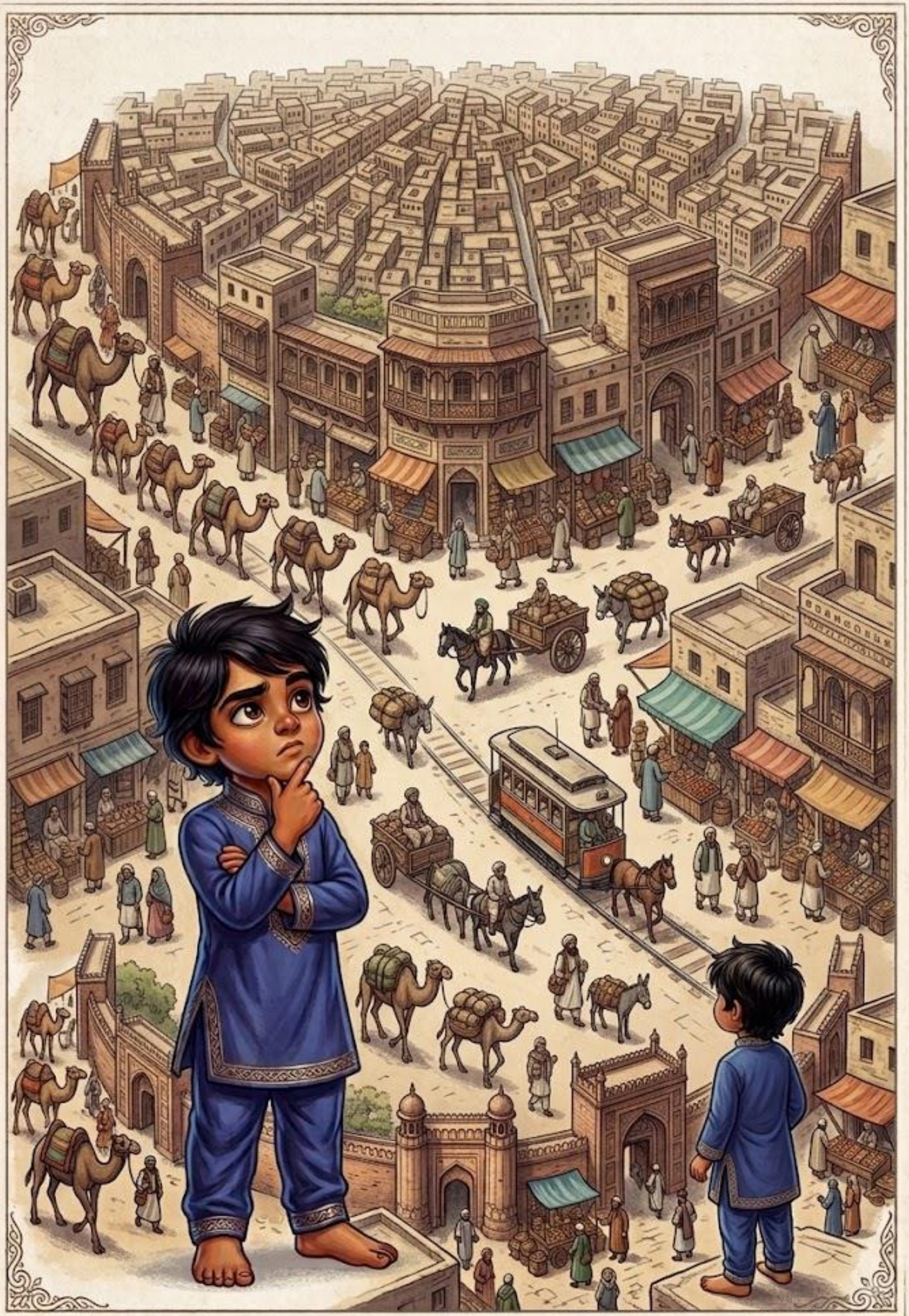

LAHORE FORT
MAIN GATE

আসলে, সে তার ১৩টি দরজার ভেতরে গড়ে ওঠা লাহোরের সমস্ত অলিগলি খুব ভালো করেই চিনতো।


দিল্লি গেট
ভাটি গেট
কাশ্মীরি গেট
মোরী গেট
ট্যাক্সালি গেট
মোচি গেট
লাহোরি গেট
শেরানওয়ালা গেট
মাস্তি গেট
ইয়াক্কি গেট
রওশনাই গেট
আকবরী গেট
রওশনাই গেট
লাহোরি গেট
শাহআলমী গেট

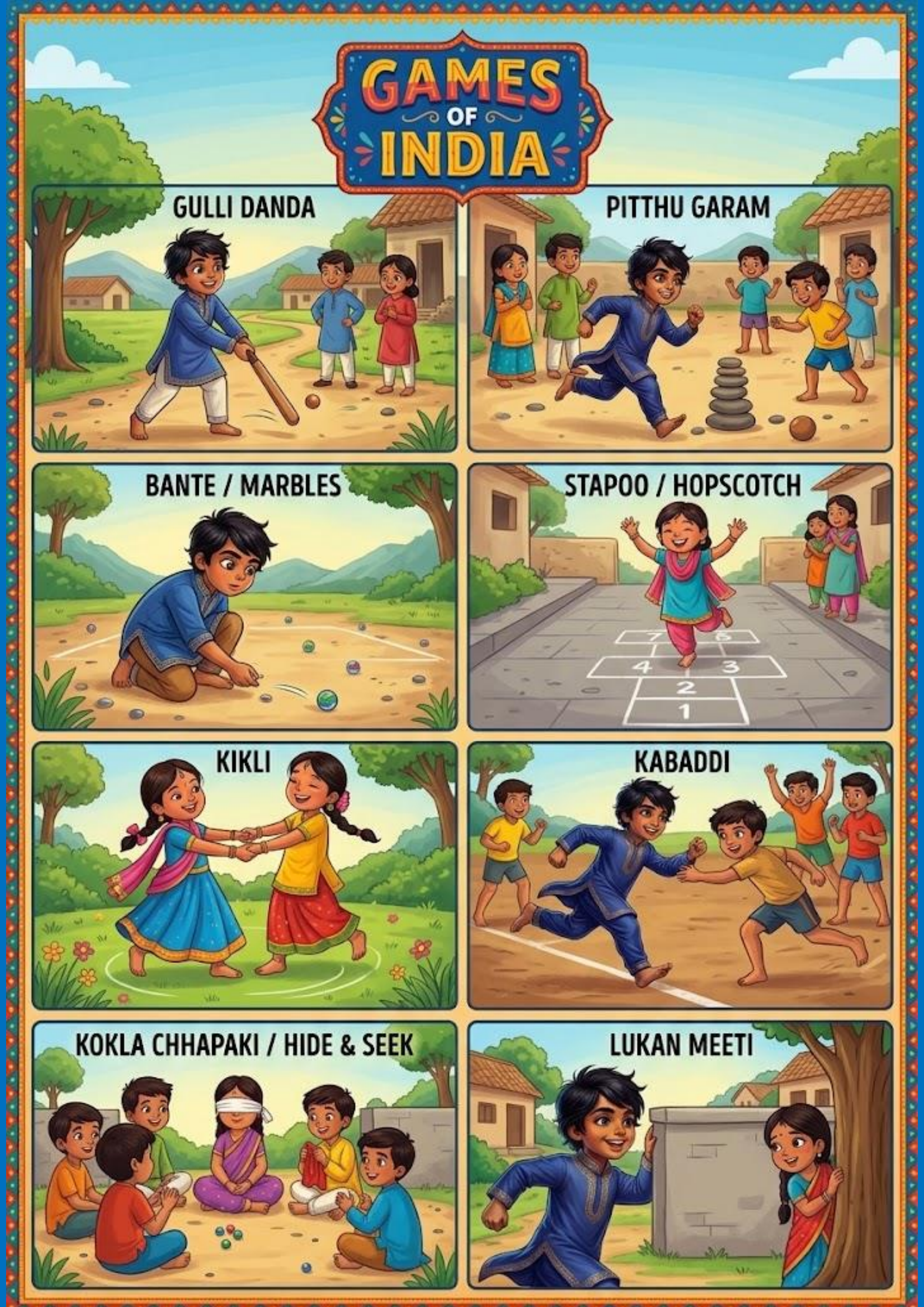
লাহোরের তেরোটি দরজা

আর সেখানে বসবাস করার সুবাদে সে এমন সব মানুষদের চিনতো, যাদের জীবন ছিল অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্ময়কর—এমনকি হারুন আল-রশিদের মতো একজন বাদশাহও যা কেবল স্বপ্নেই কল্পনা করতে পারতেন। তারা যেন 'এক হাজার এক আরব্য রজনী'র গল্পের মতো জীবনযাপন করতো। কিন্তু জনহিতকর বা দানশীল প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোদিন ধারণাও করতে পারতো না যে, কিমি বাস্তবে কতখানি অসাধারণ ও চমৎকার একটি জীবন কাটাচ্ছিল।

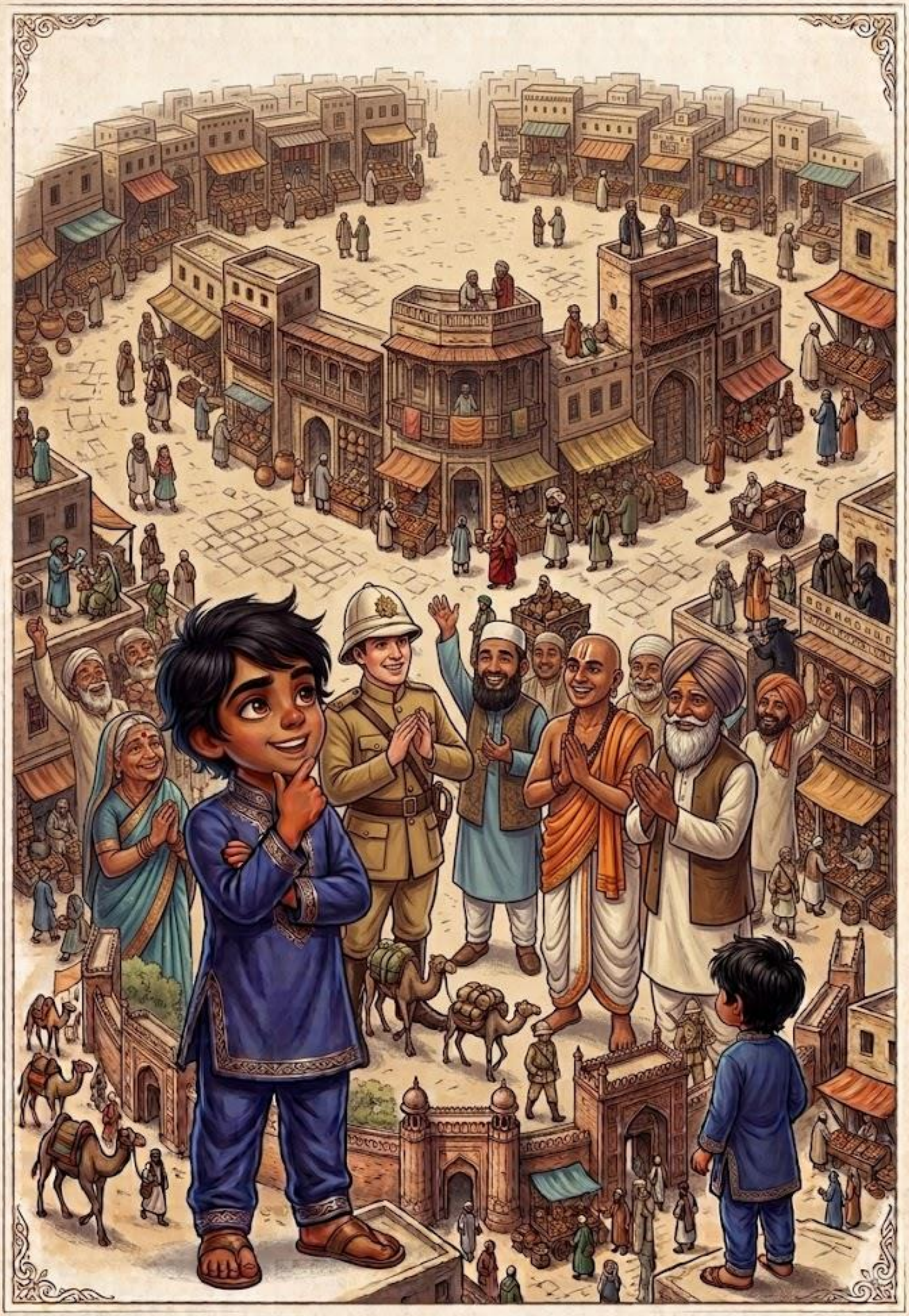



Lahore, Kim
A City of Gardens, Heritage & Festivals
BASANT & KITE FLYING
THOUSANDS OF DIYAS & LAMPS
QATLAMBA COOKING
ANARKALI BAZAR
LAHORI FOOD STREETS
SUFI MUSIC & DHAMAL


LAHORE
BRITISH RAJ
The City of Gardens and Festivals
LAHORE
ANARKALI
BAZAR
QATLAMBA
LAHORI TASTE


GAMES
OF
INDIA
GULLI DANDA
PITTHU GARAM
BANTE / MARBLES
STAPOO / HOPSCOTCH
7
8
4
3
2
1
KIKLI
KABADDI
KOKLA CHHAPAKI / HIDE & SEEK
LUKAN MEETI

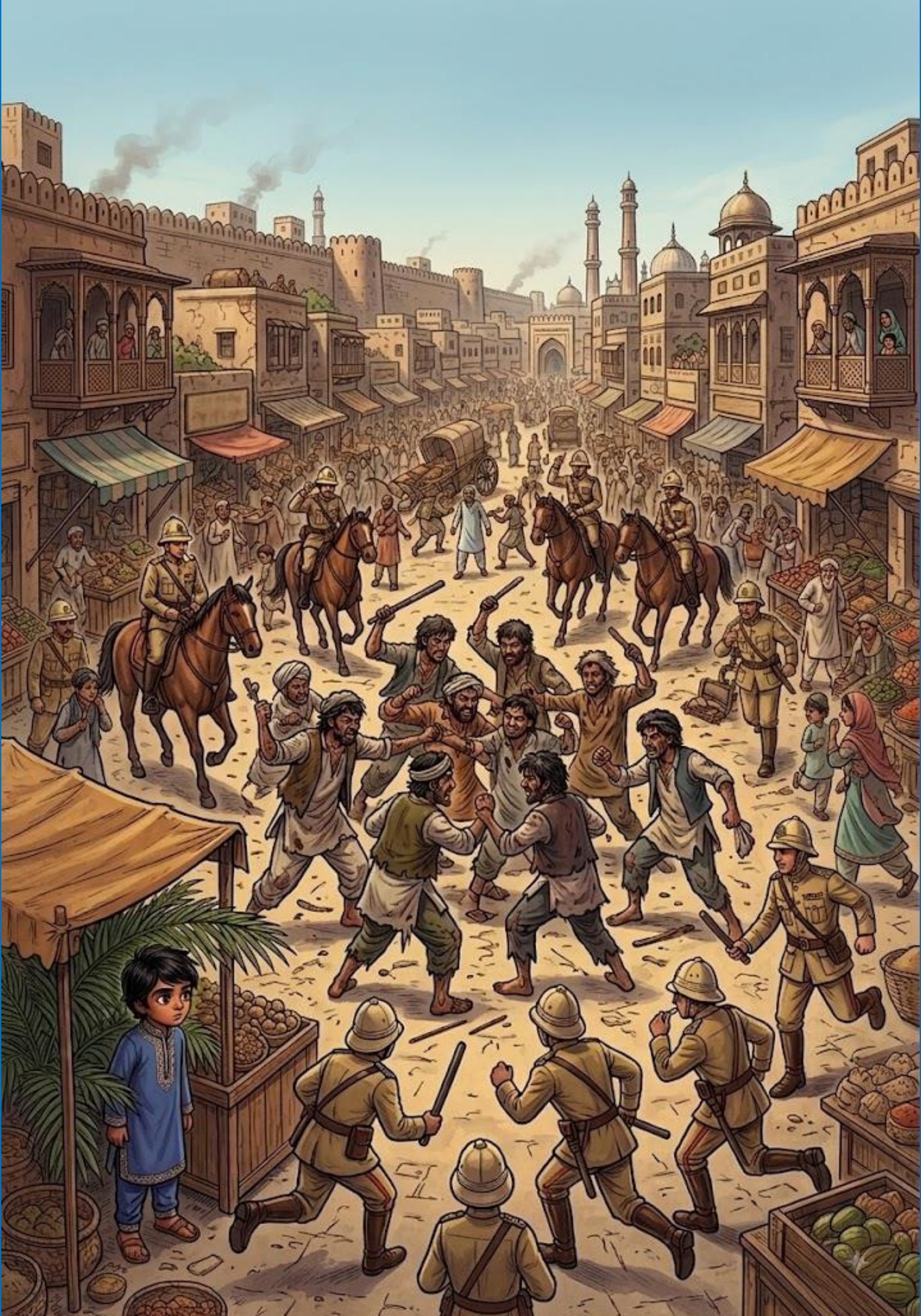
মানুষ তাকে খুব ভালোবাসতো এবং তাকে "বিশ্বের ছোট্ট বন্ধু" (ছোটা মেহেবুব-ই-আলম) বলে ডাকতো।



মাঝে মাঝে, কিম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের জন্য বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করতো। সে ভালোভাবেই জানতো যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ ছিল।



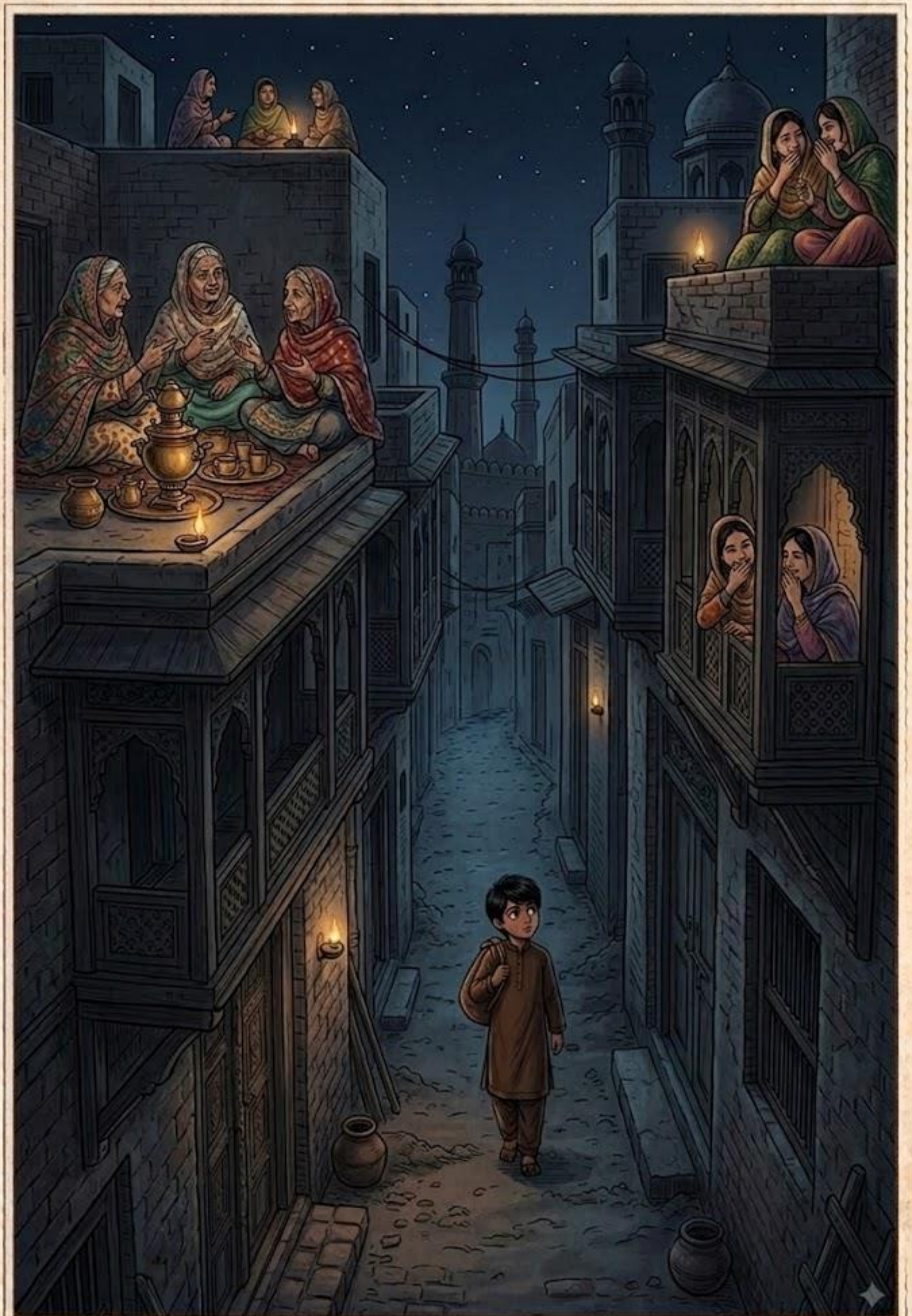
যবে থেকে সে বুঝতে শিখেছিল, পৃথিবীর যাবতীয় খারাপ দিক বা মন্দ কাজগুলো তার চোখে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও, গুপ্তচরবৃত্তির মতো কাজগুলো করা সে সত্যি খুব উপভোগ করতো।



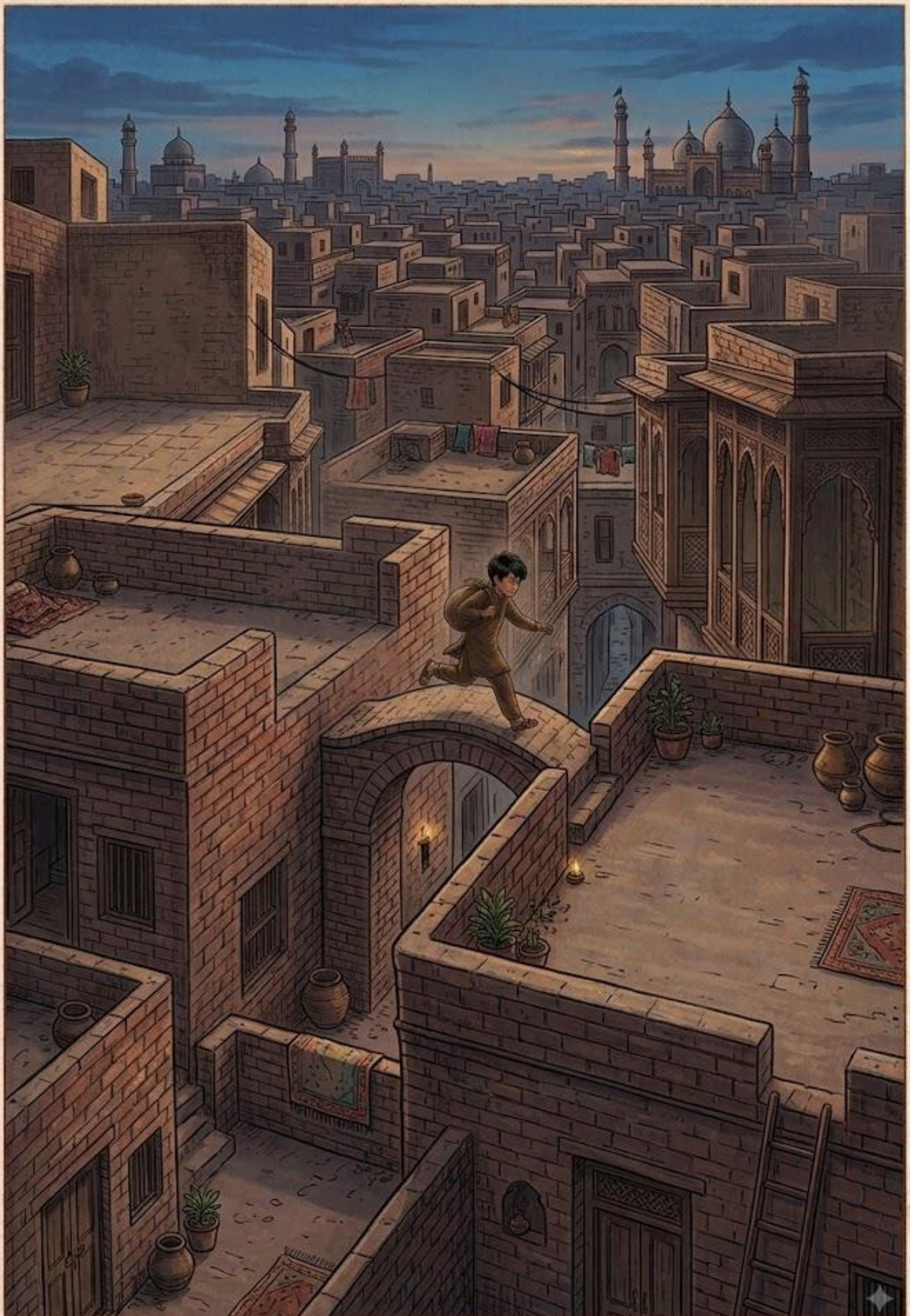
সে লাহোরের নির্জন ও অন্ধকার গলিগুলো দিয়ে হেঁটে যেতো।



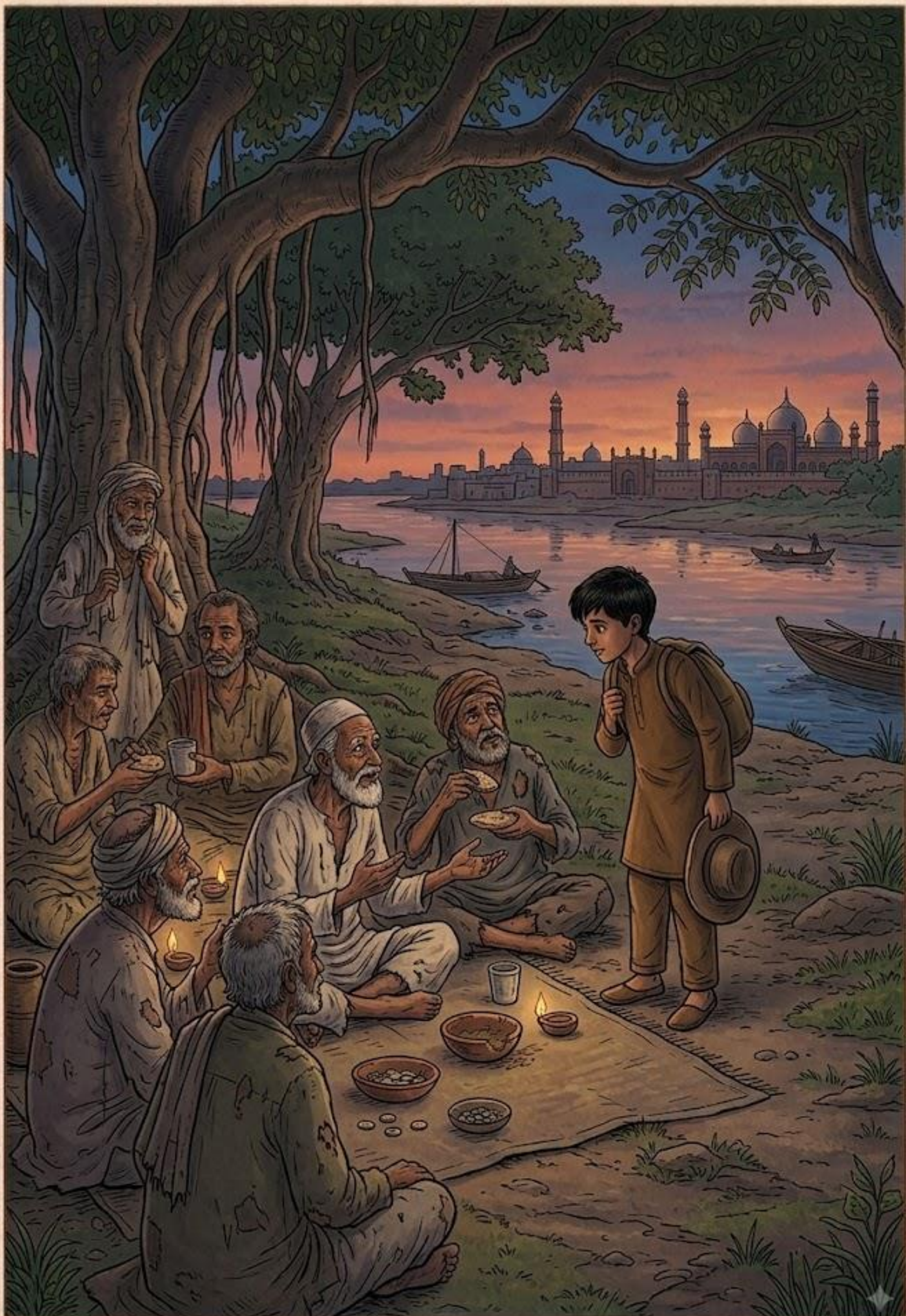
সে ছাদের উপর বসে থাকা মহিলাদের একে অপরের সাথে কথা বলতে শুনত।



কখনো কখনো গরমের দিনে সে শুধু বাড়ির ছাদগুলো লাফিয়েই তার দীর্ঘ যাত্রা সম্পন্ন করত।



রাভি (রাভি) নদীর তীরে গাছের নিচে বসা ফকিরদের সাথেও তার বেশ ভালো চেনাজানা ছিল। তারা যখন ভিক্ষা মেগে ফিরে আসত, কেমি তাদের সাথে কুশল বিনিময় করত এবং তাদের একসাথে বসে খাবার খাওয়া দেখত।



যে নারী তাকে দেখাশোনা করতেন, তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, "কিম, তোমার ইংরেজি পোশাকের সাথে জুতো আর টুপি পরা উচিত।" কিন্তু কিম যখনই কোনো গোপন গোয়েন্দা অভিযানে যেত, সবার নজর এড়াতে সে একজন দরিদ্র মুসলিম বা হিন্দু সেজে যেত।



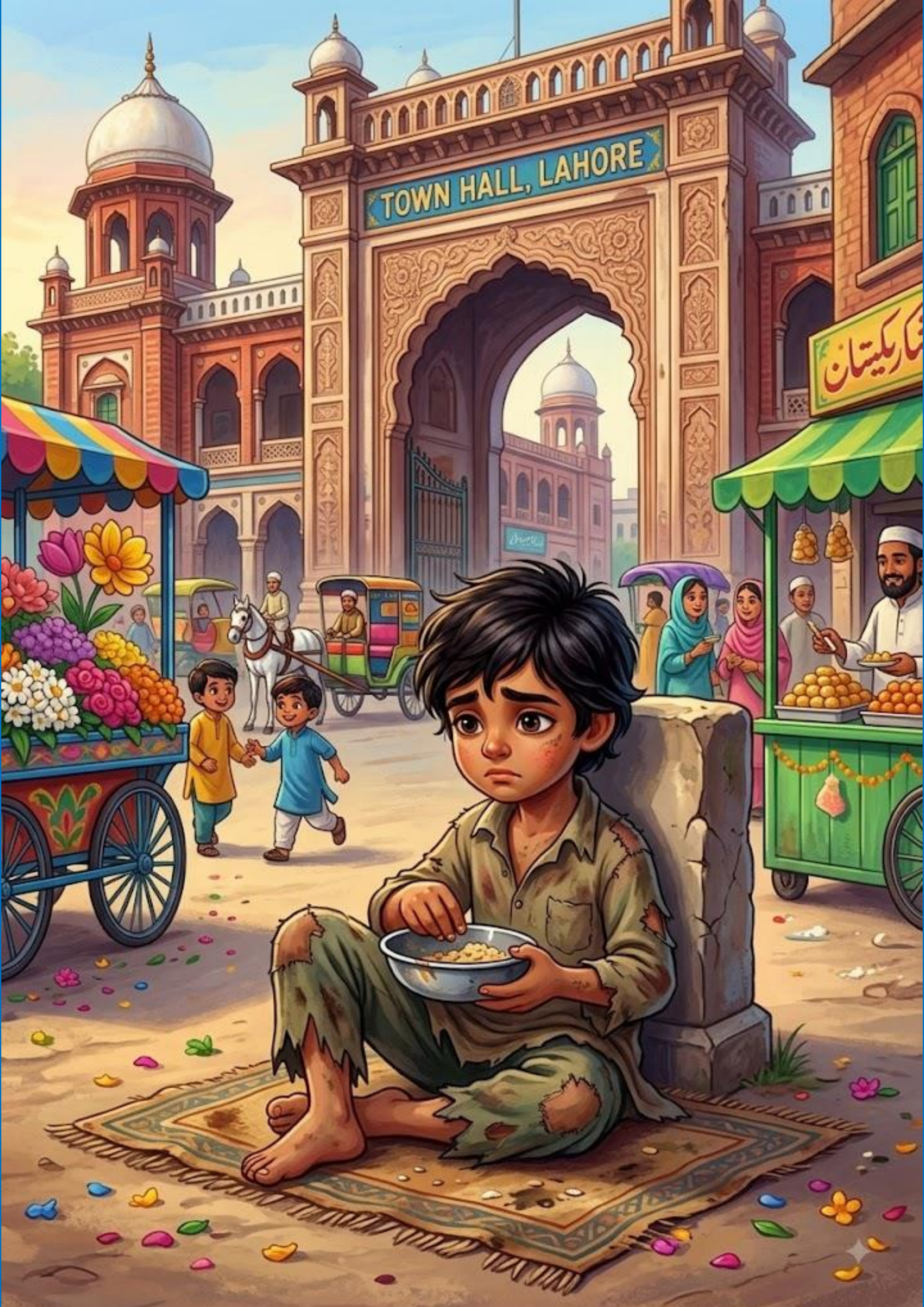
একজন শৌখিন যুবক তাকে একজোড়া হিন্দু ছেলের পুরো পোশাক দিয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এক রাতে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হলো এবং সেই লোকটার লাশ একটা কুয়োর ভেতরে পাওয়া গেল। কিম সেই পোশাকগুলো পাঞ্জাব হাইকোর্টের কাছে নীলা রামের কাঠের ডিপোর কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল।


TIMBER GODAM
PUNJAB HIGH COURT
LAHORE

বিশেষ কোনো উপলক্ষে, যেমন সে যখন কোনো গোপন অভিযানে যেতে, কিংবা কোনো হিন্দু উৎসব বা বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে, তখন কেমি সেই পোশাকগুলো পরত।



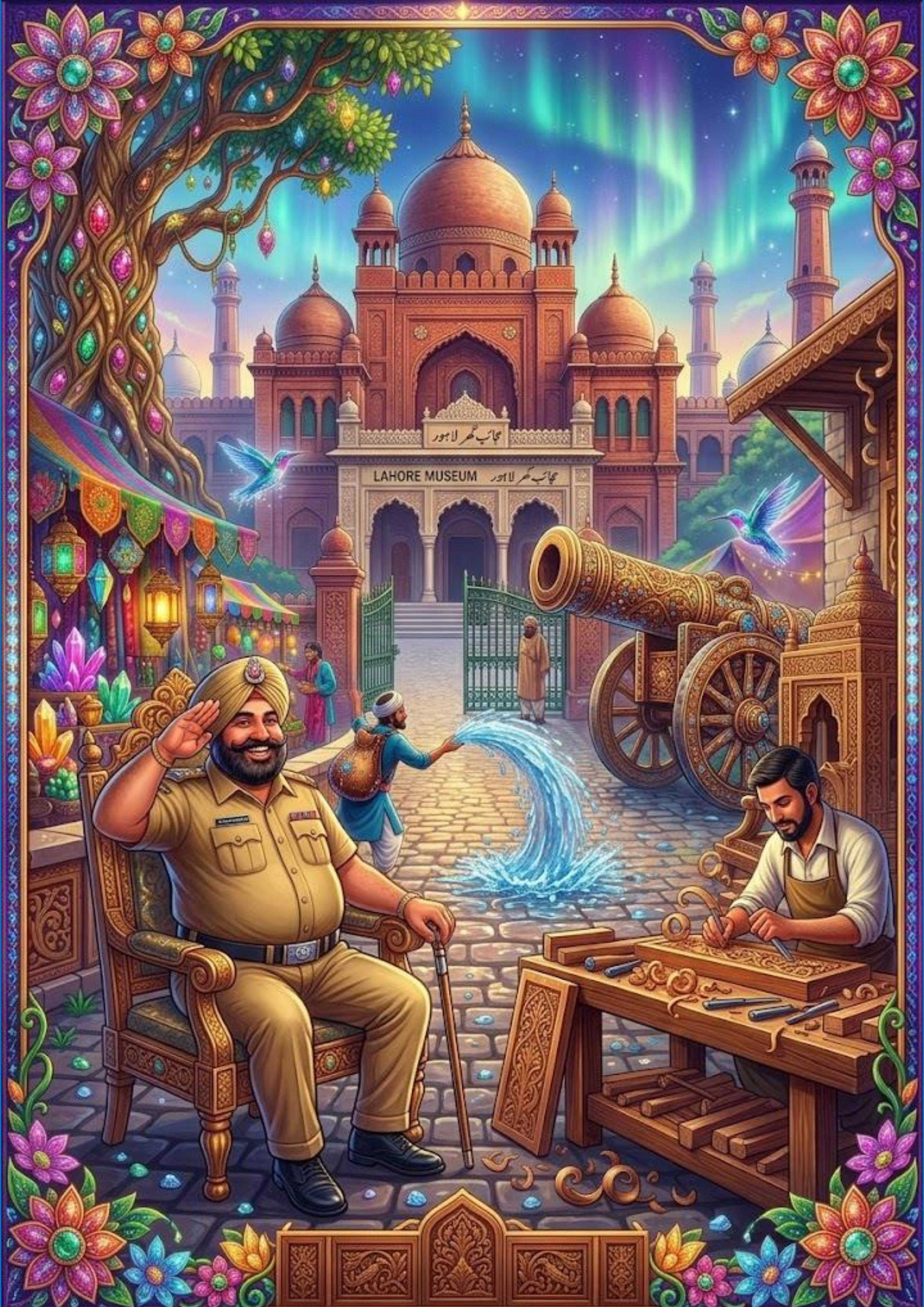
বচোরা কমি কখনো নজিরে ঘরে খাবার পতে, আবার কখনো চয়েচেন্তিে এনে তার হন্দিু ও মুসলমি বন্ধুদরে সাথে বসে খতে।


TOWN HALL, LAHORE

জমজমা কামানের ওপর চেপে বসে কিম তার দুই বন্ধু—ছোট লাল এবং মিষ্টি বিক্রেতার ছেলে আব্দুল্লাহর সাথে খেলাধুলায় ব্যস্ত ছিল।


KIM'S BATTLE: RIVALS
PUSHED FROM THE ZAMZAMA

জাদুঘরের দায়িত্বে থাকা পাঞ্জাবি পাহারাদারকে কিম একটা ফাজিল মন্তব্য করে খ্যাপাল। সিপাহিটি মনে মনে নিজের বিরক্তি বিড়বিড় করে সহ্য করে নিল, কারণ সে কিমকে বহু দিন ধরে চেনে—ঠিক যেমনটা চিনত রাস্তা ধুলোমুক্ত করতে জল ছিটানো ভিস্তিওয়ালা, আর জাদুঘরের কাঠমিস্ত্রি জওহর সিং। তবে দূর-দূরান্ত থেকে যারা জাদুঘর দেখতে আসত, সেই অচেনা দর্শনার্থীরা কিমকে চিনত না। ধনী বা গরিব, যে কারোরই জাদুঘরে ঢোকার অনুমতি ছিল এবং চাইলে তারা সেখানকার কিউরেটরের কাছ থেকে ভেতরে সাজিয়ে রাখা বিস্ময়কর জিনিসগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারত।


عجائب گھر لاہور
LAHORE MUSEUM
عجائب گھر لاہور

কামানের বিশাল চাকাটার ওপর চেপে বসে আব্দুল্লাহ বলল, "আমাকেও ওপরে উঠতে দে।" জবাবে কিম তাকে ঠাট্টা করে বলল, "তোর বাপ তো মিঠাই বানাত, আর তোর মা চুরি করত ঘি! এই কামান তো বহু আগেই মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

দামি আর সুন্দর পোশাক পরা ছোট লালও ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করল। যদিও তার বাবা ছিলেন একজন চরম প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি, কিন্তু ভারতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব ছেলেমেয়েরা একসাথেই খেলাধুলা করত।

কিম তাকেও ওপরে উঠতে দিল না, বলল, "এটা তো হিন্দুদের কাছ থেকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিয়েছিল।" তারপর তাকেও খ্যাপানোর উদ্দেশ্যে বলল, "তোর বাপও তো এক মিঠাইওয়ালা ছিল!"


KIM'S BATTLE: RIVALS
PUSHED FROM THE ZAMZAMA

তবে মত িবাজাররে দকি থকেে একজন লোককে আসতে দখেে কমি হঠাৎ করইে কথাটা বানয়িে শষে করে দলি। কমি, যে কি না সব জাত আর ধর্ম-বর্ণরে মানুষরে সাথইে পরচিতি ছলি, এমন মানুষ সে আগে কখনোই দখেনে।ি লোকটা ছলি বশে লম্বা, প্রায় ছয় ফুটরে কাছাকাছ,ি আর তার গায়রে পোশাক দখেে কমিরে বোঝার উপায় ছলি না যে লোকটা পশোয় কী—যদওি তার গায়রে বশেভূষা ইঙ্গতি দচ্ছিলি যে সে একজন ধর্মীয় ব্যক্ত।ি তাকে দখেতে কছিুটা বাজাররে চীনা মুচটিার মতো লাগছলি।

কমি তার বন্ধুদরে ডকেে বলল, "দখে, দখে! লোকটা কে রে?"

আব্দুল্লাহ তাজ্জব হয়ে মুখে আঙুল দয়িে বলল, "দখেতে তো মানুষরে মতোই মনে হচ্ছ।ে"

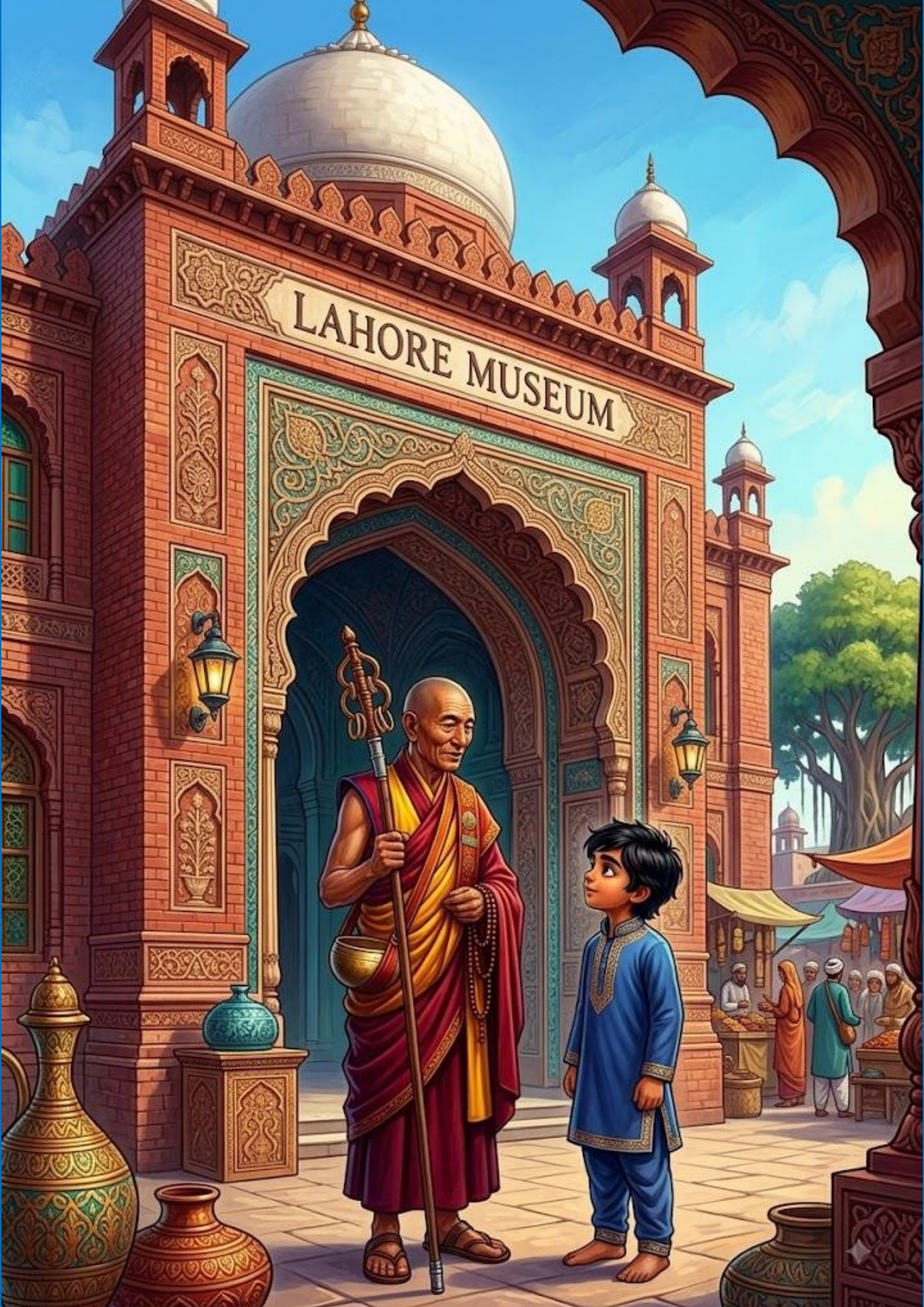
কমি উত্তর দলি, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মানুষই তো, তবে ভারতরে লোক বলে মনে হচ্ছে না। এমন মানুষ আমি আগে কখনো দখেনি।ি"

ছোট লাল বলল, "দখে, লোকটা জাদুঘররে ভতেররে দকিে যাচ্ছ।ে"

পাহাড়াদার পুলশিটি পাঞ্জাবতিে লোকটকিে বলল, "আপনি কী বলছনে আমি কছিুই বুঝতে পারছি না," তারপর কমিকে উদ্দশ্যে করে বলল, "সারা দুনয়িার ছোট্ট দোস্ত, ওকে একটু জজ্ঞিসে কর তো ও কী বলতে চায়।"

কামান থকেে লাফয়িে নচিে নমেে কমি বলল, "ঠকি আছ,ে ওকে আমার কাছে পাঠাও। ও অন্য দশে থকেে এসছে,ে আর তুমি তো একটা মহষিরে মতো।"

অসহায় বোধ করে লোকটা ছেলেদের দিকে এগিয়ে এল। তার পরনের জিনিসপত্র দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে সে কোনো পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসেছে।


LAHORE MUSEUM

বেশ চমৎকার উর্দুতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বাচ্চারা, এই বিশাল দালানটা কীসের?"

কিম, যে কিনা বড়দের 'লালা মিয়া' টাইপের সম্মানসূচক সম্বোধন করতে অভ্যস্ত ছিল, সে লোকটিকে কোনো উপাধি না দিয়েই উত্তর দিল, "এটা আজায়বে ঘর (জাদুঘর)।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে কি যাওয়া যায়?"

"হ্যাঁ, বাইরেই তো লেখা আছে যে সবার জন্যই ভেতরে ঢোকা যাওয়ার অনুমতি আছে।"

"টাকা-পয়সা ছাড়া কি ঢোকা যাবে?"

কিম উত্তর দিল, "আমি তো বিন্দুমাত্র ধনী নই, তাও তো আমি সব সময়ই ভেতরে যাই।"

লোকটি বললেন, "আমি এক বৃদ্ধ মানুষ, এসব আমার জানা ছিল না।"

কিম তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার জাত কী? আপনার বাড়ি কোথায়? আপনি কি অনেক দূর থেকে এসেছেন?"

লোকটি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, পাহাড়ি অঞ্চল থেকে—যেখানকার বাতাস একদম তাজা আর পানি খুব ঠান্ডা।"

যেহেতু বাজারের চীনা মুচিটা একবার জুতোতে থুথু ফেলার জন্য আব্দুল্লাহকে বকা দিয়েছিল, তাই আব্দুল্লাহ বলল, "ও তো একজন চীনা।"

ছোট লাল বলল, "ও পাহাড়ি লোক," যার জবাবে লোকটি বললনে, "আমি পাহাড়ি লোক নই। আমার দশে তিব্বত। আমি আসলে একজন লামা, যাকে তোমাদরে ভাষায় গুরু বলা হয়।"

কমি বলল, "তাহলে আপনি তিব্বত থকেে আসা একজন গুরু! আমি জীবনে প্রথমবাররে মতো আপনার মতো কাউকে দখেলাম। ওখানওে কি হিন্দু আছে?"

লোকটি উত্তর দলিনে, "আমরা মধ্যম পথরে অনুসারী, যারা শান্তিতে বসবাস করি। মৃত্যুর আগে আমি চারটি পবিত্র স্থান দর্শনরে উদ্দশ্যেে বরে হয়ছেি।" তিনি স্নহেভরে ছলেদেরে দকিে তাকয়িে বললনে, "আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ আর তোমরা একদমই ছোট—তোমাদরে জ্ঞান কি কখনো আমার সমতুল্য হতে পারে?"

কমি তাঁকে জজ্ঞিসে করল, "আপনি কি কছিু খয়েছেনে?"

তিনি তাঁর ভকি্ষাপাত্র (কাছকোল) দখোলনে, যা ছলেরো সবাই চনিত, আর বললনে, "আমার এখনো খদিে পায়নি।" এরপর তিনি জজ্ঞিসে করলনে, "লাহোররে এই জাদুঘররে ভতেরওে কি মহাত্মার ছবি আর মূর্তি রয়ছে?"

আব্দুল্লাহ বলল, "হ্যাঁ, কথাটা সত্যি—ভতেরে তোমাদরে মতো মূর্তি পূজারি আর কাফরেদরে জন্য প্রচুর মূর্তি আছে।"

কমি বলল, "ওর কথায় কান দিও না। এই জাদুঘর সরকাররে। আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে ভতেররে সব ঘুরয়িে দখোচ্ছি।"

হিন্দু ছলেটে, ছোট লাল, নচিু স্বরে বলল, "সাবধানে থকেো, অচনো লোক কন্তিু বাচ্চা চুরি কর।"

আর মুসলিম ছেলেটি, আব্দুল্লাহ, বলল, "ও তো একাধারে অচেনা লোক, আবার মূর্তিপূজারিও।"

এতে কিম হেসে উঠে বলল, "ও এই অঞ্চলে একদম নতুন এসেছে। তোরা দুজন তোদের মায়েদের কোলে গিয়ে বস—তোদের জন্য ওটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা।"

লোকটি কিমের পিছু পিছু চলতে লাগলেন এবং বুদ্ধের বিশাল মূর্তিগুলো দেখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রচুর পরিমাণে থাকা এই মূর্তিগুলোই ছিল জাদুঘরের মূল শোভা। পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সাথে লামা প্রতিটি মূর্তি ও ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, যার মধ্যে বুদ্ধের মূর্তির পাশাপাশি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের ছবিও ছিল। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বের হতে লাগল, "আজকের দিনটা কতই না আনন্দের! আমার পবিত্র তীর্থযাত্রার শুরুটা কত সুন্দর হলো!"

কিম তাঁকে জাদুঘরের ইংরেজ কিউরেটরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। দুজন একে অপরকে অভিবাদন জানালেন। জাদুঘরের কিউরেটর লামাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ লামা এমনভাবে কাঁপছিলেন যেন তিনি কোনো গোপন গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলেন এবং কিউরেটরের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলেন।



জাদুঘর থেকে লামা ফিরে আসার পর, সিপাহির আপত্তি সত্ত্বেও কিম তাঁকে কামানের কাছে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। এরপর কিম আশপাশের বাড়িঘর থেকে চেয়েচিন্তে ভালো খাবার জোগাড় করে আনল, যা লামা খেলেন। লামা ঘুমিয়ে পড়লে কিম সুযোগ বুঝে সটকে পড়ল এবং তার পোশাক বদলে ফেলল। এবার সে নিজেকে পুরোপুরি একজন হিন্দু ছেলের মতো সাজিয়ে তুলল।

ঘুম থেকে জেগে লামা তাঁর নতুন শিষ্যকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমার নতুন শিষ্য তো আমাকে সাহায্য করতেই এসেছিল। সে আমাকে পথ দেখাল, জাদুঘর দেখাল, আর আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম তখন আমার জন্য খাবার নিয়ে এল। তার সাহায্যেই তো আমার সেই পবিত্র নদীটার খোঁজ করার কথা ছিল, কিন্তু সে কোথায় চলে গেল আমি বুঝতে পারছি না।"

কিম লামাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার সেই শিষ্য কোন দেশ বা অঞ্চলের লোক ছিল? সে কি মুসলিম, হিন্দু, শিখ, নাকি জৈন ছিল? সে কি উচ্চ জাতের ছিল, নাকি নিচু জাতের?"

লামা উত্তর দিলেন, "আমরা মধ্যম পথের অনুসারী—আমাদের কাছে কেউ ছোট বা বড় নয়।"

কিম লামার দুশ্চিন্তা দূর করে বলল, "আমিই তো আপনার শিষ্য। আপনি মানুষটা খুবই ভালো, তাই আমি এখন আপনার সাথেই বেনারস যাব, যাতে আমরা একসাথে মিলে পবিত্র নদীর সন্ধান করতে পারি। সত্যি বলতে, আমিও তো একটা জিনিসের খোঁজে আছি—সবুজ প্রান্তরে লাল ষাঁড়, যেখানে গেলে আমি সাহায্য পাব। হয়তো আমরা দুজনই আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হব।"

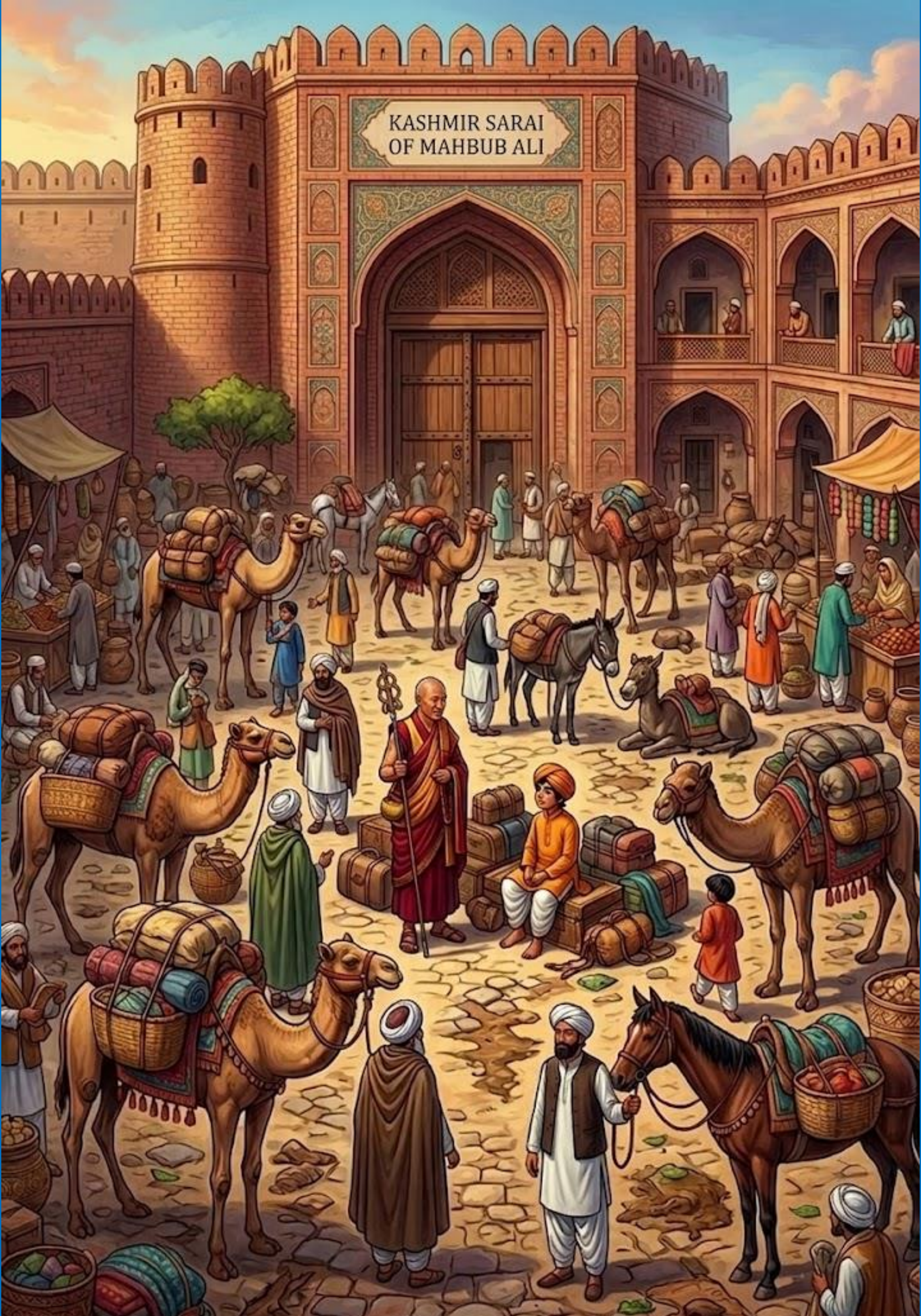

LAHORE MUSEUM

লামা যখন তখনই বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিম তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলল যে রাতে চোর-ডাকাত সহ নানা বিপদ লুকিয়ে থাকে। তাই তার প্রস্তাব ছিল পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করা। লামা যখন জানতে চাইলেন যে তারা রাতে কোথায় থাকবে, কিম তখন রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত 'কাশ্মীর সরাই'-এর কথা বলল—যা ছিল এক বিশাল, উন্মুক্ত আশ্রয়স্থল।

তাজিকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মধ্য এশিয়ার দূর-দূরান্তের দেশগুলো থেকে আসা ঘোড়া আর উটের কাফেলাগুলো বিশ্রামের জন্য সেখানে উঠত। উত্তরের পাহাড়ি এলাকা থেকে বড় বড় কাফেলায় চড়ে লাহোরে আসা যাত্রীদের ভিড়ে সরাইটি সব সময়ই গমগম করত।

প্রবীণ লামা এর আগে কখনো এত বড় শহর বা এত বিশাল জনস্রোত দেখেননি। বাজারগুলো আলোয় ঝলমল করছিল, নানা মূল ও জাতের মানুষে ভর্তি ছিল চারপাশ—যা দেখে পুরো দৃশ্যটাই তাঁর কাছে একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। যাত্রীতে ঠাসা ট্রাম গাড়ির ঘনঘন বিকট ব্রেকের শব্দে বৃদ্ধ লামা খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

রেল স্টেশনের কাছে সেই সরাইটি এক বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। উত্তরের কাফেলার উট, খচ্চর আর ঘোড়াগুলো কাছেই বাঁধা ছিল। কোনোটার পিঠে মালপত্রের গাঁটরি চাপানো হচ্ছিল, আবার কোনোটা থেকে বোঝা নামানো হচ্ছিল।


KASHMIR SARAI
OF MAHBUB ALI

সরাইয়রে মালকি, মাহবুব আলী, নজিওে ছলিনে আফগানসি্তানরে লোক এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান বয়স লুকাতে দাঁড়ি লাল রঙরে খজিাব দয়িে রাঙয়িে রাখতনে। তনি কিমিরে মূল্য বশে ভালোভাবইে বুঝতনে—কমি এখন ১৩ বছরে পা দয়িছেে এবং গত তনি বছর ধরে মাহবুব আলীর হয়ে গোয়ন্দোগরিি ও এই ধরনরে নানা কাজ করে আসছে। মাহবুব আলী পরম স্নহেে কমিকে 'সারা দুনয়িার ছোট্ট দোস্ত' বলে ডাকতনে—অর্থাৎ এমন এক ছলে, যে কনিা গোটা দুনয়িারই বন্ধু।

একবার, মাহবুব আলী কমিকে এক ব্যক্তরি পছিু নতিে বলছেলিনে, যাতে দনিভর লোকটা কী কী করছে এবং কার কার সাথে দখো করছে তা নজর রাখা যায়। কমি সারাদনি সইে লোকটার ওপর গোয়ন্দোগরিি চালাল, আর সদেনি রাতে মাহবুব আলী কমিরে কাছ থকেে প্রতটিি সূক্ষ্ম ববিরণ অত্যন্ত মনোযোগরে সাথে শুনলনে। যদওি এসবরে পছেনরে আসল কারণ কমি জানত না, তবুও এই ধরনরে কাজ সফলভাবে শষে করার জন্য মাহবুব আলী তাকে সুস্বাদু খাবার খাইয়ে আপ্যায়ন করতনে এবং মাঝমেধ্যে বকশসি হসিবেে টাকাও দতিনে।



মাহবুব আলী তাঁর কাশ্মীর সরাইয়ে এক আরামদায়ক বিছানায় বসে হুঁকো টানছিলেন। কিম তাঁর সামনে সরাসরি না গিয়ে বরং লামাকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। তাঁকে দেখে মাহবুব আলী অবাক হয়ে বললেন, "আল্লাহ্র কসম! এ আবার কী! সুদূর দূরান্তের পাহাড়ে থাকা এক লামা, এখানে লাহোরে? হে বৃদ্ধ, আপনি এখানে কীভাবে এলেন?" এ কথা শুনে লামা তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মাহবুব আলী বললেন, "আমার কর্মচারীদের কাছে যান; তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আপনার ধর্মের থাকবে, আর সে অবশ্যই আপনার যত্ন নেবে এবং খাবারও দেবে।" এবার কিম মাহবুব আলীর কাছে এগিয়ে এল। তাকে হিন্দু ছেলের বেশে দেখে মাহবুব আলী বললেন, "আমার কর্মচারীদের মধ্যেও হিন্দু আছে। তাদের কাছে যাও; তারা তোমাকে খাবার দেবে।" কিম তার স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে উঠে প্রকাশ করল যে সে-ই কিম এবং সে এই বৃদ্ধ লামার শিষ্য হয়ে বেনারস যাচ্ছে। মাহবুব আলী বললেন, "কিম, তুমি কখনো আমার কাছে মিথ্যা বলোনি।" তিনি লামাকে কাছে ডাকলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং কিমের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হলো। মাহবুব আলী কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন, তারপর খুব নিচু স্বরে বললেন, "তুমি বেনারস যাচ্ছ, আর আম্বালা তো পথেই পড়ে। তোমার মাধ্যমে একজন ব্রিটিশ অফিসারের কাছে আমার একটা বার্তা পাঠাতে হবে। বার্তাটা আসলে একটা সাদা ঘোড়া সংক্রান্ত। গত বছর সেই ব্রিটিশ অফিসার এটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।" মাহবুব আলী কিমের কাছে সেই ব্রিটিশ অফিসারের চেহারা ও অবস্থানের বিবরণ দিলেন এবং তাকে বললেন বার্তাটি পৌঁছে দিতে যে—সাদা ঘোড়াটির বংশপরিচয়ের নথি (পেডিগ্রি) এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। তিনি আরও যোগ করলেন, "সেই অফিসার প্রমাণ চাইবেন যে সত্যিই আমি তোমাকে পাঠালুম কি না, তাই তাঁকে বোলো যে মাহবুব আলী প্রমাণও পাঠিয়েছেন—যা আমি তোমাকে দেব।"

ঠকি তখনই একটি ছায়া তাঁদরে গা ঘঁষেে চলে গলে, যার ওপর মাহবুব আলী সাথে সাথে আলোচনার বিষয় বদলে ফলেে উঁচু গলায় বলে উঠলনে, "আল্লাহ্র কসম! যার বাবা-মা মারা গছেে তুমি তো দুনিয়ায় তমেন একমাত্র এতমি নও। তোমার মতো এমন ভকি্ষুক আরও অনকে আছে।" তারপর কমিরে হাতে একটা কছিু গুঁজে দয়িে বললনে, "যাও, অন্য কাজরে ছলেদেরে সাথে গয়িে শুয়ে পড়ো। কাল তোমাকে কাজ দবে।" মাহবুব আলী কমিরে হাতে যে রুটটিি তুলে দয়িছেলিনে, তার ভতেরে মোড়ানো ছলি এক টুকরো পাতলা রশেমি কাগজ (টসি্যু পপোর) এবং তনিটে রূপোর মুদ্রা—যা ছলি তার পুরস্কার। কমি এই জনিসিগুলো তার গলায় ঝুলতে থাকা মাদুলরি মতো থলতিে রখেে দলি। ঘোড়ার এই গল্পটা কমি বশি্বাস করল না, তবে সে এটাও জানত না যে বিষয়টি কতটা মারাত্মক রকমরে গুরুগম্ভীর এবং তাঁর জমকালো ঘোড়ার ব্যবসার পাশাপাশি মাহবুব আলী ব্রটিশি সরকাররে হয়ে গোয়নে্দাগরিওি করতনে। যদওি তনিি ঘোড়ার ব্যবসা করতনে, কনি্তু দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর ভ্রমণরে সময় তনিি পরসি্থতিি খতয়িে দখেতনে এবং সরকারকে রপিোর্ট পাঠাতনে, যার ওপর ভতি্তি করে ব্রটিশি সরকার পদক্ষপে নতি। ইন্ডয়িান সার্ভে ডপিার্টমনে্টরে গোপন নথপিত্রে তাঁর কোড নাম নবিন্ধতি ছলি 'C.25'।



পাহাড়ি অঞ্চলরে মধ্য দয়িে ভ্রমণরে সময় কছিুদনি আগইে মাহবুব আলীর কাফলোর ওপর হামলা চালানো হয়ছেলি। তাঁর সন্দহে ছলি, এই ঘটনার পছেনে ছলি ব্রটিশি সরকাররে বরিোধী পাঁচজন শাসক, যাদরে সন্দহে হয়ছেলি যে মাহবুব আলীর কাফলোগুলো তাদরে ওপর গোয়ন্দোগরিি করছে এবং ভারতরে ব্রটিশি সরকাররে কাছে তথ্য পৌঁছে দচ্ছিে।

এখন মাহবুব আলীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর ছলি, যা তনি একটি ঘণ্টাও নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষরে কাছে পৌঁছে দতিে চয়েছেলিনে। সূক্ষ্ম পনিরে ছদ্রি দয়িে গোপন সংকতেে সইে পাতলা রশেমি কাগজে লখো ছলি য,ে পশেোয়াররে একটি হন্দিু ব্যাংক, দক্ষণিরে একজন মুসলমি শাসক এবং বলেজয়িামরে একটি অস্ত্র প্রস্তুতকারক কোম্পানরি সহায়তায় সইে পাঁচ রাজা সরকাররে বরিুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ।ে

যহেতেু মাহবুব আলীর শত্রুরা তাঁর ওপর কড়া নজর রাখছলি, তাই তনি নজিে আম্বালার ব্রটিশি অফসিাররে কাছে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়িে যতেে পারছলিনে না। কমি যখন তাঁর কাছে এল, তনি তার মাধ্যমইে এই কাজটি সম্পন্ন করার সদ্ধিান্ত নলিনে, কারণ একজন পাহাড়ি লামা এবং এক দরদ্রি ভক্ষিুক ছলেকেে কউে কখনোই সন্দহে করবে না।



সঠিকভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করার পর, মাহবুব আলী এক কাশ্মীরি পণ্ডিতের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া এক সুন্দরী রমণীর সাথে দেখা করতে বেশ্যালয়ে গেলেন। যদিও তাঁর ধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল, তাও সেই নারী তাঁকে প্রচুর মদ খাইয়ে মাতাল করে তুলল। নেশার ঘোরে তিনি বিড়বিড় করে হাবভাব করতে লাগলেন, আর তাঁর গায়ে ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করার পর সেই নারী তাঁর জামাকাপড় ও শরীর জুড়ে তল্লাশি চালাল।



The Story of Kim Continued. In the Rich Lahore Room...

আর মাহবুব আলীর কোমরের বেল্ট থেকে চাবিগুলো নিয়ে সে সেখানে উপস্থিত দলিলের এক লোকের হাতে তুলে দিল।



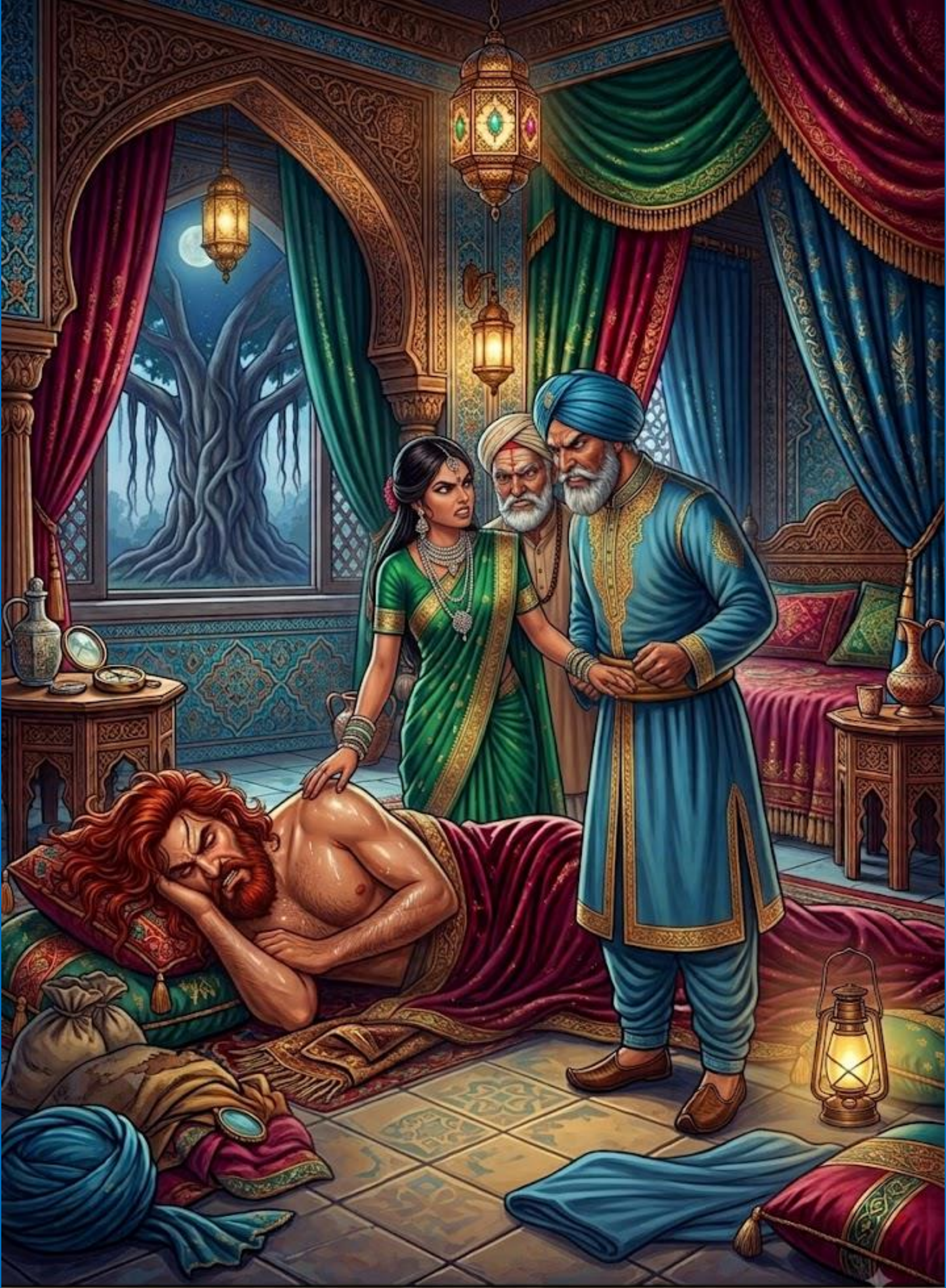
The Story of Kim Continued. In the Rich Lahore Room...

কিছুক্ষণ পর কিম দেখল যে ঠিক সেই লোকটাই মাহবুব আলীর ফাঁকা ঘরের ভেতরে চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রতিটি জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমনকি সে মাহবুব আলীর জুতো জোড়াও পরীক্ষা করে দেখল, যা দেখে কিম বুঝতে পারল যে এ কোনো সাধারণ চোর নয়, বরং নির্দিষ্ট কোনো কিছুর খোঁজে এসেছে। প্রথমে কিম নিস্তব্ধতা ভেঙে পুরো সরাইখানা জাগিয়ে তোলার জন্য "চোর! চোর!" বলে চিৎকার দেওয়ার কথা ভেবেছিল। কিন্তু তারপর তার মন বলল, "না। চুপ থাকো।" কিম বুঝতে পারল যে লোকটা আসলে যে জিনিসটা খুঁজছে, সেটা তার কাছেই নিরাপদে আছে; আর সে একটা ফুটো দিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল। সে পরিস্থিতির গাম্ভীর্য উপলব্ধি করল এবং রাতের কুচকুচে অন্ধকারের মধ্যেই লামাকে জাগিয়ে বলল যে এখনই তাদের বেনারসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে।



The Story of Kim Continued. Night in the Sarai.

পরে, সেই সুন্দরী রমণী এবং কাশ্মীরি পণ্ডিত নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। অজ্ঞান হয়ে নাক ডাকতে থাকা মাহবুব আলীর ওপর কনুই ভর দিয়ে সেই সুন্দরী রমণী মন্তব্য করল যে এই বেশরম আফগান ঘোড়া ব্যবসায়ী ঘোড়া আর মেয়েছেলে ছাড়া আর কিছুই চেনে না। দিল্লির লোকটা যখন এসে জানালে যে মাহবুব আলীর ঘরে কিছুই পাওয়া যায়নি, তখন কাশ্মীরি পণ্ডিত গভীরভাবে চিন্তা করে বলল যে তাদের সূত্র শুধু এক ঘোড়া ব্যবসায়ীর কথা বলেছিল, নির্দিষ্ট কোনো নাম তো উল্লেখ করেনি। জবাবে সুন্দরী রমণী বলল যে পুরোনো কোটে যত উকুন থাকে, এখানকার রাস্তা দিয়ে তত ঘোড়া ব্যবসায়ী যাতায়াত করে—সিকান্দার খাঁ, নূর আলী বেগ, ফারুক শাহ—কাফেলা তো এদের সবারই আছে। কাশ্মীরি পণ্ডিত তাকে নির্দেশ দিল তাদের কাফেলাগুলো যখন আসবে, সেগুলোর ওপরও যেন নজর রাখা হয়। ঘেন্নায় মাহবুব আলীর মাথাটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সুন্দরী রমণী বলল, "আমার কাজ হলো টাকা কামানো। ফারুক শাহ হলো একটা আস্ত ভাল্লুক, আলী বেগ একটা বেখেয়ালি বলদ, আর নিকুচি করেছে বুড়ো সিকান্দার খাঁ-র! যা-ই হোক, আমার এখন ঘুমানো দরকার, কারণ এই বেশরম জানোয়ারটা সকালের আগে আর জাগবে না।"



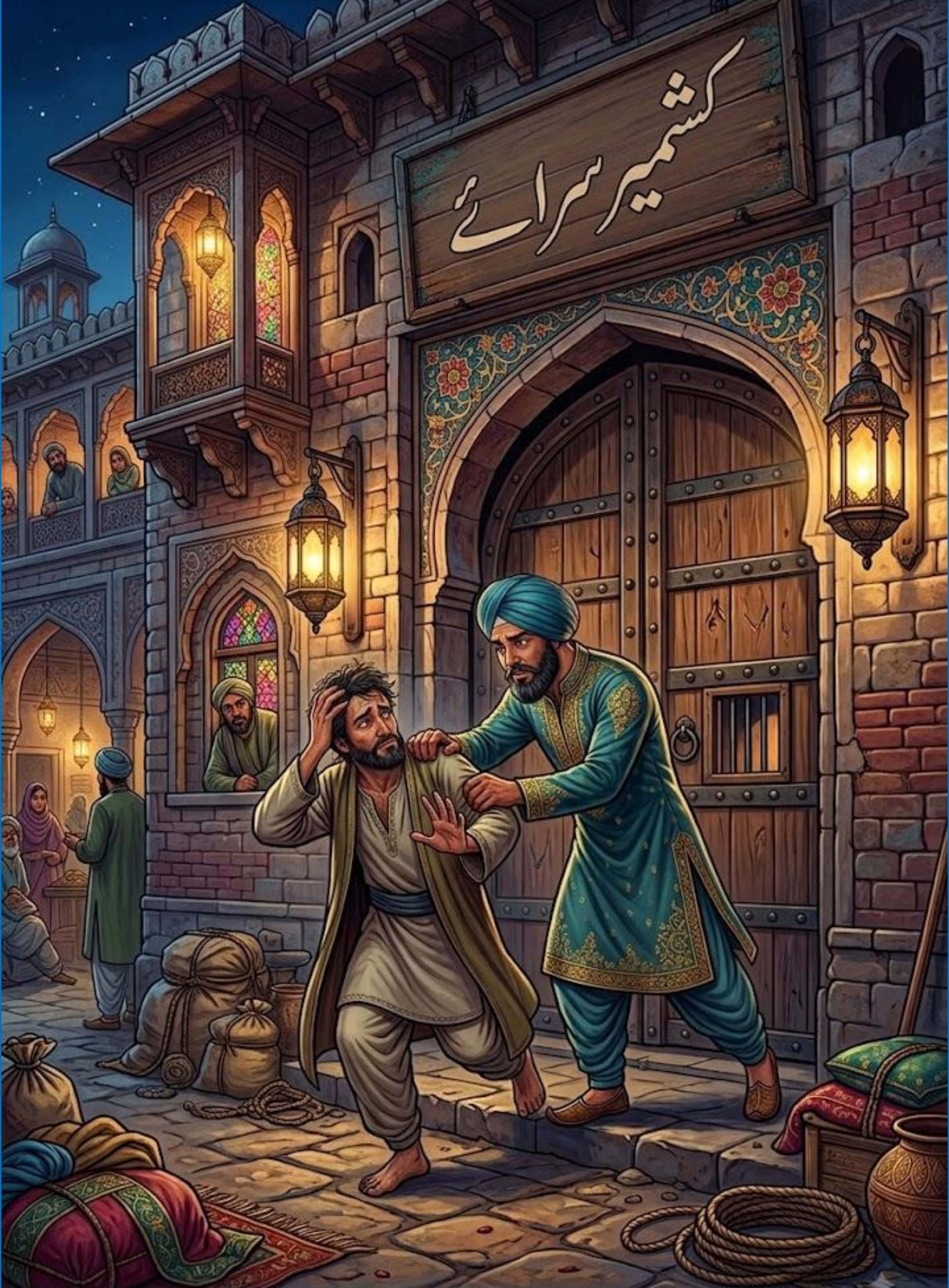
The Story of Kim Continued. In the Palace of Secrets.

সকালে যখন মাহবুব আলীর ঘুম ভাঙল, তখন সেই সুন্দরী রমণী মাসুম ভঙ্গিতে বলল, "আপনার কি কোনো ধারণা আছে যে মদ কতটা খারাপ একটা জিনিস? খোদা মাফ করুন! এতে হাত দিয়ে আপনি তো চরম গুনাহের কাজ করে ফেলেছেন।"



The Story of Kim Continued. In the Palace of Secrets.

তারাদের আলোতেই মাহবুব আলী সরাইখানার দিকে রওনা হলেন। কিম আর লামার কোনো চিহ্ন না পেয়ে তিনি এক লোককে ডেকে তুলে তাদের ব্যাপারে খোঁজ নিলেন। লোকটা উত্তর দিল যে পাগল বুড়োটা মধ্যরাতে উঠে হুট করে বেনারস যাওয়ার কথা বলতে লাগল, আর ছেলেটা তাঁকে সাথে করে নিয়ে চলে গেল। নিজের দাড়ি নাড়তে নাড়তে মাহবুব আলী স্বগত স্বরে বললেন, "সব কাফেরদের ওপর আল্লাহ্‌র লানত," তারপর তিনি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

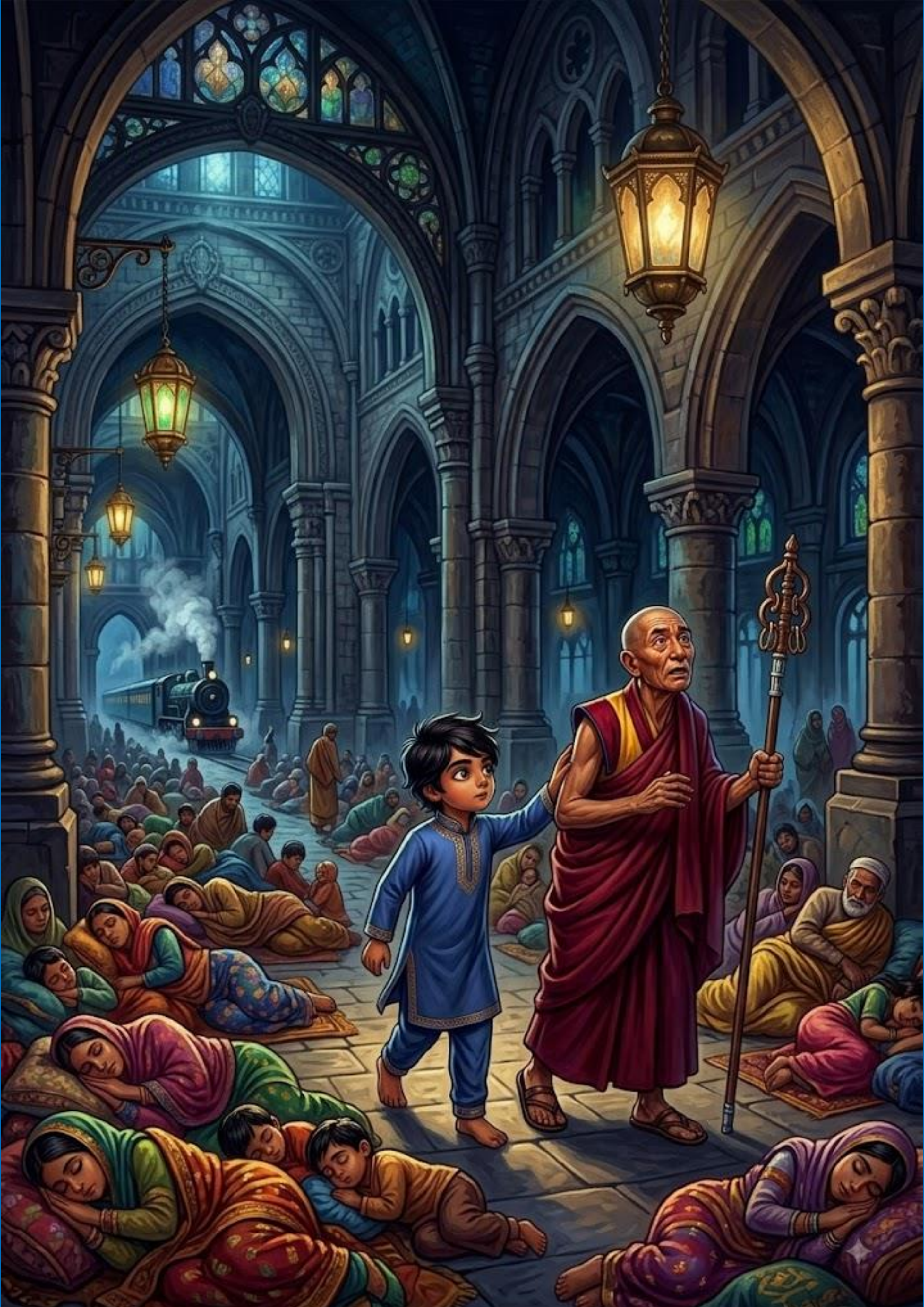


The Story of Kim Continued. In the Palace of Secrets.

কমি ও লামা রলে স্টশেনে এসে পেৌঁছালনে, যা রাতরে অন্ধকারে একটা দুর্গরে মতো বশিাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছলি। ওটা দখেে লামা ভয় পয়েে গলেনে এবং মন্তব্য করলনে যে এটা নশ্চিতি কোনো শয়তানরে তরৈি জনিসি। রলে স্টশেনে থার্ড ক্লাসরে যাত্রীরা যে যার মতো ছড়য়িে-ছটিয়িে শুয়ে ট্রনেরে জন্য অপক্ষো করছলি। কমি যখন বলল যে এবার তারা আম্বালার টকিটি কাটব,ে তখন লামা জদে ধরে বসলনে যে তাঁদরে তো বনোরসে যাওয়ার কথা ছলি। কমি তাঁকে আশ্বস্ত করল। গভীর রাতে যখন ট্রনে এল, ঘুমন্ত যাত্রীরা জগেে উঠল এবং চারদকিে তুমুল শোরগোল ও বশিৃঙ্খলা ছড়য়িে পড়ল। টকিটিরে জন্য লামা কমিরে হাতে একরাশ টাকা তুলে দলিনে; তাঁর সরলতা ও সততা কমিরে মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গলে।

কমি যখন আম্বালার টকিটি চাইল, টকিটি ক্লার্ক ঘুমরে ঘোরে বড়িবড়ি করতে করতে তাকে মাত্র পররে স্টশেন—ছয় মাইল দূরত্বরে—একটা টকিটি ছুড়ে দলি। কমি তাকে বলল, "তুমি গ্রামরে মানুষদরে বোকা বানাতে পারো, কনি্তু আমি লাহোর শহররে ছলে।ে বাবুজ,ি আমাকে আম্বালার সঠকি টকিটিটা দনি।" ক্লার্ক সঠকি টকিটিটা বাড়য়িে দলিে কমি অমৃতসররে জন্য আরও একটা টকিটি চাইল। সত্যি বলত,ে নজিরে জন্য কছিু টাকা বাঁচানোর উদ্দশ্যেে কমি কম দূরত্বরে টকিটি কটেে অনকে দূর পথ ভ্রমণ করার ফন্দি এঁটছেলি।

টকিটি কনোর পর সে বাকি টাকাটা লামাকে ফরেত দলি, তবে নজিরে জন্য একটা ছোট্ট কমশিন কটেে রাখতে ভুলল না।



থার্ড ক্লাসের ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের কামরাটা দেখে লামা আবারও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি পায়ে হেঁটে যেতে পারি না?" এক হৃষ্টপুষ্ট শিখ তাঁর দাড়িওয়ালা মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, "আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? হ্যাঁ, প্রথমবার ওঠার সময় আমিও ভয় পেয়েছিলাম। ভেতরে আসুন। সরকার তো এটা তৈরিই করেছে যাতে আমরা আরামে যাতায়াত করতে পারি।" কিম এক যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কি দুজন মানুষের জায়গা হবে?" এক নারী উত্তর দিলেন, "মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইঁদুরেরও জায়গা নেই।" তবে তাঁর স্বামী বললেন, "আমার সন্তানদের মা, আমাদের জায়গা করে দেওয়া উচিত, কারণ তাঁর সাথে একজন পবিত্র লামা রয়েছেন।" স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী রাগে গজগজ করতেই থাকলেন।

বগলে খাতা চেপে রাখা এক হিন্দু মহাজন সুর মিলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে আসুন। গরিবদের দেখভাল করা তো আমাদেরই কর্তব্য।" ডোগরা জাতের এক তরুণ সৈনিক ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে যখন মহাজনের সুদের ব্যবসার কথা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল, তখন সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

অমৃতসরের একটি মেয়ে চরম অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "দ্যাখো, দ্যাখো! ওরা জীবনে একদম প্রথমবারের মতো ট্রেনে চড়ছে!"

এক কৃষক যাত্রী তাঁর বলশালী হাত দুটো বাড়িয়ে লামাকে ভেতরে উঠতে সাহায্য করলেন।

"তবে বেঞ্চে বসাটা আমাদের শিক্ষা ও মূলনীতির পরিপন্থী, আর এতে আমার অস্বস্তিও হয়, তাই আমি মেঝেতেই বসব," লামা বললেন।

হিন্দু মহাজন মন্তব্য করলেন, "ট্রেনের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন আছে। যেমন ধরুন, সব ধর্ম আর জাতের মানুষ এখানে একসাথেই বসে।"

অমৃতসরের মেয়েটি যখন সেই তরুণ সৈনিকের সাথে চোখাচোখিতে ব্যস্ত ছিল, তখন সেখানে উপস্থিত সেই নারী রেগে গিয়ে বললেন, "অত্যন্ত বেশরম টাইপের মানুষজনও এখানে বিদ্যমান।"

কিমি সেই নারীর দয়ার প্রশংসা করল এবং বুদ্ধি করে তাঁর কাছ থেকে কিছু খাবার জোগাড় করে ফেলল।

তরুণ সৈনিকটি প্রস্তাব দিল যে সময় কাটানোর জন্য বুড়ো লামার কিছু কেরামতি বা অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো উচিত, যার জবাবে কিমি খানিকটা রেগে গিয়ে বলল, "বাবাজি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একজন মহান ব্যক্তি এবং তিনি এমন সব বিষয় নিয়ে ধ্যান করেন যা আপনাদের বোধগম্যতার অনেক বাইরে।" সৈনিকটি বলল, "তা তো নিশ্চয়ই হবে। আমরা হলাম লুধিয়ানা শিখ রেজিমেন্টের যোদ্ধা জাত; আমরা মাথায় অত বেশি চাপ নিই না।"

শিখ আর ডোগরাদের ভিন্নতা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে অমৃতসরের মেয়েটি মন্তব্য করল, "আমার কাছে তো ওদের সবাইকে একই রকম দেখায়।"



টকিটি চকোর এসে সবার টকিটি পরীক্ষা করতে লাগলনে। তনিি জানতনে যে কাজটা বশে ধীরগততিে করতে হবে, কারণ ভারতরে মানুষ টকিটি এমন সব অদ্ভুত জায়গায় লুকয়িে রাখে যা ভাবাই যায় না। কমিরে টকিটি দখোর পর চকোর তাকে ট্রনে থকেে নমেে যতেে বললনে। কমি ব্যাকুল হয়ে মনিতি করল যে তার শ্রদ্ধয়ে লামার সাথইে তাকে আম্বালা যতেে হব,ে কারণ সে তাঁর শষি্য। জবাবে চকোর বললনে, "তুমি জাহান্নামে যাও তাতে আমার কছিু যায়-আসে না, কনি্তু এই ট্রনে থকেে নচিে নামো।" কাঁদতে কাঁদতে কমি বলল, "এই লামাই আমার মা, এই লামাই আমার বাবা। আমাকে ছাড়া উনি মরইে যাবনে।" সমস্ত যাত্রী কমি আর লামার পক্ষে কথা বলে উঠলনে, কনি্তু টকিটি চকোর তাও তাকে ট্রনে থকেে নামযি়ে দলিে কমি অভনিয় শুরু করল এবং কাঁদতে কাঁদতে সব যাত্রীদরে উদ্দশে্যে বলে উঠল, "আমি এক হতদরদ্রি ছলে,ে আমার মা মরে গছে,ে আমার বাবাও মরে গছে,ে আপনারা আমার ওপর একটু দয়া করুন!"

হতবাক হয়ে লামা জজি্ঞসে করলনে, "এখানে এসব কী হচ্ছ?ে সে আমার শষি্য এবং আমার সাথইে সফর করব।ে যদি টাকার ব্যাপার হয়, তবে টাকা আমি দবে।" কমি তাঁর কানে কানে ফসিফসি করে বলল, "চুপ থাকুন। আমরা কি রাজা-বাদশা যে নজিদেরে টাকা এভাবে খরচ করব?" বাইরে অমৃতসররে ময়েটেকিে দখেতে পয়েে কমি তার নজর সদেকিে ঘোরাল, কারণ সে জানত এই ধরণরে ময়েরো একটু নরম মনরে হয়ে থাক।ে কমি যখন তাকে এক পরম দয়ালু মনরে ময়েে বলে সম্বোধন করল, ময়েটেি হসেে ফলেল এবং কমিকে টকিটিরে টাকা দয়িে বলল, "লামাকে বোলো যনে আমার জন্য দোয়া করনে।"

কমি তাকে দোয়ার বন্যায় ভাসয়িে দয়িে বলল, "তোমার ওপর যনে দশ হাজার বার রহমত নাজলি হয়! হে পবত্রি লামা, দখেুন, এই ময়েটেি আমাদরে ওপর দয়া করে আমাকে টকিটিরে টাকা দয়িছে।ে এখন আমি

আপনার সাথেই যেতে পারব।" লামা মন্তব্য করলেন, "তিনি নিশ্চিতভাবেই একজন পরম পুণ্যবতী নারী ছিলেন। তিনি কত বড় পুণ্যের সওয়াব যে অর্জন করলেন!" তবে মেয়েটি চলে যেতেই কৃষকের বউ মুখ বাঁকিয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, "নিজের রূপ-যৌবন দেখিয়ে কেটে পড়ল! অমৃতসরে এমন 'পুণ্যবতী' নারী অন্তত দশ হাজারটা পাওয়া যাবে।"

ব্যাংকের কর্মচারী চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাবাজি, তাড়াতাড়ি উঠুন, নইলে ট্রেন ছেড়ে দেবে!"

ট্রেনে আবার উঠে বসার পর কিম বলল, "পবিত্র লামা, টিকিটের তো ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার এই দয়ালু মানুষগুলো নিশ্চিত আমাদের খাবারও খাওয়াবে।"



সকালের সূর্য যখন সোনালী আলো ছড়িয়ে দিল, তখন ট্রেনের জানালার বাইরে পাঞ্জাবের চমৎকার উর্বর জমিগুলোতে ফসল বাতাসে দোল খাচ্ছিল। যাত্রীরা নিজ নিজ খাবারের পুটলি খুলে প্রাতরাশ করতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়া শেষে কৃষক, ব্যাংকের কর্মচারী এবং সৈনিকটি তামাকের ধোঁয়ায় মেতে উঠল, আর অন্যদিকে শিখ ব্যক্তিটি এবং কৃষকের বউ পান চিবোতে শুরু করলেন। লামা তাঁর জপমালা ঘোরাচ্ছিলেন, অন্যদিকে ভরপেটে প্রাতরাশের পর কিম পরম তৃপ্তি বোধ করছিল।

লামা সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেউ তাঁর খোঁজা সেই পবিত্র নদীর কথা জানে কি না। সবার একই উত্তর ছিল: এখানকার একমাত্র পবিত্র নদী হলো গঙ্গা।

লামা তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে কথা বললেন। তিনি উর্দুতে কথা বলা শুরু করলেও শীঘ্রই নিজের ভাবনায় হারিয়ে গিয়ে নিজ মাতৃভাষায় বলতে লাগলেন; তা সত্ত্বেও সবাই পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কথা শুনল। সত্যি বলতে, তাঁরা সবাই খুব ভালো ও ভদ্র মানুষ ছিলেন। তাঁরা সবাই জানতেন যে ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নানা ভাষায় আবেগ দিয়ে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলে থাকেন। তাঁরা জানতেন যে যুগ যুগ ধরে এমনই হয়ে আসছে এবং চিরকাল এমনই চলবে।

লামা যখনই বুঝতে পারলেন যে তিনি এক ভিনদেশে রয়েছেন, তিনি আবার উর্দুতে ফিরে এলেন এবং বললেন, "হে হিন্দের অধিবাসী, আমি সেই পবিত্র নদীর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরম পবিত্র বুদ্ধ যখন এক ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতায় তীর ছুড়েছিলেন, তাঁর বিপুল শক্তিতে তীরটি লক্ষ্যের অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়ে পড়েছিল, আর যে জায়গায় সেটি গিয়ে আঘাত করেছিল, সেখান থেকেই এক পবিত্র নদীর জন্ম হয়েছিল। সেখানে স্নান করলে মানুষ পরম জ্ঞান লাভ করে এবং সমস্ত পাপ

থকেে মুক্ত হয়। আপনারা যদি তা জনেে থাকনে, তবে আমাকে সইে নদীর কথা বলুন।" চারদিকি থকেে আওয়াজ উঠল যে কবেল গঙ্গায় স্নান করলইে পাপ ধুয়ে মুছে যতেে পার।ে

লুধয়িানার সইে শখি সনৈকি বলতে শুরু করলনে, "আমাদরে কাছইে একটা মুসলমি রজেমিন্টে ছলি, সখোনকার মাওলানা নামরে এক সনৈকি মাঝমেধ্যে অদ্ভুত এক ভাবাবগে তলয়িে যতেনে এবং নানা ভবষি্যৎবাণী করতে শুরু করতনে। কনি্তু খোদা এমন মানুষদরেও হফোজতে রাখনে। আমি খয়োল করছে যি তাঁর অফসিাররাও তাঁকে সর্বতোভাবে সহ্য করতনে।"

বাইররে লকলকে সবুজ ফসলরে দকিে তাকয়িে কৃষকরে বউ মন্তব্য করল, "দ্যাখো, আমাদরে ঈশ্বর আমাদরে ওপর কত দয়া বর্ষণ করছেনে," যার জবাবে তাঁর স্বামী বললনে, "পাঞ্জাব অনকে বড় একটা জায়গা, আর এখানকার প্রতটিি নদী স্বচক্ষে দখো অত্যন্ত কঠনি।"

শখি ব্যক্তটিি পরম বশি্বাসরে সাথে বললনে, "এখানে আসা শষে মহান ব্যক্তি ছলিনে মহাবীর আলকেজান্ডার। তনিি জলন্ধরে চমৎকার সব রাস্তাঘাট তরৈি করছেলিনে। আম্বালাতওে তনিি এমন কাজ করে গছেনে যা আজ অবধি দখো যায়।"

লামাকে চনি্তততি দখেে কমি মাটরি ওপর পানরে পকি ফলেে বলল, "চনি্তা করবনে না, আমরা নশি্চতিভাবইে সইে পবত্রি নদী খুঁজে পাব।" লামা বললনে, "ট্রনেরে গতি বড্ড বশেি, আমার মনে হচ্ছে আমরা হয়তো সইে নদী পছেনে ফলেে চলে এসছে।ি" কমি উত্তর দলি, "একদম ভাববনে না। আপনি তো বলছলিনে সইে নদী বনোরসরে কাছ,ে আর সইে অঞ্চল তো এখনো অনকে দূর সামন।ে"



গভীর রাতে যখন তারা আম্বালায় এসে পৌঁছাল, তখন তারা চরম ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এক হিন্দু দম্পতি তাঁদের নিজেদের বাড়িতে তাদের রাত কাটানোর প্রস্তাব দিলেন, যাতে তারা তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও পুণ্য লাভ করতে পারে।



লামাকে তাঁদের বাড়িতে রেখে কিম একটা অজুহাত দেখিয়ে ব্রিটিশ অফিসারের কাছে খবরটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাসভবনে পৌঁছে সে অফিসারকে বলল, "মাহবুব আলী একটা বার্তা পাঠিয়েছেন।"

"কী বার্তা?" জবাবে উত্তর এল।

"ঘোড়ার বংশপরিচয়ের নথি (পেডিগ্রি) এখন পুরোপুরি প্রস্তুত," কিম বলল।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছে, প্রমান কী?"

কিম তার দিকে পাতলা রেশমি কাগজটি ছুড়ে দিয়ে বলল, "এই যে প্রমাণ।"

অফিসার বকশিস হিসেবে তার দিকে একটা টাকার কয়েন ছুড়ে দিলেন। কিম কয়েনটা কুড়িয়ে নিল, কিন্তু ঘাসের ওপর তেমনই শুয়ে রইল।

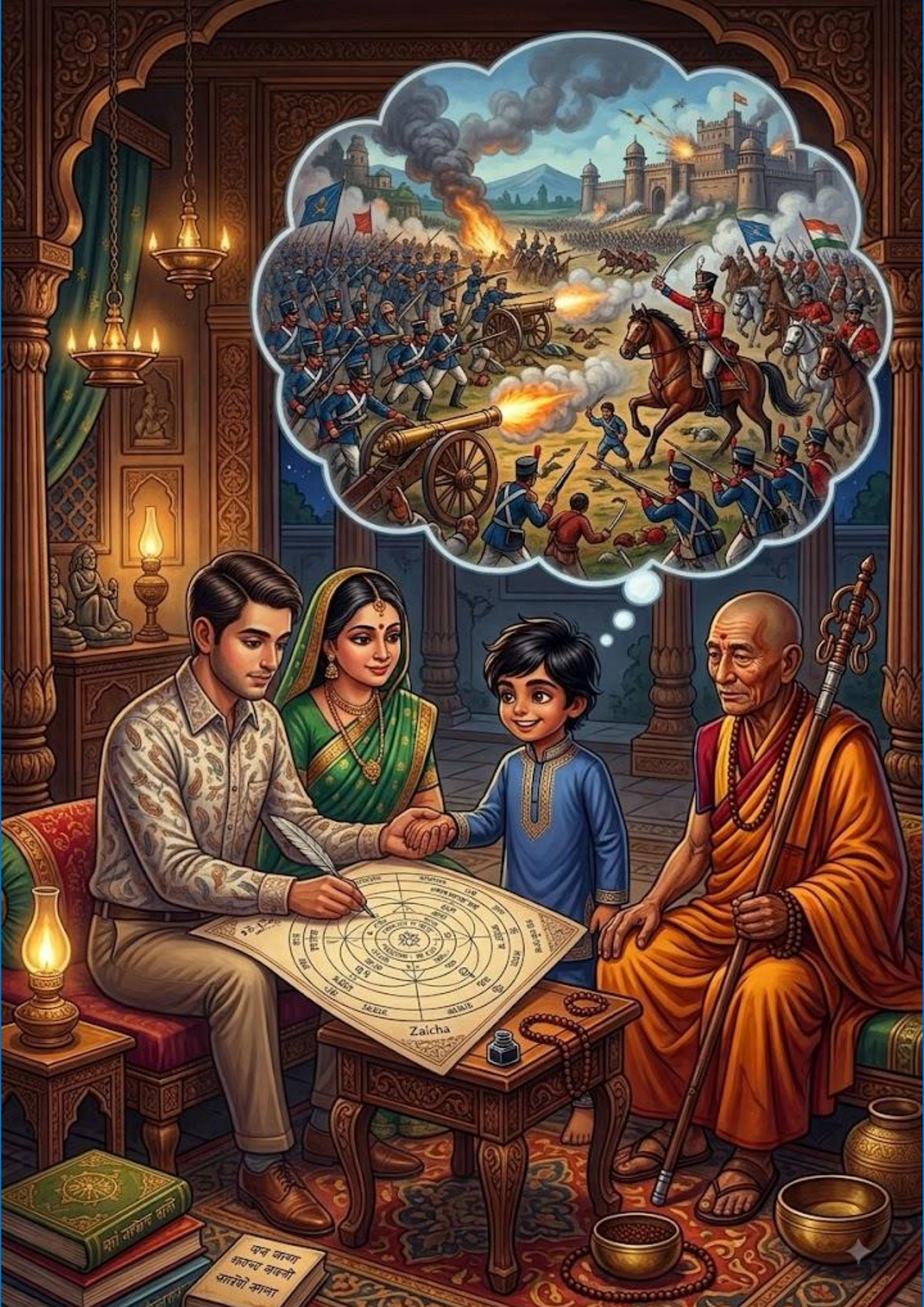
সে দেখতে চেয়েছিল আসল ব্যাপারটা কী। ব্রিটিশ অফিসার একটা ঘরে ঢুকে প্রদীপের আলোর নিচে বার্তাটি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় ভেতর থেকে এক নারীর কণ্ঠ ডেকে উঠল, "মেহমানরা এসে পড়েছেন, ডিয়ার।"



তারপর সেখানে অতিথিরা এসে পৌঁছালেন, কিন্তু সবার নজর মাহবুব আলীর পাঠানো বার্তাটির ওপরই আটকে রইল। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "বিষয়টা আর কয়েক সপ্তাহের নয়, বরং মাত্র কয়েক দিনের—এমনকি কয়েক ঘণ্টার খেলা। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও আজ এখানে আসছেন, তাই আজই তাঁদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সর্বোচ্চ মহলকেও অবিলম্বে বিষয়টি জানানো দরকার। দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। আট হাজার সৈন্যের প্রয়োজন পড়বে, আর সামরিক সরঞ্জাম নিয়েও কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।" আরেকজন অফিসার মন্তব্য করলেন, "তার মানে তো যুদ্ধ।" উত্তর এল, "যুদ্ধ নয়—একটা শাস্তি। নতুন কোড ব্যবহার করে এখনই একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। আর এখন নারীদের বেশি সময় অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না। পরে, চুরুট খাওয়ার সময়ে আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলব।" সেখানে একটা জাকজমকপূর্ণ পার্টি চলছিল, যেখানে সেনাপতিও (কমান্ডার-ইন-চিফ) উপস্থিত ছিলেন। কিম যে তথ্য জোগাড় করতে চেয়েছিল তা পেয়ে সে ফিরে এল। লামা তখনও ঘুমাচ্ছিলেন।



পরে, কিম তার গৃহকর্তার কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিম বলল যে কাশ্মীরে যখন এক মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল, ঠিক তখন তার জন্ম হয়। সময়টা বেশ পরিচিতিই ছিল। কিছুক্ষণ হিসাব-নিকাশ করার পর গৃহকর্তা বললেন যে আজ থেকে ঠিক তিন দিন পর দুজন লোক তার জন্য বড় কোনো কাজ করবে। "তবে আমি সশস্ত্র লোক আর যুদ্ধও দেখতে পাচ্ছি। এসব কিছু খুব শীঘ্রই হতে চলেছে; সাবধানে থেকো।" লামা মন্তব্য করলেন, "আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, কেবল আমাদের সেই পবিত্র নদীর খোঁজ করছি।" অন্যদিকে কিম মিটিমিটি হাসছিল, কারণ সে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পরই অফিসারদের যুদ্ধের ব্যাপারে কথা বলতে শুনে এসেছে। লামা গৃহকর্তার কাছেও তাঁর পবিত্র নদীর ব্যাপারে খোঁজখবর করলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে কিছু বলতে পারলেন না। সেই পরিবারটি তাঁদের থেকে যাওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করল, তবে লামা হিন্দু পরিবারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কিমকে নিয়ে আবার যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের বেশ অনেকটা খাবার এবং কিছু টাকাও দেওয়া হলো। দু-পক্ষেরই পরস্পরের জন্য শুভকামনা আর দোয়ার পর কিম ও লামা বিদায় নিলেন।


Zaicha

একটি গ্রামে তাঁদের দেখতে পেয়ে একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল। গোলমাল শুনে এক কৃষক বাইরে বেরিয়ে এল এবং রেগে চেঁচিয়ে বলল, "ভিক্ষুকের দল, আমার জমি থেকে দূর হও!" কমি তাকে বলল, "উনি কোনো ভিক্ষুক নন, একজন পরম পবিত্র সাধু পুরুষ। আপনি যদি উনার সাথে বেয়াদবি করেন, তবে আপনার ফসল সব বরবাদ হয়ে যেতে পারে।" এ কথা শুনে কৃষকের আচরণ বদলে গেল এবং সে ভয় পেয়ে অভিশাপ না দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল; সে আরও বলল যে প্রয়োজন হলে তারা খাবার ও দুধ নিতে পারে। লামা মন্তব্য করলেন, "রাগের বশে মানুষ নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, আর রাগ মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ধ্বংস করে দেয়।" কৃষককে ভালো ফসলের জন্য আশীর্বাদ জানিয়ে তাঁরা আবার পথ চলতে শুরু করলেন।

একটি ছোট খালের কাছে পৌঁছে তাঁরা একটা বিশাল সাপ দেখতে পেলেন। সাপটিকে দেখে কমি ভয়ে পিছিয়ে এল এবং বলল ওটাকে মেরে ফেলা উচিত, কিন্তু লামা জেদ ধরে বললেন ওটাকে ছেড়ে দিতে, কারণ এটারও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। জীবনে এই প্রথমবার কমি এমন একজন মানুষকে দেখল, যিনি সাপের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকেও বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছেন না।





তারা মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করলেন, তখনও তাঁদের সেই পবিত্র নদীর খোঁজ থামেনি।

তাঁরা একটি গ্রামে এসে পৌঁছালেন, যেখানে গ্রামের নম্বরদার (প্রধান) এবং পুরোহিত তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বিশ্রামের জন্য জায়গা দিলেন। লামা যখন তাঁদের কাছে পবিত্র নদীর কথা বললেন, বৃদ্ধ বয়সের কারণে তাঁরা তাঁর মানসিক ভারসাম্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিমও নিজের সাফল্যের সেই ভবিষ্যৎবাণীর কথা তাঁদের সাথে শেয়ার করল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এক বৃদ্ধ লোক মন্তব্য করলেন যে এটা বিশ্বাস করার মতো কথা, কারণ সীমান্তে যুদ্ধ তো সবসময়ই লেগেই থাকে। তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসেবে এই বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাক্তন সৈনিককে গ্রামে জমি দেওয়া হয়েছিল, আর তাঁর তিন ছেলেও এখন সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে কর্মরত। কিম যখন উল্লেখ করল যে এই যুদ্ধে আট হাজার সৈন্য অংশ নেবে, তখন বৃদ্ধ লোকটা উত্তর দিলেন যে তাঁর ছেলেরা এত বড় ধরনের সংঘাতের কথা তাঁকে কিছুই জানায়নি।

রাতে কিম হেফাজতের জন্য লামার টাকাগুলো নিজের কাছে রেখে দিল। সকালে লামা যখন মন্তব্য করলেন যে তিনি অদ্ভুত রকমের গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়েছেন, তখন কিমের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো: টাকা চুরি করার মতলবে দুধের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে লামাকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল।





তাঁরা যখন রওনা হলনে, তখন পুরোনো সইে সনৈকি পথ দখোনোর জন্য তাঁদরে সাথে কছিু দূর এগয়িে এলনে। আমগাছরে মাঝখানে ফসল ফলানো হচ্ছলি, আর কাজরে ফাঁকে কৃষকদরে গলার আওয়াজ ভসেে আসছলি। লামার আফসোস হচ্ছলি যে মন্দরিে তাঁর কছিু দান করা উচতি ছলি; অন্যদকিে সইে বৃদ্ধ সনৈকি বলতে লাগলনে কীভাবে সপিাহী বদি্রোহরে সময়ে এক চরম উন্মাদনার বশে সনৈকিরা নজিদেরে অফসিারদরে বরিুদ্ধইে রুখে দাঁড়য়িছেলি। ছয়শত আশি জন সনৈকিরে মধ্যে মাত্র তনিজন বদি্রোহে যোগ দয়েনে,ি আর সইে বৃদ্ধ সনৈকি ছলিনে তাঁদরেই একজন। তাঁর সমস্ত পরচিতি মানুষ—তাঁর আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন এবং বন্ধুবান্ধব—ব্রটিশিদরে পক্ষে থাকার জন্য তাঁকে তরিস্কার করতে শুরু করছেলি। কউে এটা বুঝতে রাজি ছলি না যে তনিি কবেল পরম ভক্তি আর দায়ত্বিবোধ থকেইে নজিরে কর্তব্য পালন করছলিনে। মানুষ তাঁকে বলত ব্রটিশিদরে তরফদারি বন্ধ করত,ে কারণ ভারতে নাকি তাদরে সময় ফুরয়িে এসছেলি। অথচ, এক ব্রটিশি মমেসাহবে এবং তাঁর সন্তানরে প্রাণ বাঁচাতে তনিি ঘোড়ায় চড়ে সত্তর মাইল পথ পাড়ি দয়িছেলিনে।

তনিি ব্রটিশিদরে প্রতি বশি্বস্ত ছলিনে এবং নজিরে স্বদশেী ভারতীয়দরেও চরমপন্থী হওয়া থকেে থামানোর চষ্েটা করছেলিনে। সইে ব্রটিশি অফসিারদরে অনকেইে এখন জনোরলে হয়ে গয়িছেনে, তবুও তাঁরা আজও তাঁকে মনে রখেছেনে। তাঁর এই আনুগত্যরে যোগ্য পুরষ্কার তনিি পয়েছেলিনে। রানীর জুবলিি উপলক্ষে তাঁকে 'অর্ডার অফ ব্রটিশি ইন্ডয়িা' সম্মাননায় ভূষতি করা হয়, যা তনিি সবসময় তাঁর গলায় ঝুলয়িে রাখতনে; আর উপহার হসিবেে তাঁকে একটি জমদিারওি দওেয়া হয়ছেলি। সইে আমলরে বশে কয়কেজন নামজাদা ব্যক্তত্বি, যাঁরা পরবর্তীতে কমশিনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ছেলিনে, তাঁরাও তাঁর সাথে দখো করতে আসতনে। তাঁরা যুদ্ধ নয়িে এবং যাঁরা প্রাণ বসির্জন দয়িছেলিনে তাঁদরে নয়িে আলোচনা করতনে।

লামা জজি্ঞসে করলনে, "তারপর?"

উত্তর এল, "তারপর তাঁরা চলে যেতেনে, তবে পুরো গ্রাম সহে মহান মানুষদরে দখেে নওেয়ার পরইে।"

লামা প্রশ্ন করলনে, "কন্তিু সবশষেে আপনার পরণিতি কী হবে?"

উত্তর এল, "মৃত্যু।"

"আর তারপর?" লামা জানতে চাইলনে।

"তারপর, ঈশ্বররে যা ইচ্ছা," সনৈকি উত্তর দলিনে। "তনিি আমাকে এক শীতল আশ্রয়ে ঠাঁই দবেনে, যখোনে আমি আমার ছলেদেরে জন্য অপকেষা করব—যাঁরা নজিরোও সনোবাহনিীতে মজের।"

লামা মন্তব্য করলনে যে তাঁরাও জীবনরে এই চক্রে এক জন্ম থকেে অন্য জন্মে ঘুরে বড়োবনে—যা এক কঠনি এবং যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা। "সত্যি বলতে, আমাদরে শক্তইি হলো আমাদরে আসল দুর্বলতা। জীবনরে উদ্দশ্যে অন্য কছিু, অথচ আমরা সম্পূর্ণ ভন্নি এক অভমিুখে যাত্রা করছি।"

কথাবার্তায় ক্লান্ত হয়ে বৃদ্ধ সনৈকি এবং লামা সইে গরম আবহাওয়ায় আমগাছরে নচিে ঘুমযি়ে পড়লনে। কমি, আশপোশে সাপ থাকতে পারে ভবেে চন্তিতি হয়ে, আগে থকেইে সতর্কতা অবলম্বন করল।





ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁরা একসঙ্গে যাত্রা করে শেষমেশ বড় মহাসড়ক—গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পৌঁছালেন। ভারতের বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত এটি এক সুবিশাল ধমনীর মতো। রেলপথ আসার আগে এর গুরুত্ব ছিল সবার ওপরে, তবে এখনো সব জাত, রঙ ও ধর্মের মানুষ নানা ধরনের যানবাহনে করে এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে।

বৃদ্ধ সৈনিককে বিদায় জানিয়ে কিম আর লামা এই পনেরো শত মাইল দীর্ঘ পথ ধরে তাঁদের যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। পুরো বিশ্বে এর সমতুল্য আর কিছুই ছিল না। লোকজনে গমগম করা ভিড়ের দিকে খুব একটা পাত্তা না দিয়ে লামা নিজের ভাবনায় মগ্ন রইলেন, অন্যদিকে কিমের মনে হলো যেন পুরো ভারত তার চোখের সামনে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে—যে দৃশ্য দেখে তার আনন্দ আর আত্মহারা ভাব একেবারে সপ্তম স্বর্গে গিয়ে পৌঁছাল।

কিম আর লামা কিছুক্ষণ চুপচাপ পথ চললেন। অবশেষে কিম উল্লাসে বলে উঠল, "কী দারুণ একটা জায়গা! দক্ষিণ দিকটা সত্যিই অপূর্ব; এখানকার আবহাওয়া আর পানিও বেশ চমৎকার।"

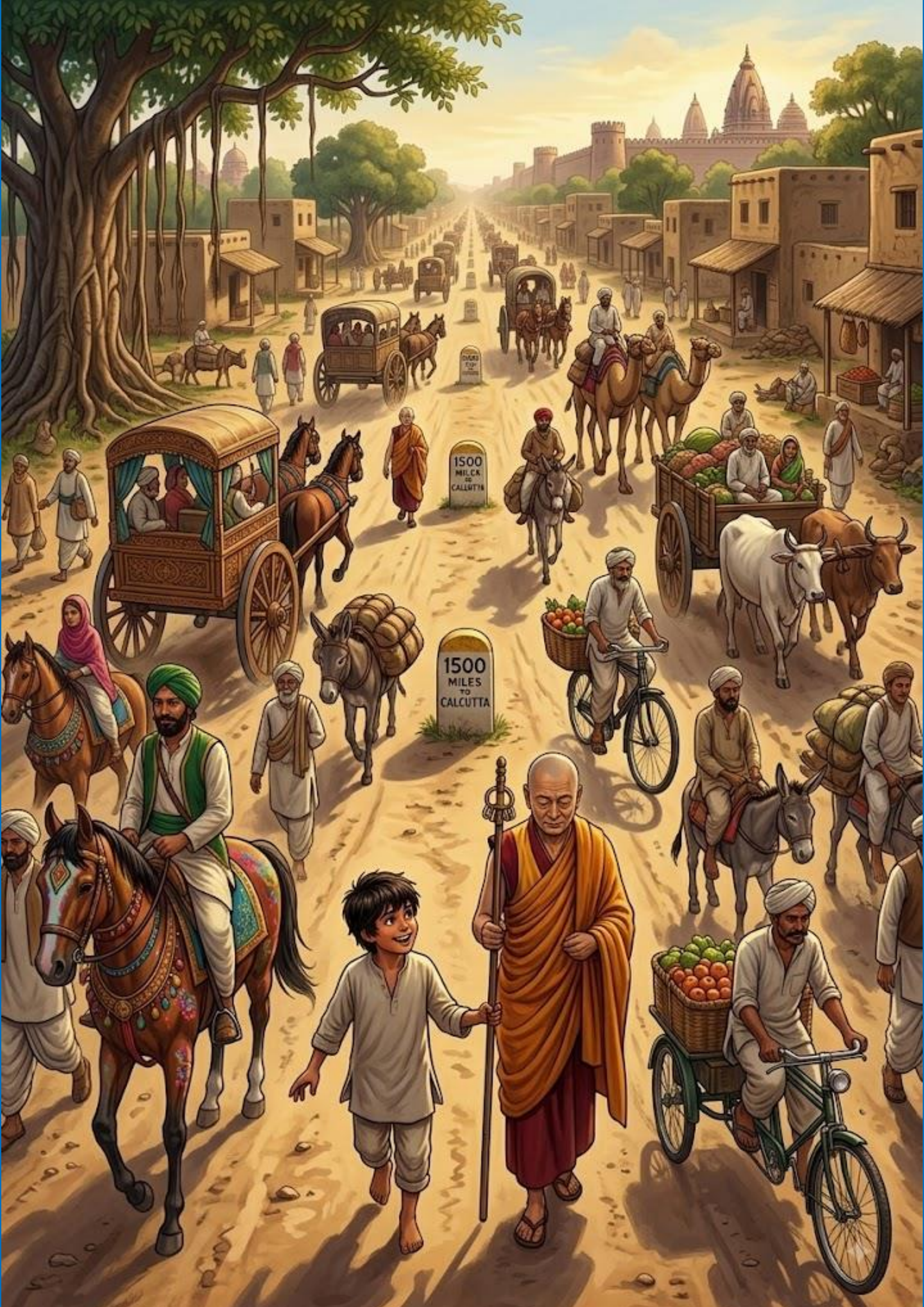
"সত্যি বলতে, আমরা তো কেবল এক জীবন থেকে অন্য জন্মে পাড়ি দিচ্ছি, আর জীবনের এই চাকার সাথে ঘুরপাক খাচ্ছি," লামা উত্তর দিলেন।

কিম বলল, "আমরা অনেক পথ পার করে এসেছি আর ক্লান্তিকর অনুভূতিও চেপে বসছে। সূর্যও তো ডুবে এলো বলে, তাহলে এই গাছগুলোর ছায়াতলে একটু বিশ্রাম নিলে কেমন হয়?"

"আজ রাতে আমরা কোথায় খাব?" লামা জানতে চাইলেন।

কিম তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, "দুনিয়াটা ভালো মানুষে ভরা," তারপর মৃদু স্বরে যোগ করল, "আর তাছাড়া আমাদের কাছে এখনো তো টাকা-পয়সা আছেই।"

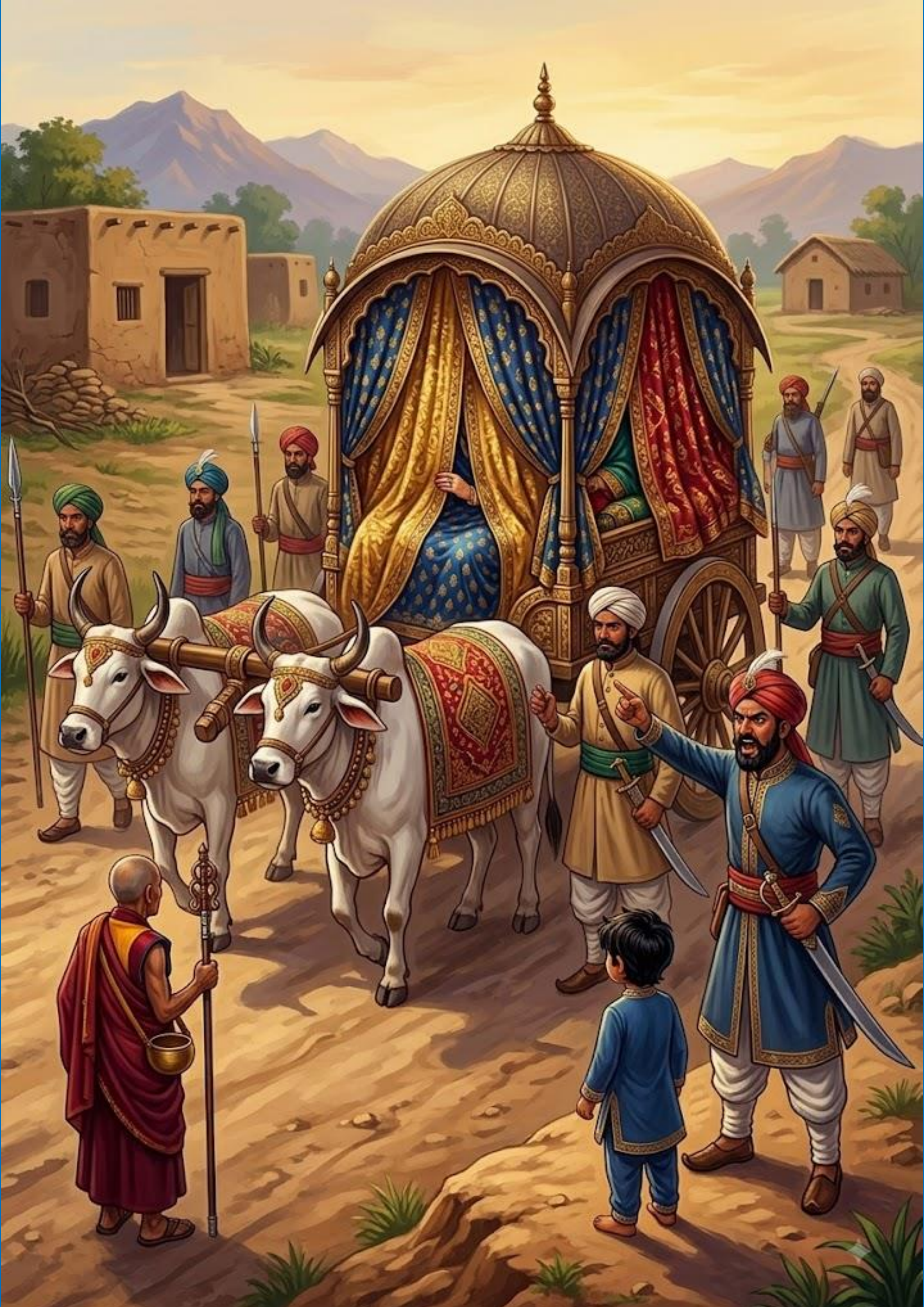
রাত নেমে আসার সাথে সাথে কাঠপোড়া আগুনে রুটি সেকার এক আরামদায়ক মিষ্টি গন্ধ দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল।


1500
MILES
TO
CALCUTTA

একটি বলদগাড়ি এসে পৌঁছাল, যার গায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজের নতুন পর্দা টাঙানো ছিল—যাতে ভ্রমণের সময় এটাকে বেশ আরামদায়ক গাড়ির মতো ব্যবহার করা যায়। আটজন প্রহরী গাড়িটি পাহারা দিচ্ছিল, যাদের দুজনের হাতে তলোয়ারও ছিল—তার এই রাজকীয় জাঁকজমকই বলে দিচ্ছিল যে কোনো ধনী ব্যক্তি সফর করছেন। কিম আড়াল থেকে এক বৃদ্ধা নারীর রাগান্বিত গলায় হুকুম দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল। তাঁর চাকরদের অর্ধেকেই কিমের এলাকা থেকে আসা, আর বাকি অর্ধেক ছিল পাহাড়ী অঞ্চলের লোক।

কিম ইচ্ছে করেই সেই জায়গাটার কাছাকাছি থাকার সিদ্ধান্ত নিল এবং আগুন জ্বালাল। পাহাড়ী চাকরদের একজন যখন কিমকে ভিক্ষুক বলে গালি দিয়ে সেখান থেকে দূর হয়ে যেতে বলল, তখন লামা জিজ্ঞেস করলেন কী হচ্ছে। কিমের সাথে লামাকে দেখতে পেয়ে পাহাড়ী চাকরটি থতমত খেয়ে গেল এবং স্বীকার করল যে ভুলের বশে সে প্রায় একটা গুনাহ করে ফেলেছিল। বৃদ্ধা নারীটি রাগে গজগজ করে জানতে চাইলেন যে তারা কেন ভিক্ষুকদের তাড়িয়ে দেয়নি, কিন্তু চাকরটি যখন তাঁকে পবিত্র লামার কথা জানাল, তখন তাঁর মনোভাব পুরোপুরি বদলে গেল; তিনি পরম শ্রদ্ধার সাথে লামার জন্য খাবার ও কম্বল পাঠিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে কিম এবং লামা একে অপরের প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধা নারীর অনুরোধে লামা তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। তাঁরা ধর্মীয় নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বললেন, এবং বৃদ্ধা নারীটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেন লামা তাঁদের সাথে সফর করেন এবং তাঁর মেয়ের ঘরে যেন দ্বিতীয় এক পুত্রসন্তান আসার আশীর্বাদ করে দোয়া করেন।



পরদিন সকালে, তাদের সাথে সাথে পুরো ভারত জেগে উঠল। মানুষ, পাখি ও পশুর শব্দে চারপাশের বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল, আর খোলা আগুনে খাবার রান্না শুরু হলো। কিমের কাছে এই সবকিছু চরম মনোমুগ্ধকর লাগছিল। বৃদ্ধা নারীটি গলা ফাটিয়ে তাঁর চাকরদের হুকুম দিচ্ছিলেন। আবারও যাত্রা শুরু হলো, কিম আর লামা এখন তাঁর কাফেলার সাথেই পথ চলছিলেন।

পথে চলতে চলতে নারীটি অনর্গল ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মুখের এক ঝলক দেখা গেলেও, তা পর্দায় ঢাকাই ছিল। রাতে এক সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হলো। বৃদ্ধা নারীটি জানতে চাইছিলেন তাঁর মেয়ের গর্ভে কতজন পুত্রসন্তান জন্ম নেবে; তিনি তাঁর চমৎকার পাহাড়ি দেশের কথা বলছিলেন এবং এই অঞ্চলের খারাপ আবহাওয়া নিয়ে অভিযোগ করছিলেন, এমনকি তাঁর নষ্ট হয়ে যাওয়া তামাক নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন।

ধীরগতির কাফেলাটি সামনের দিকে এগিয়ে চলল। অবশেষে কাফেলাটি যখন এক জায়গায় এসে থামল, তখন লামা কিমের দিকে ঘুরে মন্তব্য করলেন, "এই নারী বুদ্ধিমতী, কিন্তু..."

কিম তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সব নারীই এমন হয়।"



কিমি দূরে চারজন লোককে একসাথে হেঁটে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল, "ওরা তো সৈন্য—সাদা চামড়ার সৈন্য!" সৈন্যদের পতাকাটিও এবার দৃশ্যমান হলো, যাতে একটি সবুজ মাঠের ওপর লাল রঙের ষাঁড় দাঁড়িয়ে থাকার ছবি আঁকা ছিল। কিমি এক নিঃশ্বাসে বলে উঠল, "এ তো একদম সেই ভবিষ্যৎবাণীর মতোই মিলেছে!" বিস্ময় ও স্তম্ভিত ভাব সামলাতে গিয়ে সে হাঁপাতে লাগল। সে লামাকে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল এবং নিজে পেটের ওপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চুপচাপ সৈন্যদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল।



তাঁবু থেকে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে চ্যাপলেইন বেনেট কিমকে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং তাকে ধরে ফেললেন। কিম নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তীব্র কসরত করল, কিন্তু তাকে টেনে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, "তুমি কে? তুমি কি চোর?"

কিম পালানোর জন্য আরও একটি মরিয়া চেষ্টা করল। মিস্টার বেনেট তাকে আটকে রাখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে কিমের গলায় ঝুলে থাকা মাদুলির মতো বড় চামড়ার থলেটি ছিঁড়ে তাঁর হাতে চলে এলো।

"আমি চোর নই!" কিম দ্রুত ইংরেজিতে বলে উঠল। "ওটা আমার! ওটা আমাকে ফেরত দিন!"

রাস্তার একটা টোকাইকে ইংরেজি বলতে শুনে এবং তার গলায় এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা থলে দেখে মিস্টার বেনেট ও ফাদার ভিক্টর তাজ্জব হয়ে গেলেন। কিম তার মাদুলি ফেরত চাইলে তাঁরা আগে সেটির ভেতরে কী আছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য জেদ ধরলেন।

ভেতরে ছিল কিমের জন্ম নিবন্ধন সনদ, যার ওপর তার বাবা তাঁর রেজিমেন্টের নম্বর, নিজের নাম এবং ছেলেটির যেন ভালো যত্ন নেওয়া হয় সেই অনুরোধ লিখে গিয়েছিলেন। ফাদার ভিক্টর চরম উত্তেজনায় হাঁপিয়ে উঠে বললেন, "আরে, এ তো কিম্বল ও'হারার ছেলে! অ্যানি শটের সাথে ওর বিয়ে তো আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি—আর দেখো, জামার নিচে ওর গায়ের রঙ সাদা!"

কিম আকুল হয়ে বলে উঠল, "ওটা আমাকে ফেরত দিন আর আমাকে যেতে দিন! আমি চোর নই—আমি একজন সাধু পুরুষের শিষ্য!"


Birth Certificate
KIMBALL O'HARA

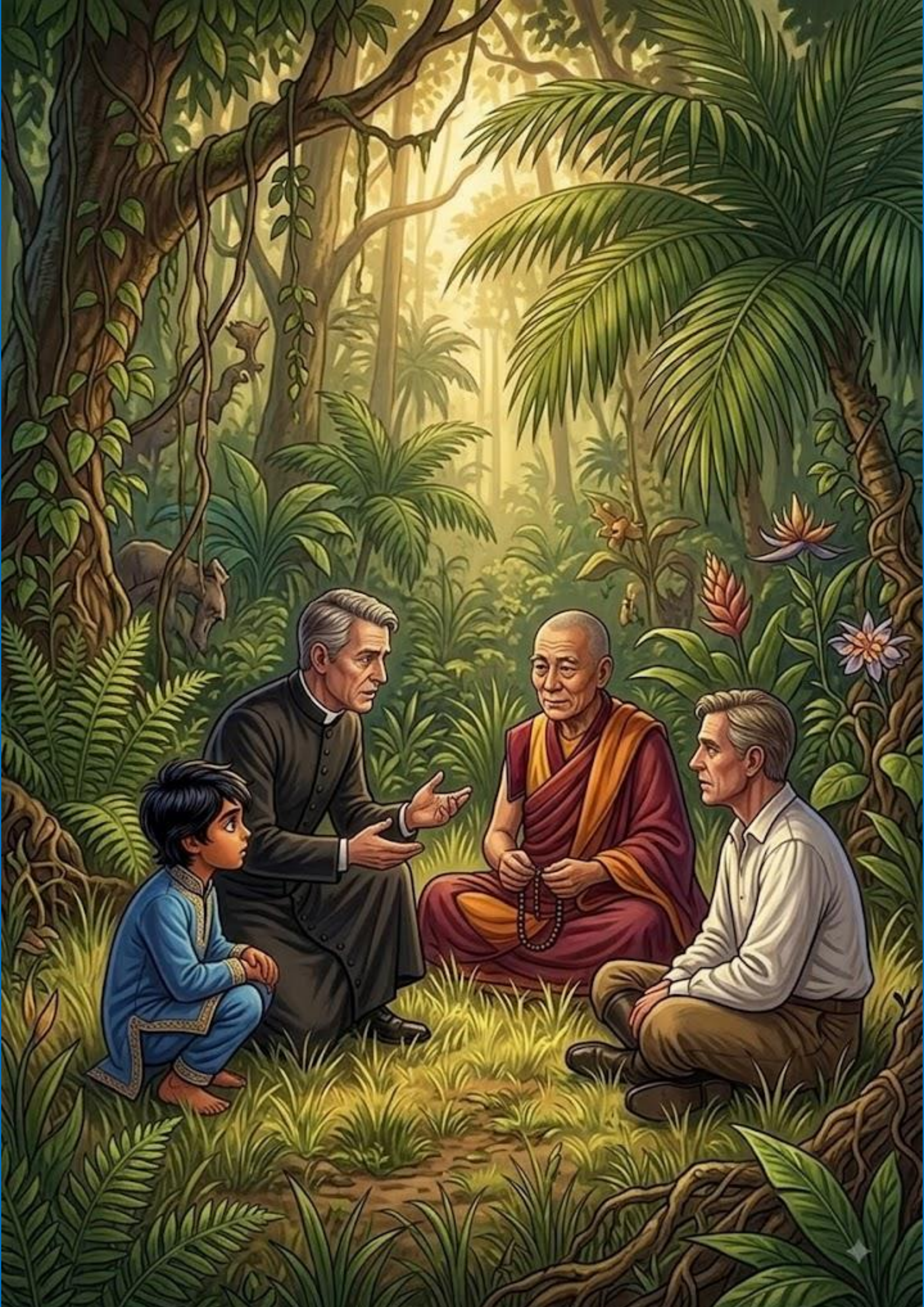
তারা সবাই হেঁটে লামার কাছে গেল। কিম আক্ষেপ করে বলল, "আমি আমার ভাগ্য খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু কে জানে এই পরিস্থিতি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে বা এই গাধাগুলো আমার সাথে কী করবে!" ইংরেজরা কিমকে তার নিজের ভাষায় লামাকে বলতে বলল যে সে একজন ইংরেজের সন্তান হওয়ায় একজন 'সাহেব', এবং তাকে এখন স্কুলে ভর্তি করা হবে। এই কথা জানানোর পর, কিম লামার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "ওরা আগেও আমাকে স্কুলে দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু আমি পালিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব।" লামার মুখের বিষাদ দেখে ইংরেজরা বুদ্ধ এবং পবিত্র নদী সম্পর্কে জানতে চাইল। এরপর তারা জানাল যে রেজিমেন্টই কিমের পড়াশোনার খরচ বহন করবে। কিম লামাকে আশ্বস্ত করে বলল, "ওরা আমাকে এখনই যেতে দেবে না—ঠিক এই ভবিষ্যৎবাণীই করা হয়েছিল। আপনি সেই দয়ালু বৃদ্ধার কাছে ফিরে যান, আমি পরে পালিয়ে আপনার সাথে যোগ দেব।" ইংরেজরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রইল যে কিমের শিক্ষা অপরিহার্য, এমনকি এর জন্য লামাকে একা ফেলে যেতে হলেও, কারণ এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দীর্ঘ নীরবতার পর লামা বললেন, "কিম, যখন তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য পাঠানো হয়েছে, তবুও আমাদের প্রত্যেককে আমাদের নিজেদের যাত্রা সম্পন্ন করতে হবে।" ফাদার ভিক্টর কথাগুলোর অর্থ পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, এর পেছনের গভীর বেদনা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলেন। স্কুলের পড়াশোনা শেষে কিমকে একজন সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে জানতে পেরে, লামা জিজ্ঞেস করলেন তাকে কোন শহরে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সঠিক পড়াশোনা ও জীবনধারণের জন্য কত টাকার প্রয়োজন হবে। ফাদার ভিক্টর বুঝিয়ে বললেন যে প্রাথমিকভাবে তাকে সামরিক এতিমখানায় পড়ানো হবে,

তবে ভারতের সেরা শিক্ষা দেওয়া হয় লখনউয়ের সেন্ট জেভিয়ার্সে, যার জন্য বছরে দুই থেকে তিনশত টাকার প্রয়োজন—যা বেশ বড় অঙ্কের টাকা।

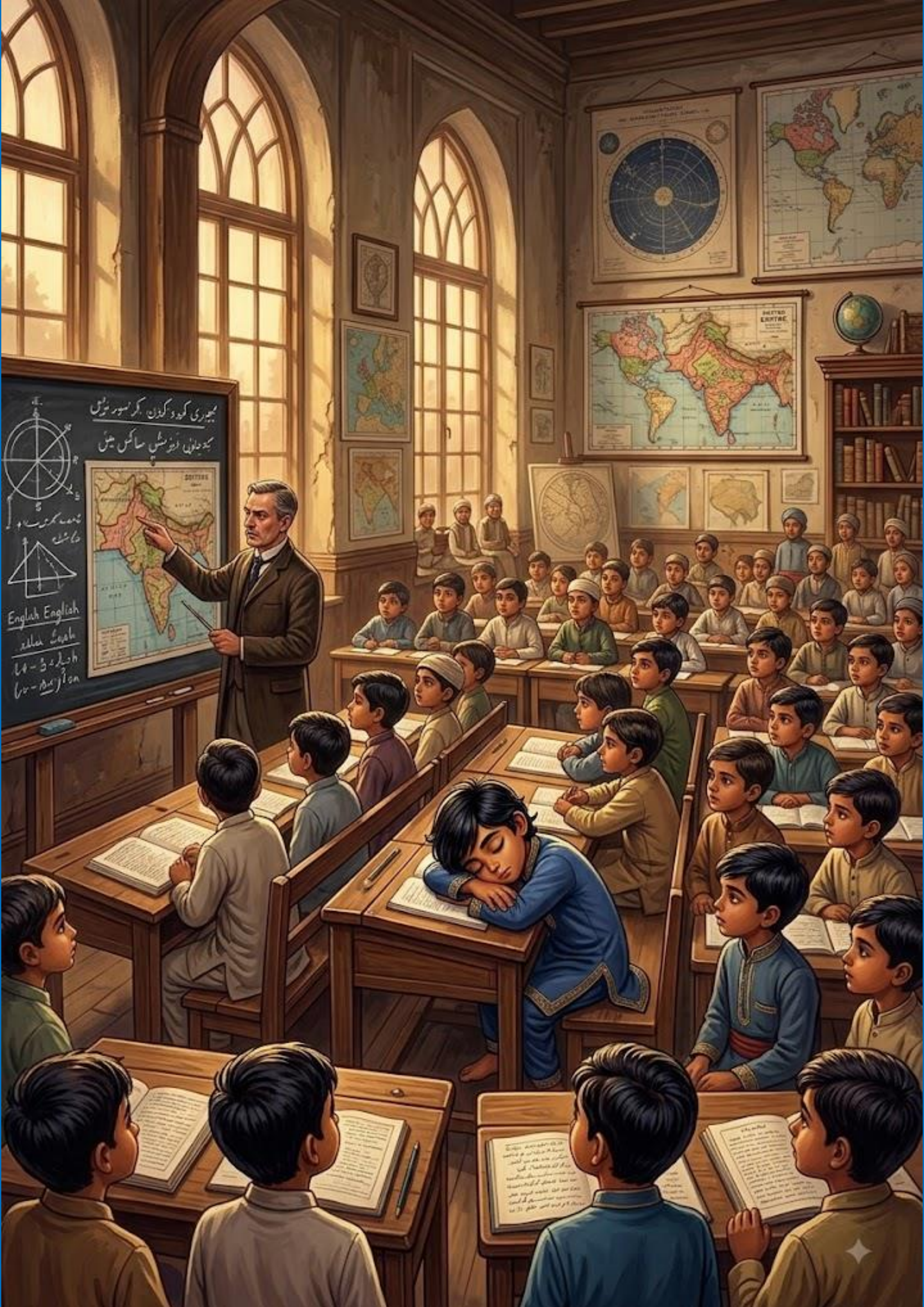
লামা ফাদার ভিক্টরকে তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। কাগজের টুকরোটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া মাত্রই তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং পবিত্র নদীর সন্ধান চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

লামার প্রস্থানের পর, কিমকে অন্য একজন সৈনিকের জিম্মায় দেওয়া হলো, যিনি তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন যেন সে পালানোর চেষ্টা না করে এবং লাল ষাঁড়ের রেজিমেন্ট তার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য কৃতজ্ঞ থাকে। তিনি আরও যোগ করলেন যে সানাওয়ার স্কুল তাকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। কিম জবাবে বলল, "আপনি সেখানে যাচ্ছেন না; আপনারা যুদ্ধে যাচ্ছেন—আট হাজার সৈন্য, সাথে ভারী অস্ত্রশস্ত্র।" তার কথাগুলোকে কৌতুক হিসেবে ধরে নিয়ে সবাই হেসে উঠল, আর ফাদার ভিক্টর ও মিস্টার বেনেট তার ওপর কড়া নজর রাখলেন। তবে, ঠিক সেদিন সন্ধ্যায় যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সরকারি নির্দেশ এলো, তখন স্তম্ভিত ফাদার ভিক্টর কিমকে জিজ্ঞেস করলেন সে কীভাবে আগে থেকে এটি জানতে পারল। নিজের জয় অনুভব করে কিম শুধু হাসল, কোনো উত্তর দিল না।



অসুস্থ, নারী ও শিশুদের রেখে বাকি সবাই যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ায় কিমের ওপর নজর রাখার জন্য অন্য ছেলেদের দায়িত্ব দেওয়া হলো। এক লোক অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাকে জানাল যে সে-ই হলো স্কুলের শিক্ষক, যার উত্তরে কিমও সমান ক্রোধে পাল্টা জবাব দিল। শিক্ষকটি কিমের কান ধরে তাকে অন্য একটি শ্রেণীকক্ষে টেনে নিয়ে গেল, যেখানে শিশুরা উচ্চস্বরে পড়া মুখস্থ করছিল। কিম সেখানে বসে পড়ল এবং একসময় ঘুমে ঢলে পড়ল।

ক্লাস শেষ হওয়ার মুহূর্তেই কিম সবার আগে দরজার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তার পাহারাদার তাকে আটকে দিল। অনুমতি আদায় করে কিম একজন চিঠি লেখককে ডেকে আনল এবং মাহবুব আলীর উদ্দেশ্যে বিস্তারিত একটি বার্তা লিখে দিল, যেখানে এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে তাকে উদ্ধার করার আকুল আরজি ছিল। এরপর তাকে তিন দিন চরম বন্দিদশার মধ্যে কাটাতে হলো।


English English

মাহবুব আলী তখন কমিকে তার ঘোড়ায় তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে সেখান থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গেলেন।



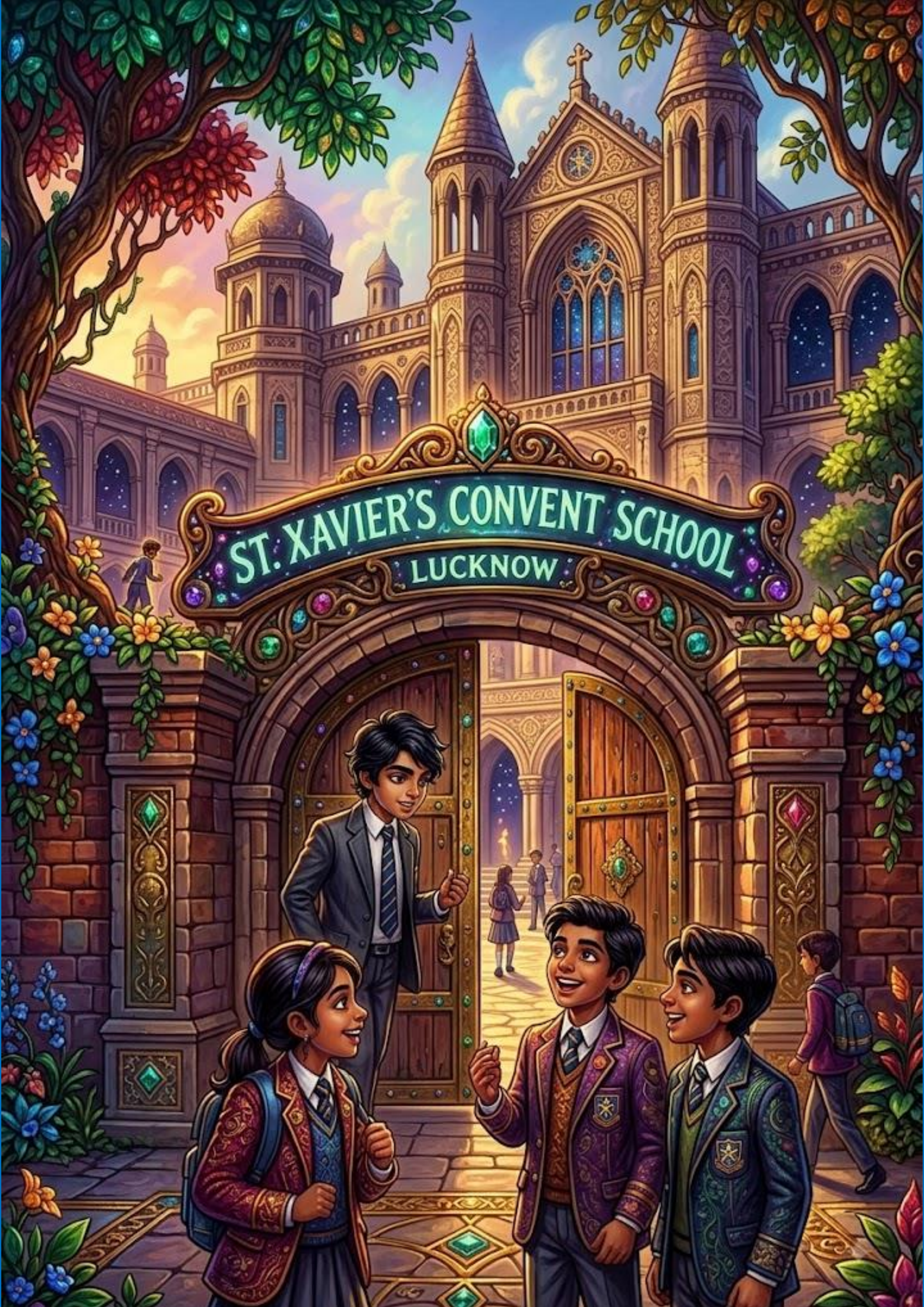
তবে, এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা তাঁকে দেখে ফেললেন এবং ঘোড়াটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি যখন কিম সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন, মাহবুব আলী বুঝিয়ে বললেন যে ছেলেটির বাবা একজন সৈনিক হলেও কিমের এখানে থাকার কোনো ইচ্ছা নেই; সে সাধারণ মানুষের মাঝে সাধারণ জীবনযাপন করতেই বেশি পছন্দ করে। মাহবুব আরও যোগ করলেন যে সবাই তাকে একজন আদর্শ সৈনিক বানাতে চাইলেও, কিম অন্ততপক্ষে একজন অসাধারণ বার্তা বাহক হতে পারবে—কর্মকর্তাকে মনে করিয়ে দিয়ে যে কিম-ই সেই ছেলে, যে আগে তাঁর কাছে ঘোড়া সংক্রান্ত বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছিল। এ কথা শুনে কিম চরম অপমানিত বোধ করল এবং তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইল, কিন্তু সে চুপ করেই রইল। প্রকৃতপক্ষে, মাহবুব আলী পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে ছেলেটির নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মতো শৃঙ্খলা আছে কি না। কাছেই ফাদার ভিক্টরকে দেখতে পেয়ে কিম তাঁকে ডেকে উঠল, যা দেখে কর্নেল ক্রাইটন চ্যাপলেইনের কাছ থেকে কিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

মাহবুব আলী কিমকে আশ্বস্ত করলেন যে এই সব লোকেই তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তারা তার ভালোই চায়, কিন্তু কিমকে সহজভাবে পালিয়ে যেতে না দেওয়ায় সে অসন্তুষ্টই থেকে গেল। এরপর ফাদার ভিক্টর উপস্থিত সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রকাশ করলেন যে, কিম যেন লখনউয়ের ভারতের সেরা স্কুলে পড়তে পারে, সেজন্য লামা তার পড়াশোনা ও থাকার খরচ বাবদ তিনশত টাকা পাঠিয়েছেন। একজন সাধারণ লামা কীভাবে এত বড় অঙ্কের টাকা জোগাড় করলেন এবং একজন ইংরেজ ছেলের প্রতি এত অবিশ্বাস্য উদারতা দেখালেন, তা ভাবতেই ফাদার ভিক্টর নিজে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিলেন। কর্নেল ক্রাইটন ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজেই আগামী সপ্তাহে কিমকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে সেই মর্যাদাপূর্ণ লখনউ স্কুলে ভর্তি করিয়ে

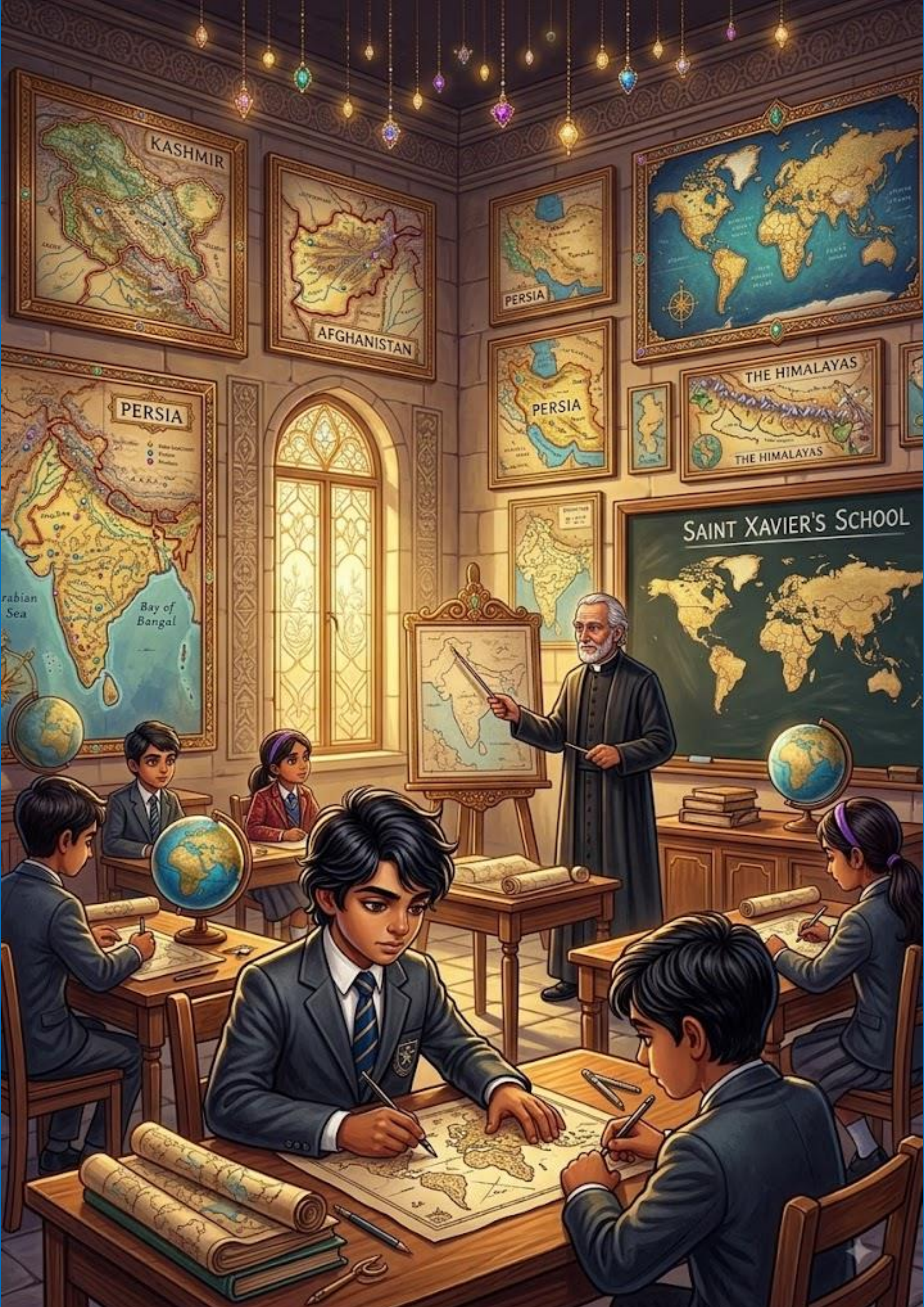
দেবেন। কিম এতে বিন্দুমাত্র খুশি না হলেও, মাহবুব আলী এবং অন্যরা জানতেন যে তার ভবিষ্যতের জন্য এটাই সেরা পথ।



কমিকে লখনউয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করানো হলো, যা ছিল ভারতের সেরা স্কুল। এখানকার সব শিশুই ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এবং পরিবেশটি ছিল চমৎকার।


ST. XAVIER'S CONVENT SCHOOL
LUCKNOW

কমিকে মানচিত্র তৈরির শিল্প শেখানো হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করা যেসব গোপন এজেন্ট ও গুপ্তচর দুর্গম এবং দূরদূরান্তের অঞ্চলে যাত্রা করতেন, তাঁদের জন্য সঠিক মানচিত্র তৈরি করতে পারার দক্ষতাটি অত্যন্ত অপরিহার্য ছিল।


KASHMIR
AFGHANISTAN
PERSIA
PERSIA
PERSIA
THE HIMALAYAS
THE HIMALAYAS
rabian
Sea
Bay of
Bangal
SAINT XAVIER'S SCHOOL

এক বছর কেটে গেল। ছুটির দিনগুলো এলে কিমের স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর তীব্র ইচ্ছা হলো। সে পালিয়ে মাহবুব আলীর কাছে চলে গেল, যিনি তাকে সিমলার পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাহবুব আলী কর্নেল ক্রাইটনের কাছ থেকে বার্তা পেলেন, যিনি কিমকে জিজ্ঞেস করলেন সে স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে কি না; কিম উত্তর দিল, "না, আমি শুধু আমার গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাচ্ছি।"

সে মিস্টার লুরগানের দোকানে গেল, যা জাদু আর রহস্যময় দুর্লভ জিনিসে ভরপুর ছিল। মিস্টার লুরগান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ভয় পাচ্ছ?" কিম উত্তর দিল, "ভয়? আমি কেন ভয় পাব? একদমই না।"

এ কথা শুনে মিস্টার লুরগান বললেন, "লখনউতে তোমার স্কুল পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কাছেই থাকবে এবং এই ঘরে ঘুমাবে—এটা আদেশ।" তার ঘুমানোর জন্য যে ঘরটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটি ছিল কুচকুচে অন্ধকার। মিস্টার লুরগান একটা লণ্ঠন তুলে ধরতেই কিম দেখতে পেল দেয়ালে ঝুলছে অজস্র মুখোশ, তলোয়ার আর খঞ্জর। কিম লাহোরের জাদুঘরে আগেও এই ধরনের জিনিস দেখেছে। একটা টেবিলের নিচে একটি ছেলে বসে ছিল। কিম বুঝতে পারল যে মিস্টার লুরগান, এবং সম্ভবত এই ছেলেটিও তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। সে তখন উচ্চস্বরে বলে উঠল, "এই জায়গাটা তো একদম জাদুঘরের মতো; আমার ঘুমানোর বিছানাটা কোথায়?"

কিম অনুভব করল মিস্টার লুরগান এমনকি তার মনের চিন্তাও পড়তে পারেন। মিস্টার লুরগান সহজভাবে মন্তব্য করলেন, "এই ছেলেটি একবার আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, আর সে তোমাকেও মেরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। হয়তো সে তোমাকে হিংসে করছে।" তিনি বিষের কথা এত অবলীলায় বললেন, যেন এটা খুব

তুচ্ছ একটা ব্যাপার, এবং যোগ করলেন, "হয়তো সে আমাকে ভালোবাসে আর চায় না যে তুমি এখানে থাকো।"


LURGAN SAHIB'S ARCANUM

"ঠিক আছে, তুমি কি কিছুটা পানি খাবে?" তিনি বহুদূরে রাখা একটি গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, এবং তাঁর হাতটি লম্বা হয়ে গ্লাস পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মিস্টার লুরগান নিজের জায়গায় বসে থাকা অবস্থাতেই গ্লাসটি কিমের কাছে পৌঁছে গেল। কীভাবে একটা হাত ১৫ ফুট দূরে পৌঁছাতে পারে? কিম পুরোপুরি বিভ্রান্ত ও তাজ্জব হয়ে বসে রইল।

তারপর সে বলে উঠল, "অবিশ্বাস্য তো!"

এই প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়ে মিস্টার লুরগান বললেন, "এবার ওটা ওখানে ফেরত ছুড়ে মারো।"

কিম ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু ওটা তো ভেঙে যাবে।"

"ভেঙে যাক। ছুড়ে মারো," তিনি আদেশ দিলেন। কিম গ্লাসটি ছুড়ে মারল, আর তা মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে অনেকগুলো টুকরোয় ভেঙে গেল।

মিস্টার লুরগান কিমের কাছে এসে তাকে আলতো করে ধরে কানে কানে বললেন, "সবচেয়ে বড় টুকরোটার দিকে তাকাও। গ্লাসের সবকটি টুকরো একসাথে জোড়া লেগে যাচ্ছে।" কিমের সত্যিই মনে হতে লাগল যেন টুকরোগুলো আবার জোড়া লাগছে। ঠিক সেই মুহূর্তে, মনের মনোযোগ ভাঙার জন্য কিম ইংরেজিতে নামতা পড়া শুরু করল। গ্লাসের টুকরোগুলো থেকে তার মনোযোগ সরে গেল, আর মিস্টার লুরগান যখন জিজ্ঞেস করলেন, "গ্লাসটি কি আবার জোড়া লেগেছে?" কিম উত্তর দিল, "না, ওটা তো এখনো ভাঙাই আছে। ওটা কি জাদু ছিল?"

মিস্টার লুরগান উত্তর দিলেন, "না, ওটা জাদু ছিল না; ওটা একটা পরীক্ষা ছিল, আর তুমি তাতে পাস করেছ। আমি আনন্দিত।"

এসব দেখে অন্য ছেলেটি হিংসায় কাঁদতে লাগল আর আকুতি জানিয়ে বলল, "কিমকে ফেরত পাঠিয়ে দিন!"

মিস্টার লুরগান জবাব দিলেন, "না। স্কুল পুনরায় চালু হলেই কেবল সে যাবে। এখন তুমিই কিমের শিক্ষক—ওকে বিভিন্ন কলাকৌশল শেখাও।"


LURGAN SAHIB'S ARCANUM

তারপর তনিি ছিলেটেকিে কমিরে সাথে খলো খলোর জন্য বভিনি্ন রঙরে পাথর নয়িে আসতে বললনে। হরকে রকমরে রঙনি রত্ন বরে করে আনা হলে।; প্রতবিারই ছলেটেি সগেুলোর দকিে একনজরে তাকাচ্ছলি এবং সগেুলোর নখিুঁত বর্ণনা দচি্ছলি। কমি যখন সভোবে বলতে পারল না, মসি্টার লুরগান জজি্ঞসে করলনে, "ছলেটেি কি জতিে গলে?"

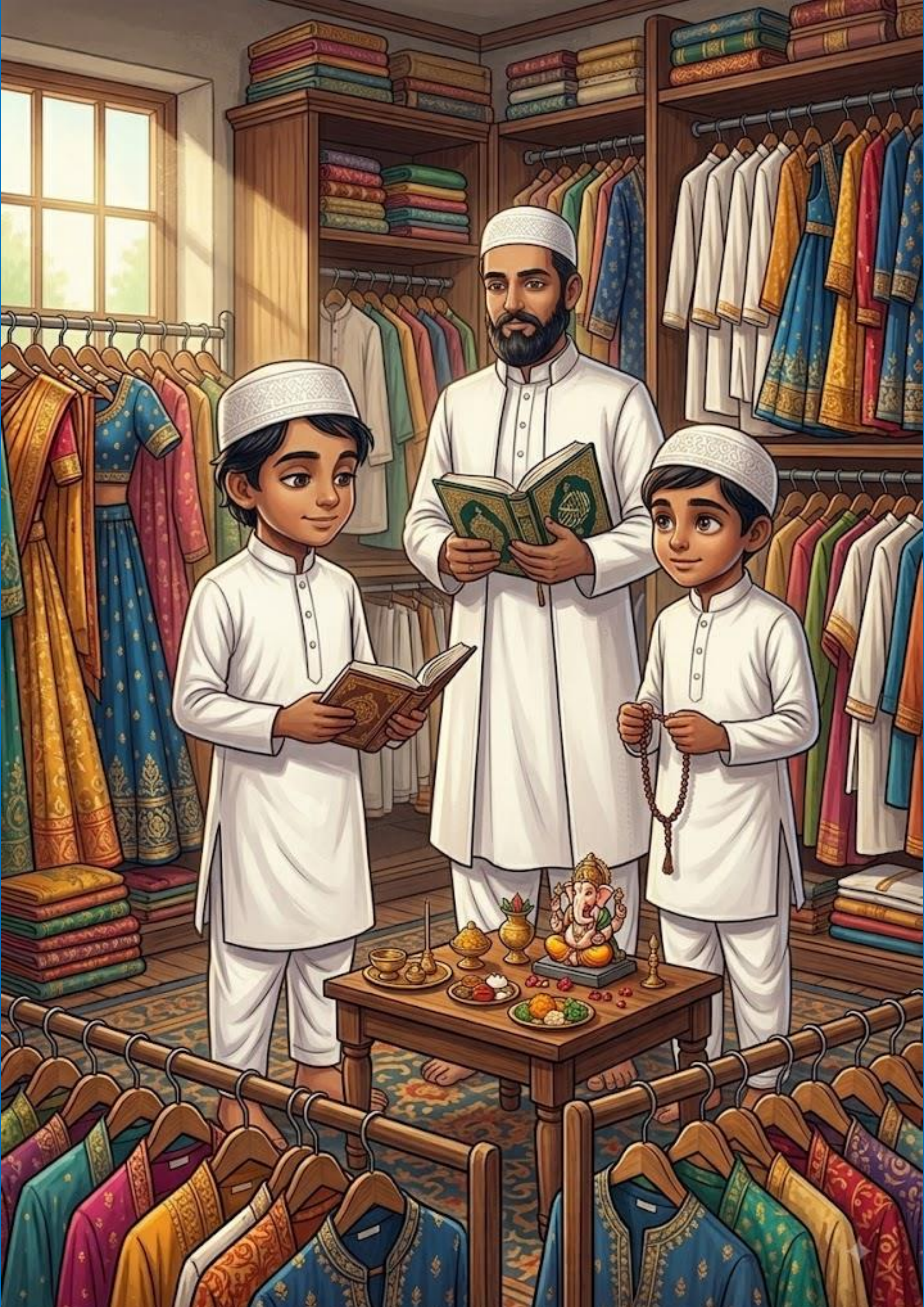
"হ্যাঁ," কমি স্বীকার করল।

মসি্টার লুরগান বললনে, "বশে, তাহলে তোমাকইে প্রশক্ষিণ দওেয়ার জন্য স তোমার শক্ষিক হব।"

পরবর্তী দশ দনি ধরে কমি আর ছলেটেি বহু রঙরে পাথর, ছব এিবং আরও নানান জনিসিপত্র নয়িে এই খলোটি খলেল। রাতে তারা সারাদনিে দোকানে আসা প্রতটিি গ্রাহকরে নখিুঁত ববিরণ দতি—তাদরে চহোরার গঠন, চালচলন এবং সামগ্রকি ব্যক্তত্বিরে কথা মনে করে বলত।



দোকানে ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের পোশাকের ব্যবস্থা ছিল, যা তারা পরে দেখত। মিস্টার লুরগান ছদ্মবেশে ও রূপসজ্জায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন; তিনি তাদের চেহারা বদলে প্রতিটি আঞ্চলিক রূপের সাথে হুবহু মিলিয়ে দিতেন—যে অনুশীলনটি কিম দারুণ উপভোগ করত। একদিন কিম এক ভিক্ষুকের বেশে ধারণ করল; সে প্রথমে এক স্থানীয় ভারতীয় এবং পরে এক ইংরেজের কাছে ভিক্ষা চাইল এবং উভয়কেই পুরোপুরি বোকা বানাল। ছেলেটির এই সাফল্যে দারুণ আনন্দিত হয়ে মিস্টার লুরগান হোহো করে হেসে উঠলেন।




GURDWARA SAMIB
BOUTIQUE



হরিমোহন চ্যাটার্জি (হরি চন্দ্র মুখার্জি) নামের এক লোক দোকানে প্রবেশ করলে কিম তার কাছেও ভিক্ষা চাইল। মুগ্ধ হয়ে হরি চন্দ্র মুখার্জি মন্তব্য করলেন যে ছেলেটি চমৎকার পারফর্ম করছে এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ পাওয়া উচিত। মিস্টার লুরগান উত্তর দিলেন যে লখনউ ইতিমধ্যেই কিমকে ঠিক সেই শিক্ষাই দিচ্ছে।

সেই হট্টকাট্টা, স্বাস্থ্যবান হরি চন্দ্র মুখার্জি চলে যাওয়ার পর মিস্টার লুরগান উল্লেখ করলেন যে যদিও অনেক গোপন এজেন্ট রয়েছে, তবুও এই সাহসী বাঙালিটি সহজেই সেরা ১০ জনের মধ্যে থাকবে।



কিমি হরিচন্দ্র মুখার্জির সাথে তার লখনউয়ের স্কুলে ফেরার যাত্রা শুরু করল। কিমি অবাক হয়ে ভাবল, এত হট্টকাট্টা, স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ কীভাবে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে পারে!

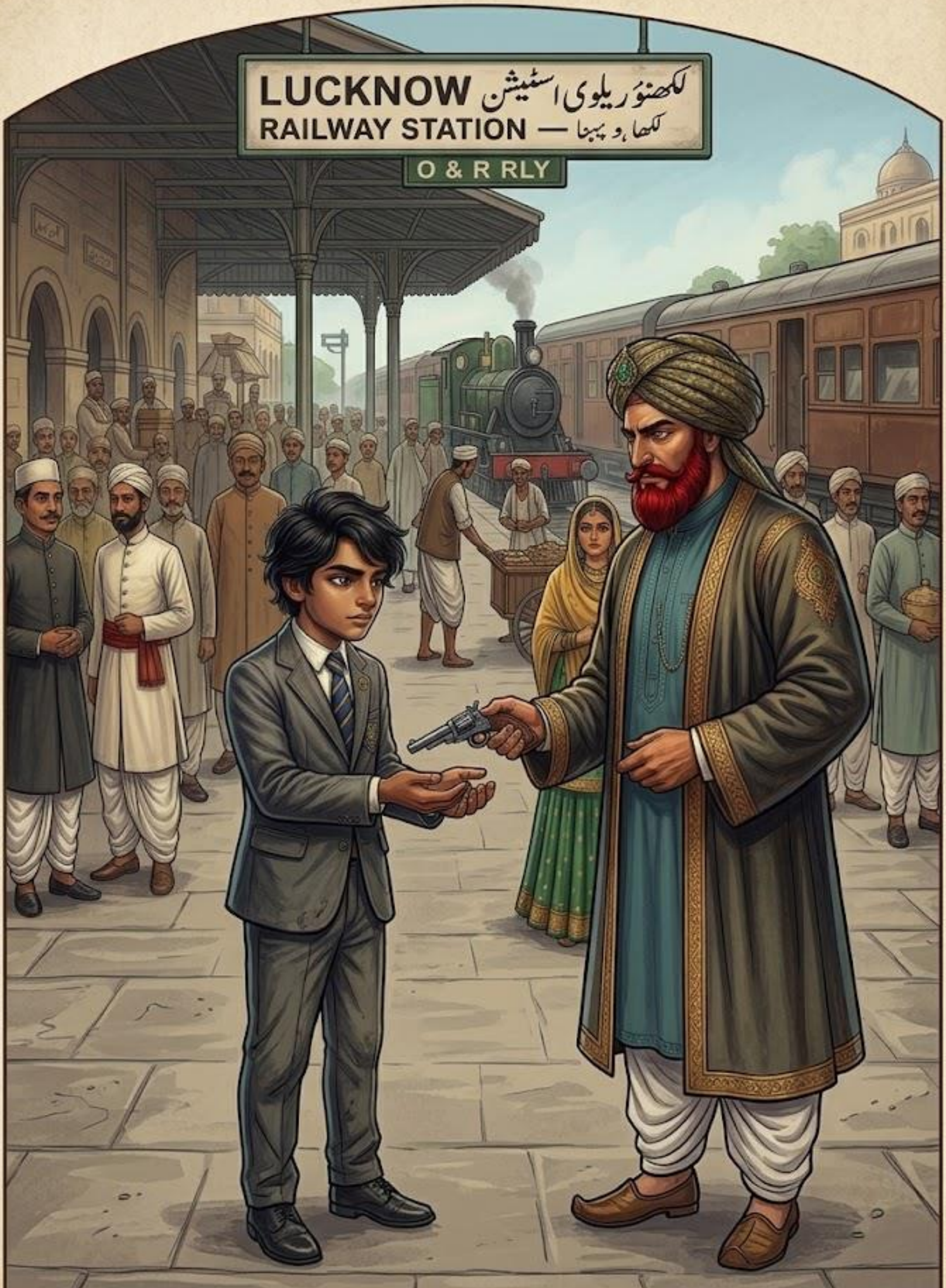
হরিবাবু তাকে পরামর্শ দিলেন, "মন দিয়ে পড়াশোনা করো, কিমি—হয়তো একদিন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করব।"

তার কথাগুলো মনে গেঁথে নিয়ে কিমি স্কুলে গভীর নিষ্ঠার সাথে নিজের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করল।



বছররে পর বছর কটেে গলে, কন্িতু কমি তার গ্রীষ্মরে ছুটগিুলো মাহবুব আলীর সাথে কাটাতে লাগল। মাহবুব আলী বশি্বাস করতনে যে ঈশ্বর কমিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধমিত্তা দয়িছেনে, অথচ অতরিক্িত স্কুলভত্িতকি পড়াশোনা তার চতেনাকে নস্িতজে করে দবেে এবং 'দ্য গ্রটে গমে'-এ (মহাক্রীড়া) তার সম্ভাবনা নষ্ট করে ফলেবে। হরি বাবুও এই মতরে সাথে একমত ছলিনে। ফলে, কর্নলে ক্রাইটন অনচি্ছা সত্ত্বওে কমিকে কাজে নামানোর সদি্ধান্ত নলিনে।

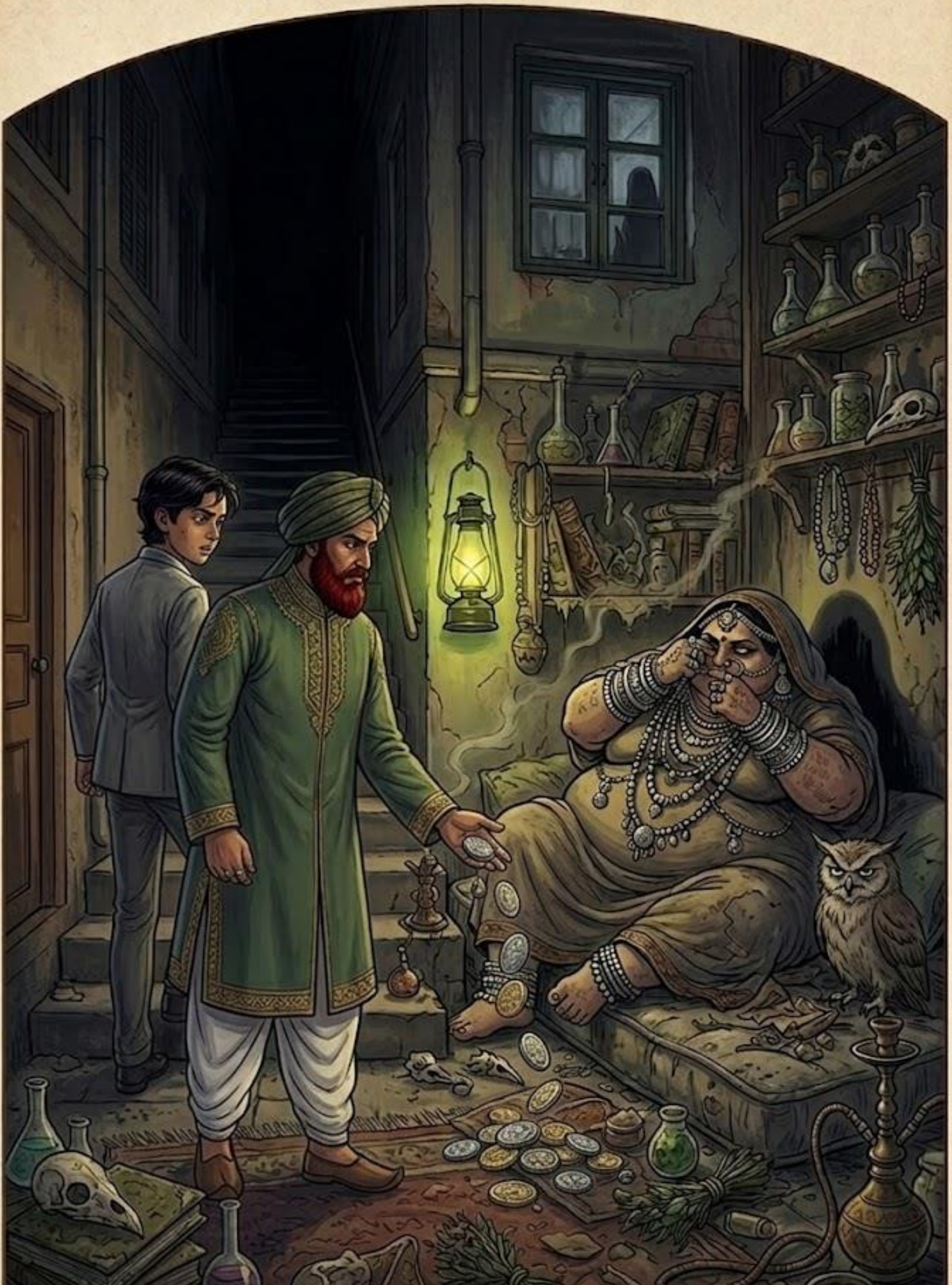
মানচত্ির তরৈরি কাজ পয়েে কমি ভীষণ রোমাঞ্চতি হলো। লখনউ রলেওয়ে স্টশেনে সে মাহবুব আলীর সাথে দখো করল, যখোনে মাহবুব তাকে 'দ্য গ্রটে গমে'-এর জটলিতা এবং প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে সে সম্পর্কে বস্িতারতি ধারণা দলিনে। ততদনিে কমি নজিরে একটি পস্িতলে সজ্জতি হয়ে উঠছেে।


LUCKNOW لکھنؤ ریلوی اسٹیشن
RAILWAY STATION —
O & R RLY

মাহবুব আলী রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, "বাজারে ইতিমধ্যেই রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে আর কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না। আমার সাথে এসো।" তারা আজিমুল্লাহর পানের দোকানের কাছে নোংরা, প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।


عظیم اللہ پان کی دکان
lucknow special

তারা একটি অন্ধকার, নোংরা ঘরে এসে পৌঁছাল, যা পুরোনো ও এলোমেলো মালামালে ভরা ছিল এবং তামাক ও হুক্কার ধোঁয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে ভারী হয়ে ছিল। ঘরের এক কোণে এক স্থূলকায় নারী শুয়ে ছিলেন, যাঁকে মানুষের চেয়ে পুঁটুলি বেঁধে রাখা বস্তার মতোই বেশি লাগছিল। তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ—নাক, কান, গলা, কবজি এবং হাত স্থানীয় গহনায় ভুরে ছিল—যা তাঁর প্রতিটা নড়াচড়ার সাথে সশব্দে বেজে উঠছিল।



মাহবুব আলী কিমিকে বললেন, "তুমি যে পথে পা বাড়িয়েছ তা চরম বিপদে ভরা। তোমার সুরক্ষার জন্যই আমি তোমাকে হুনিফার কাছে নিয়ে এসেছি। চেহারার রূপ পরিবর্তনে সে অত্যন্ত পারদর্শী, আর তার মন্ত্রের কোনো তোড় নেই। তুমি আমার নিজের ছেলের মতোই প্রিয়, তাই আমি তোমার পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। তোমার জিনিসপত্রগুলো একপাশে রেখে দাও, আর হুনিফা, তোমার কাজ শুরু করো।"

নারীটি যখন কিমির দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল, কিমি বুঝতে পারল যে সে পুরোপুরি অন্ধ। নারীটি মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, আমি যাদের ওপর আমার ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করি, তারা চিরকালের জন্য নিরাপদ থাকে।" সে যখন কুচকুচে অন্ধকার একটা ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল, কিমি সেখানে কোনো জাদুটোনা ঘটছে বুঝতে পেরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মাহবুব আলী তাকে আশ্বস্ত করলেন, "চিন্তা কোরো না, আমার বাছা; আমি তোমার রক্ষক হিসেবে তোমার সাথেই আছি।"

পাশের ঘরে থাকায় নারীটি কিমির চোখের আড়ালে থাকলেও, ধাতব পাত্রের সাথে তার গহনার ঠুনঠুন শব্দ শুনে তার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল। সে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যেতে লাগল।



একটা দশেলাই জ্বলে উঠতেই ঘন ধোঁয়া পুরো ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যাতে ছিলি এক ধরনরে মাদকতাময় ও মোহাবিষ্টকারী সুবাস। নারীটরি মন্ত্রোচ্চারণ—যা সাহায্য চয়ে শয়তান ও তার অনুচরদরে আহ্বান জানাচ্ছলি—কমিরে কানে সুদূর ফসিফসিানরি মতো বজে উঠতেই সে ধীরে ধীরে এক নস্তিজে ঝমিুনরি মধ্যে তলয়িে যতে লাগল। নারীটি তাকে এমন কছিু আঙুল দয়িে স্পর্শ করল যা অদ্ভুত রকমরে নরম কন্তিু অস্বস্তকির ছলি। কমি এক হালকা দীর্ঘশ্বাস ফলে পুরোপুরি জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত মাহবুব আলী তাকে শক্ত করে ধরে রাখলনে।

মাহবুব আলী মন্তব্য করলনে, "হে আমার মালকি, তার কী অপরসিীম শক্তি ছলি—হয়তো সে একজন ইংরজে বলইে। ওষুধরে ধোঁয়া না থাকলে সে কখনোই জ্ঞান হারাত না। ঠকি আছ,ে হুনফিা, তোমার জপ এবং আহ্বান চালয়িে যাও।"

নজিরে দৃষ্টহিীন চোখ দুটি পশ্চমি দকিে ফরিয়িে নারীটি এক ভুতুড়ে কণ্ঠে ডাক দয়িে উঠল, "ওহে শ্রবণকারী আত্মাগণ, যারা নজিদেরে কানে শোনো, আমার কণ্ঠ শোনো এবং এখানে উপস্থতি হও!" তার সইে গা ছমছমে কণ্ঠধ্বনি যনে অন্ধকার ঘররে সর্বত্র প্রতধ্বিনতি হতে লাগল।

বাইরে থকেে যখন হরি বাবুর নার্ভাস কাশরি শব্দ ভসেে এল, নারীটি সতর্ক করে বলল, "বন্ধু, এখানে মন্ত্র পড়া হচ্ছ;ে কোনো ব্যাঘাত সহ্য করা হবে না।" সে তার ক্রয়িাকলাপ চালয়িে যতে লাগল, আর মনে হচ্ছলি যনে ছাদ থকেে তার কথার উত্তর প্রতধ্বিনতি হয়ে ফরিে আসছ।ে বাস্তব,ে হরি বাবু সখোনে পৌঁছে গয়িছেলিনে এবং জানালা দয়িে পুরো দৃশ্যটি পর্যবক্ষেণ করছলিনে।

নিজের ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে নারীটি সেই অচেতন ছেলেটির ওপর আচার-অনুষ্ঠান করার সময় এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল। প্রাচীন জাদুটোনার নিয়ম মেনে সে কিমকে রক্ষা করার জন্য একের পর এক দানবকে আহ্বান জানাতে লাগল, আর মনে হতে লাগল যেন অদৃশ্য কোনো শক্তি তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

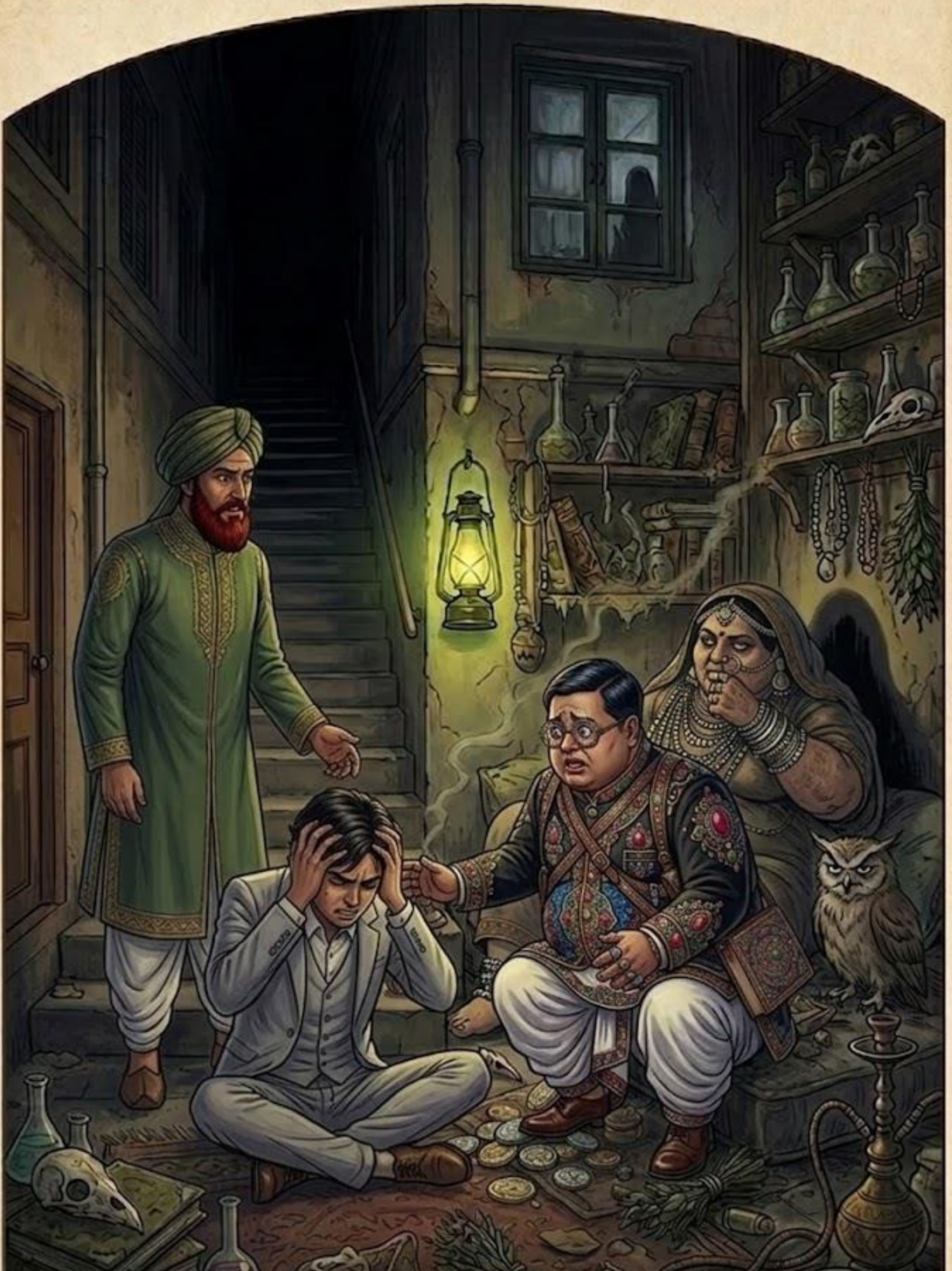


কিছুক্ষণ পর হুনফাও অচেতন হয়ে পড়লেন এবং কিমের পাশে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইলেন, যার ফলে পুরো ঘর জুড়ে এক গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল।



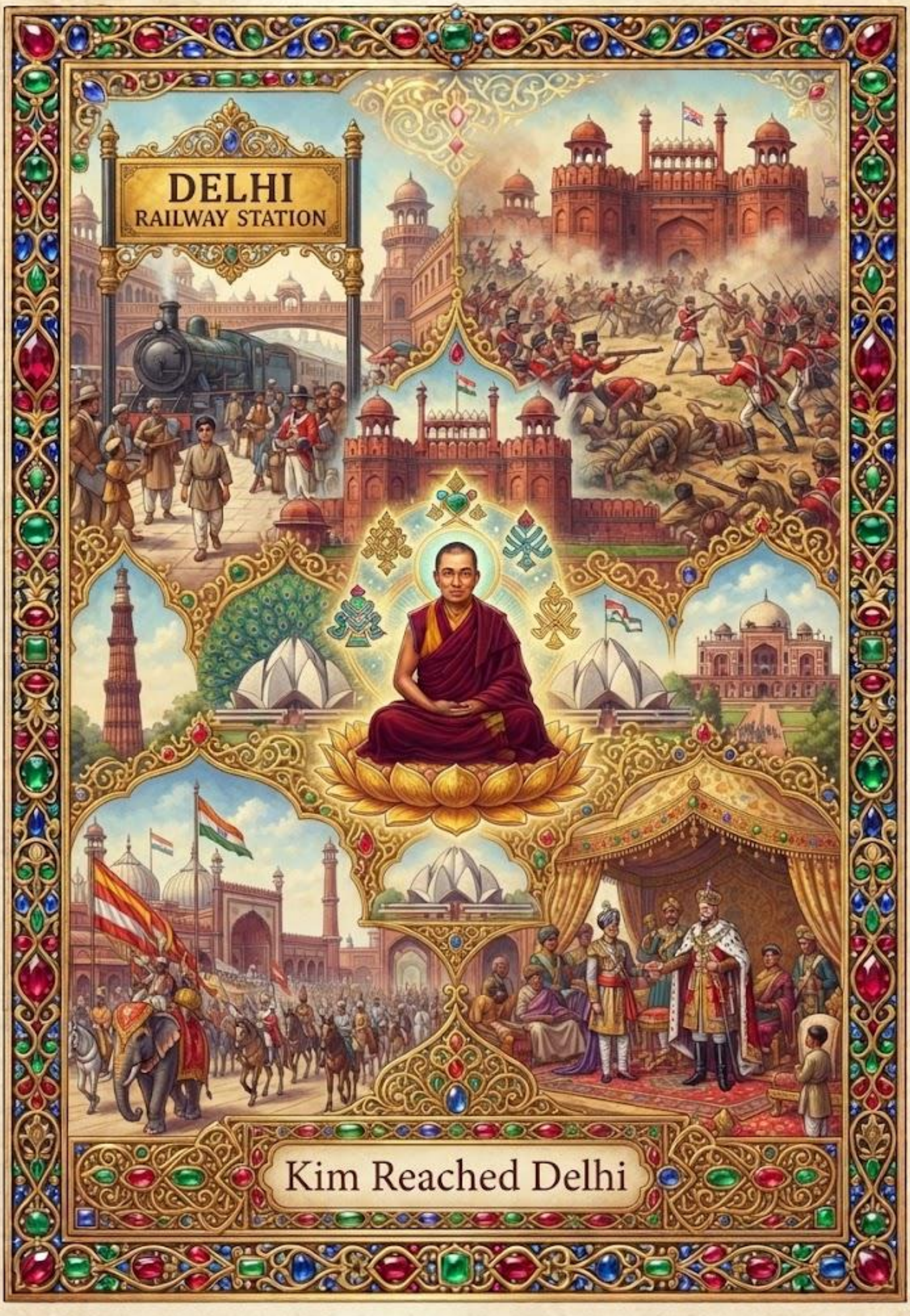
হরি বাবুকে এতটা ঘাবড়ে যেতে দেখে মাহবুব আলী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "কিমের সুরক্ষার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল, আর হুনিফা এসব কলাকৌশলে একদম সিদ্ধহস্ত। আপনার ভয় পাওয়ার বিন্দুমাত্র কোনো কারণ নেই।"

নিজের স্নায়ুকে শান্ত করার চেষ্টা করে হরি বাবু ইংরেজিতে বিড়বিড় করে বললেন, "ভয় কেবল দৃশ্যমান জিনিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জাদুটোনা নিয়ে গবেষণা করার সময় তাকে ধিক্কার জানানো, আবার সেই জাদুটোনার সামনেই ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া—কী যে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য! অথচ রয়্যাল সোসাইটির জন্য লোককথা সংগ্রহ করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই অন্ধকার শক্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করে বসে আছি।"

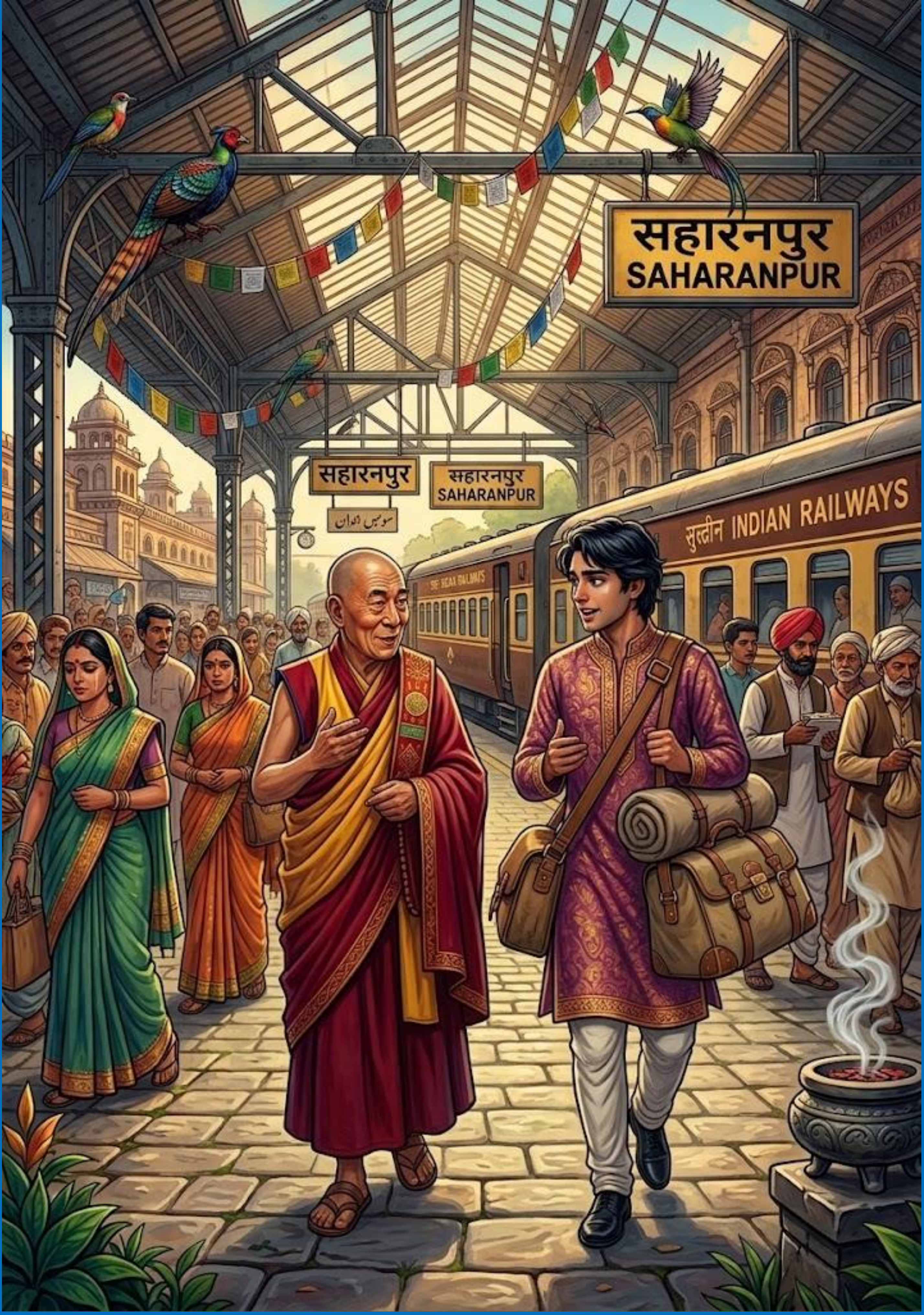


কিম এরপর ট্রেনে করে বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো, যেখানে তার আবার সেই লামার সাথে দেখা হলো। লামার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কিম বলল, "আপনারই মহানুভবতার কারণে আমি তিন বছর স্কুলে পড়াশোনা করতে পেরেছি।"

লামা পরামর্শ দিলেন যে তাঁদের উত্তর দিকে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করা উচিত এবং সাহারানপুরে যাওয়া কাফেলার সেই দয়ালু ও সহৃদয় বৃদ্ধা নারীটির সাথে দেখা করা উচিত। তাঁরা দুজন দিল্লির ট্রেন ধরলেন, আর দিল্লি শহরটিকে তাঁদের সত্যিই অসাধারণ মনে হলো।

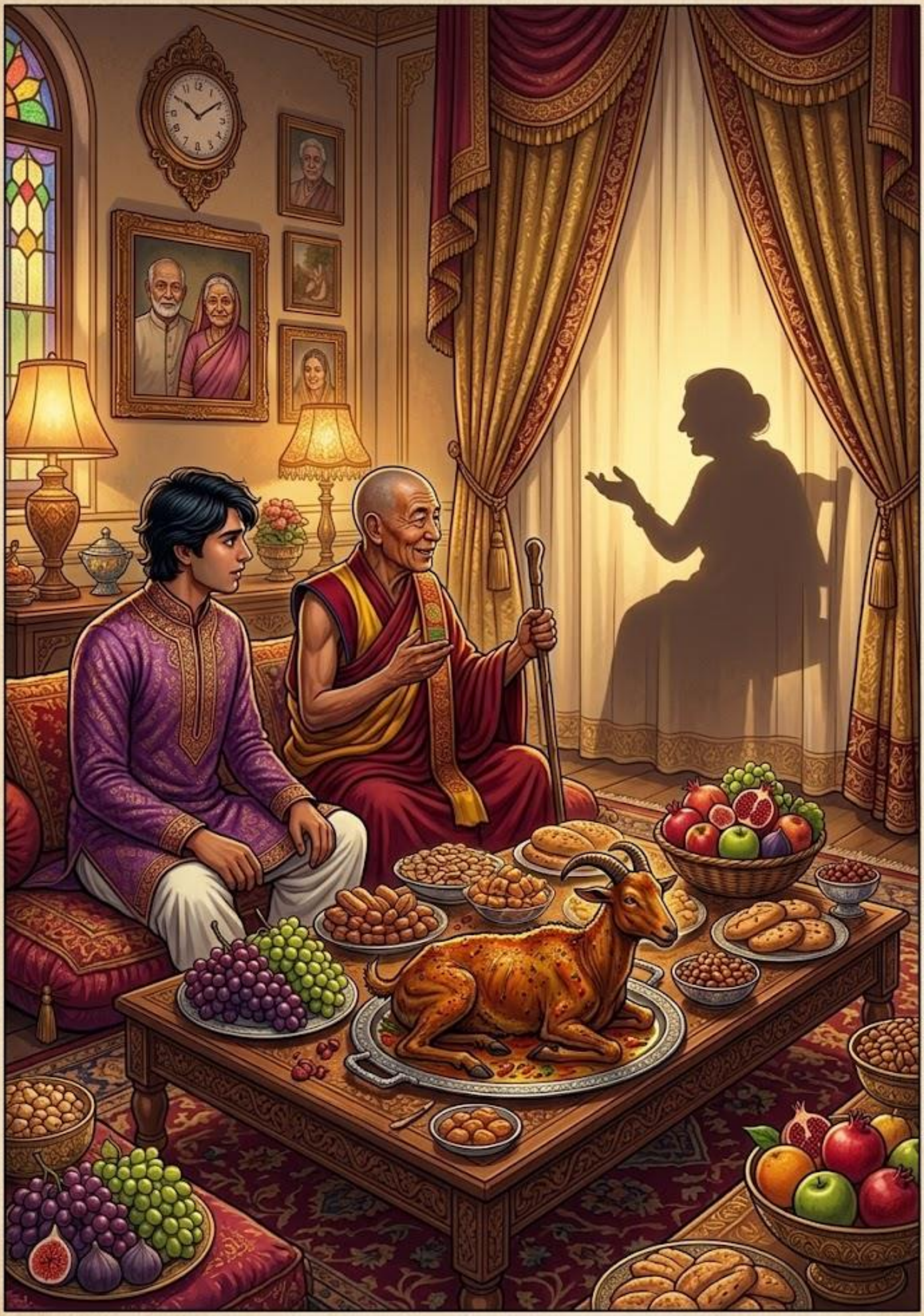

DELHI
RAILWAY STATION
Kim Reached Delhi

আর দিল্লি থেকে তাঁরা সাহারানপুরে পৌঁছালেন।


सहारनपुर
SAHARANPUR
सहारनपुर
सहारनपुर
SAHARANPUR
INDIAN RAILWAYS

তারপর তাঁরা হেঁটে রওনা হলেন, আর রাতের বেলা মানুষ তাঁদের খাবার দান করতে লাগল। লামা কিমের কাছে বুদ্ধের দর্শন ব্যাখ্যা করলেন—কীভাবে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, মারা যায় এবং নতুন জীবন লাভ করে, আর এভাবেই কীভাবে জীবনের চক্র ঘুরতে থাকে।

নিজের ফলবাগানের মাঝে সেই বৃদ্ধা নারীটি লামার আগমনের খবর পেলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁর ভৃত্যকে কাবুলি আঙুর ও অন্যান্য ফল দিয়ে লামার কাছে পাঠালেন এবং তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। লামা ও কিম যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছালেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর নাতিদের সম্পর্কে গল্প করতে লাগলেন। তিনি একটি দোয়া/প্রার্থনা এবং একটি রক্ষাকবচ (তাবিজ) চেয়ে বললেন যে এক কবিরাজও (হাকিম) সেখানে উপস্থিত আছেন, যিনি এক অসুস্থ শিশুকে ওষুধ দিচ্ছেন।



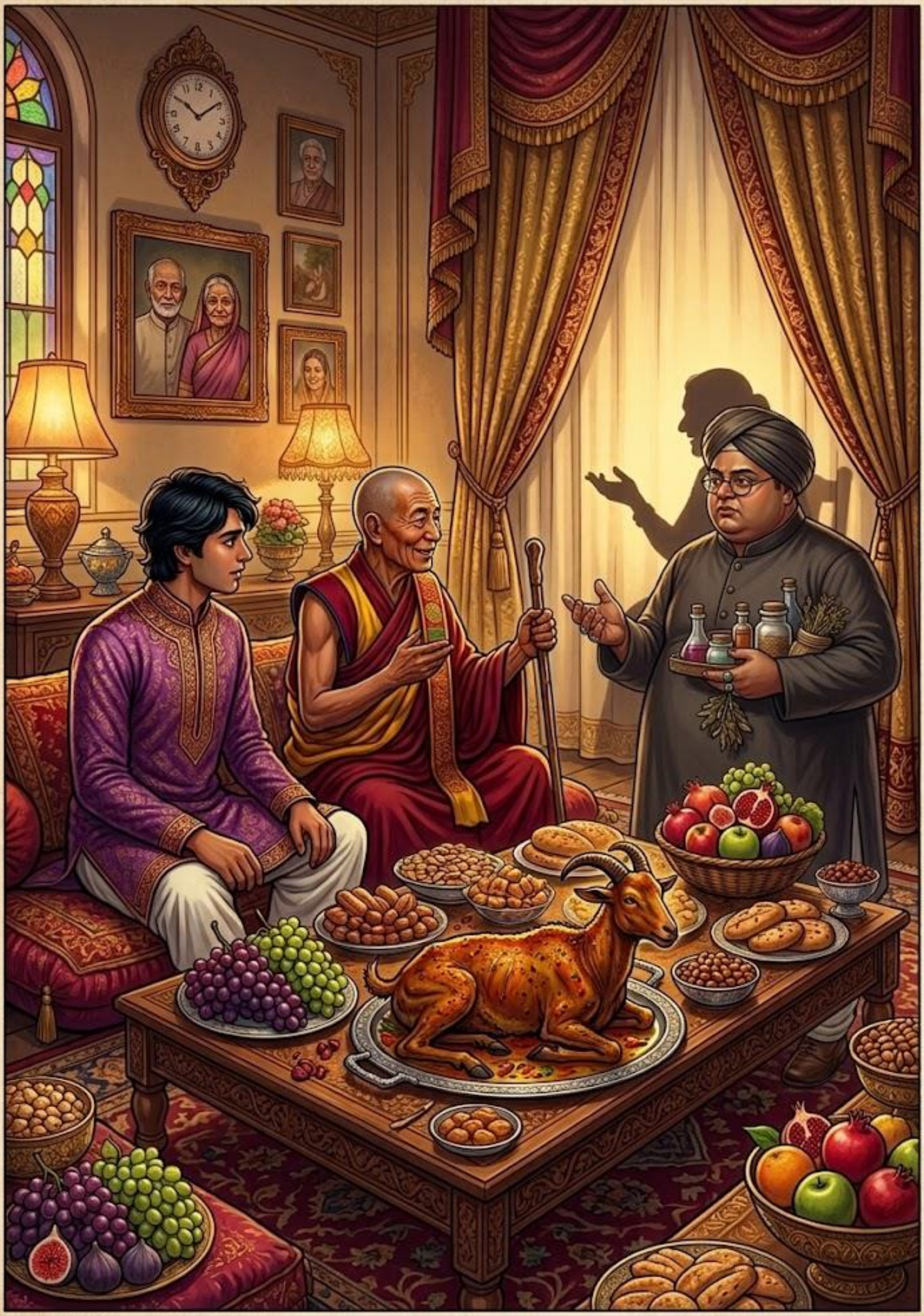
"আমার মহারানী, সইে হাকমি ক?" কমি জজ্ঞিসে করল।

বৃদ্ধা নারীটি উত্তর দলিনে, "যদওি স তোমার মতোই প্রতনিয়িত ঘুর বড়োয়, কন্তিু স একজন চমৎকার চকিৎিসক। ভ্রমণরে সময় স মূল্যবান ওষুধ বক্রি কর; তার দওেয়া মাত্র একটি বড়তিইে আমার পটেরে ব্যথা সরে গয়িছেলি।"

ভৃত্যটি উল্লখে করল য আহার শষেরে পর চকিৎিসক পছেনরে ঘর ঘুমাচ্ছনে। কমি বলল, "তাঁর সাথ দখো করা এবং কথাবার্তা বলাটা বশে আগ্রহোদ্দীপক হব।"

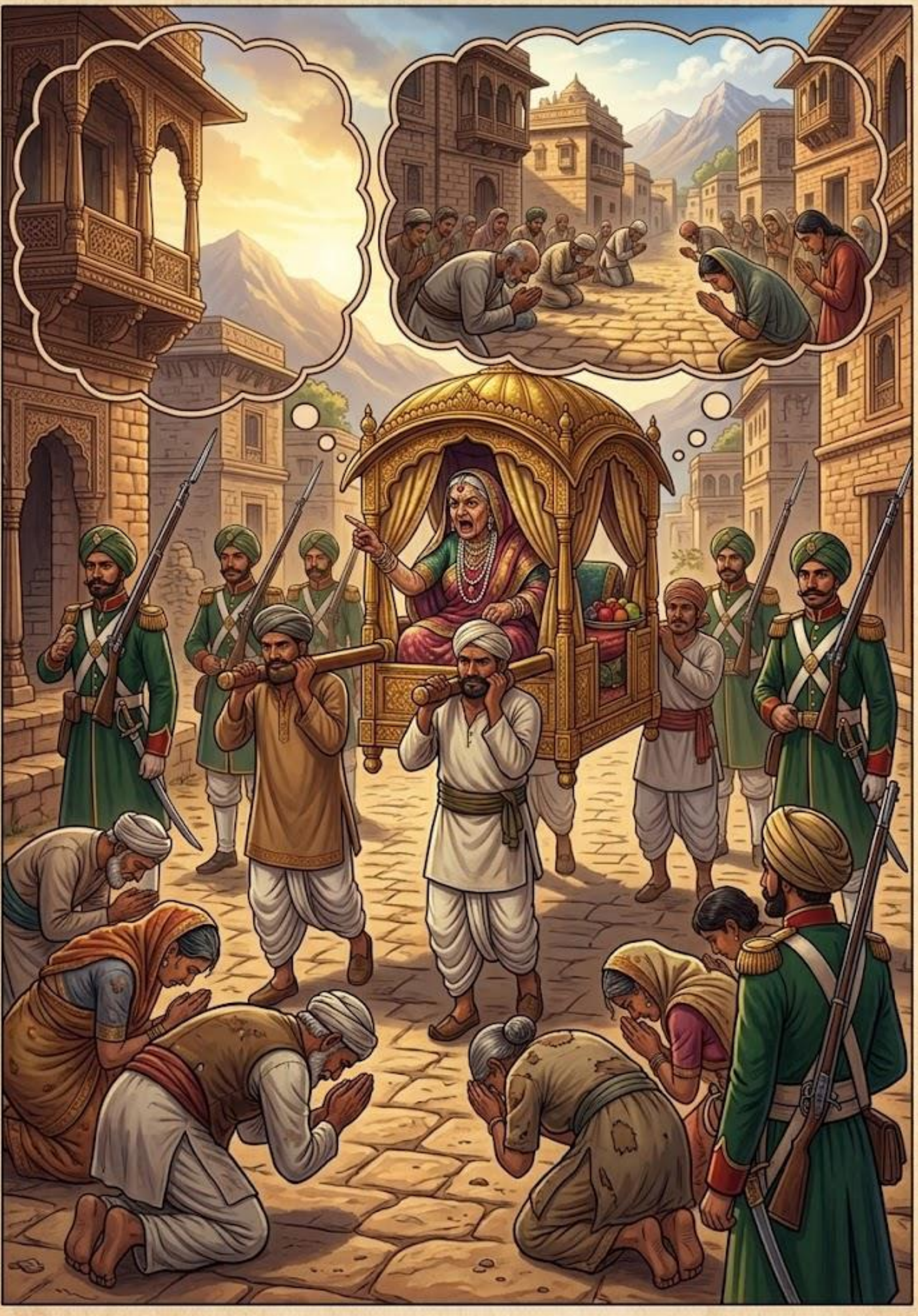
কথাবার্তা যখন চকিৎিসকদরে চকিৎিসার সমালোচনার দকি মোড় নলি, তখন নারীটি লামাক বললনে, "তাহল বশে, আমাক একটি প্রার্থনা আর একটি রক্ষাকবচ প্রদান করুন।"

ঠকি সইে মুহূর্ত, এক হট্টকাট্টা লোক ভতের ঢুক বলল, "আপনারা মানুষরো ওষুধরে প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্ক কছিুই জাননে না।"



তর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বৃদ্ধা নারীটি বললেন, "আমাকে আমার জমিজমা তদারকি করতে যেতে হবে, কারণ বাচ্চাদের বাবা অন্য শহরে আছে। হাকিম আর এই তরুণ লামাই সিদ্ধান্ত নিক যে তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনটি ভালো।"

কুড়িটি গ্রামে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় সেই নারীটি এরপর রওনা হলেন। স্থানীয় লোকজন তাঁর ধারালো মুখ আর উদারতা—দুটোর সাথেই খুব ভালোভাবে পরিচিত ছিল, আর সেই অঞ্চলে চুরি বা ডাকাতির কোনো নামগন্ধও ছিল না। তিনি যখন তাঁর পালকিতে চেপে যাত্রা শুরু করলেন, এক বিশাল ভৃত্যবাহিনী তাঁর পেছনে পেছনে চলল। তিনি এলাকায় এক কঠোর পরিদর্শন চালালেন, আর তাঁর গম্ভীরাদেশপূর্ণ কণ্ঠস্বর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।



নারীটি চলে যাওয়ার পর, যখন হুক্কা পানের পর্ব চলছিল, হাকিম মৃদু স্বরে বললেন, "কেমন আছেন, মিস্টার ও’হারা? আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।"

নিজের নাম শুনে কিম স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে বসে রইল। সত্যি বলতে, সে হাকিমের ছদ্মবেশে থাকা হরি বাবুকে চিনতে একদমই ব্যর্থ হয়েছিল।

হুক্কা টানতে টানতে এবং এলাচ চিবোতে চিবোতে হরি বাবু বললেন, "আমি কি আপনাকে বলিনি যে একদিন যখন আমাদের আবার দেখা হবে, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না?"

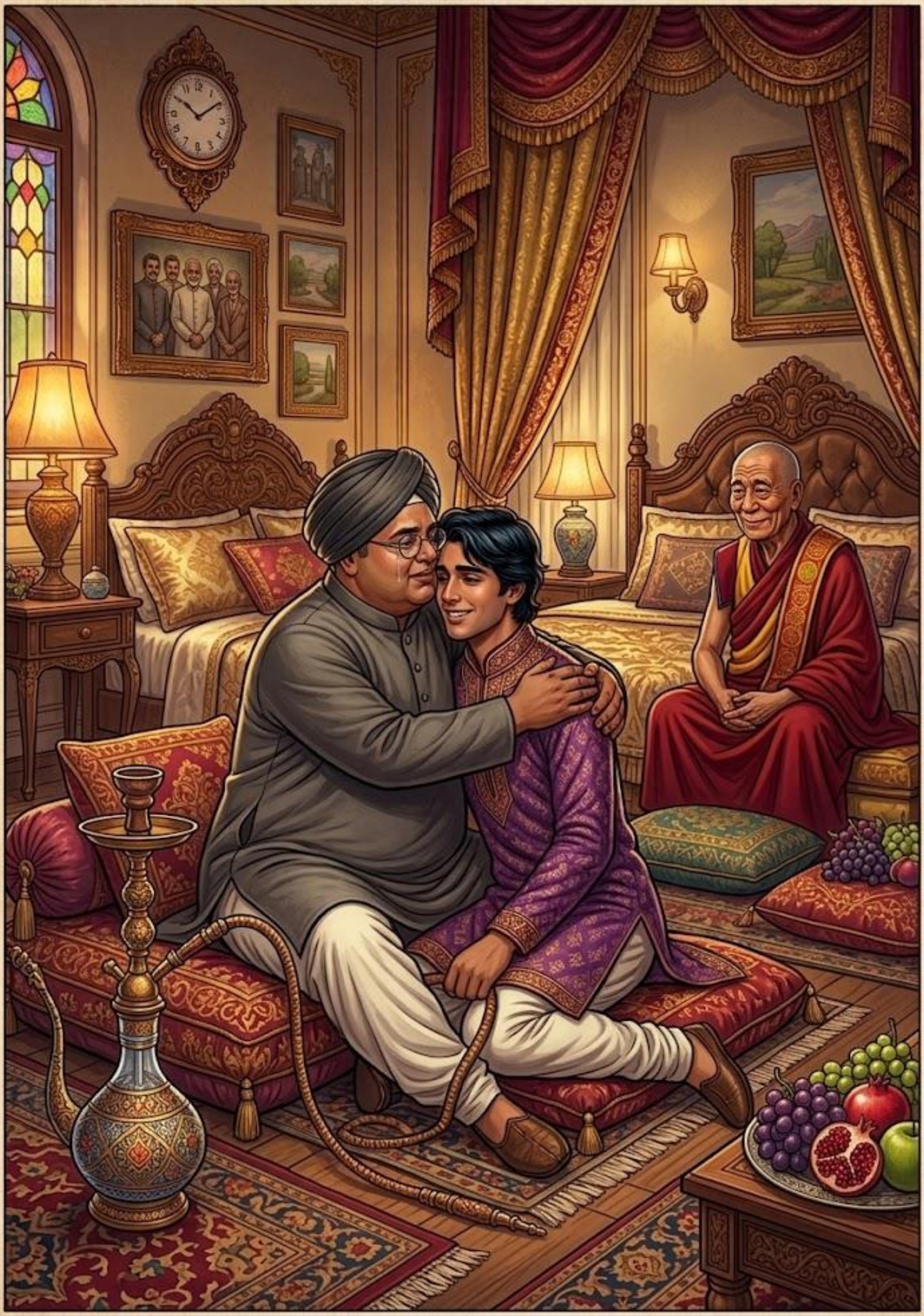
কিম বিস্ময়ে বলে উঠল, "বাবু-জি, আপনি এখানে কীভাবে?"

"হ্যাঁ, সেটাই তো প্রশ্ন," উত্তর এল। "শেক্সপিয়ারও তো প্রায় এমন কথাই বলেছেন, তাই না? আসলে, আপনি শিক্ষা সমাপ্ত করে চমৎকারভাবে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন বলে যখন খবর পেলাম, তখন আমি এবং আপনার পুরোনো সঙ্গীসহ পুরো ডিপার্টমেন্ট ভীষণ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই আমি এসেছি।"

সাবেক সঙ্গীদের প্রশংসা শুনে কিম গভীরভাবে প্রীত ও পরিতুষ্ট বোধ করল, তবুও সে চাপ দিয়ে বলল, "বাবু-জি, আসল কারণটা আমায় বলুন, আর সেটা হিন্দিতে বলুন। শুধু অভিনন্দন জানাতে কেউ এতদূর আসে না।"

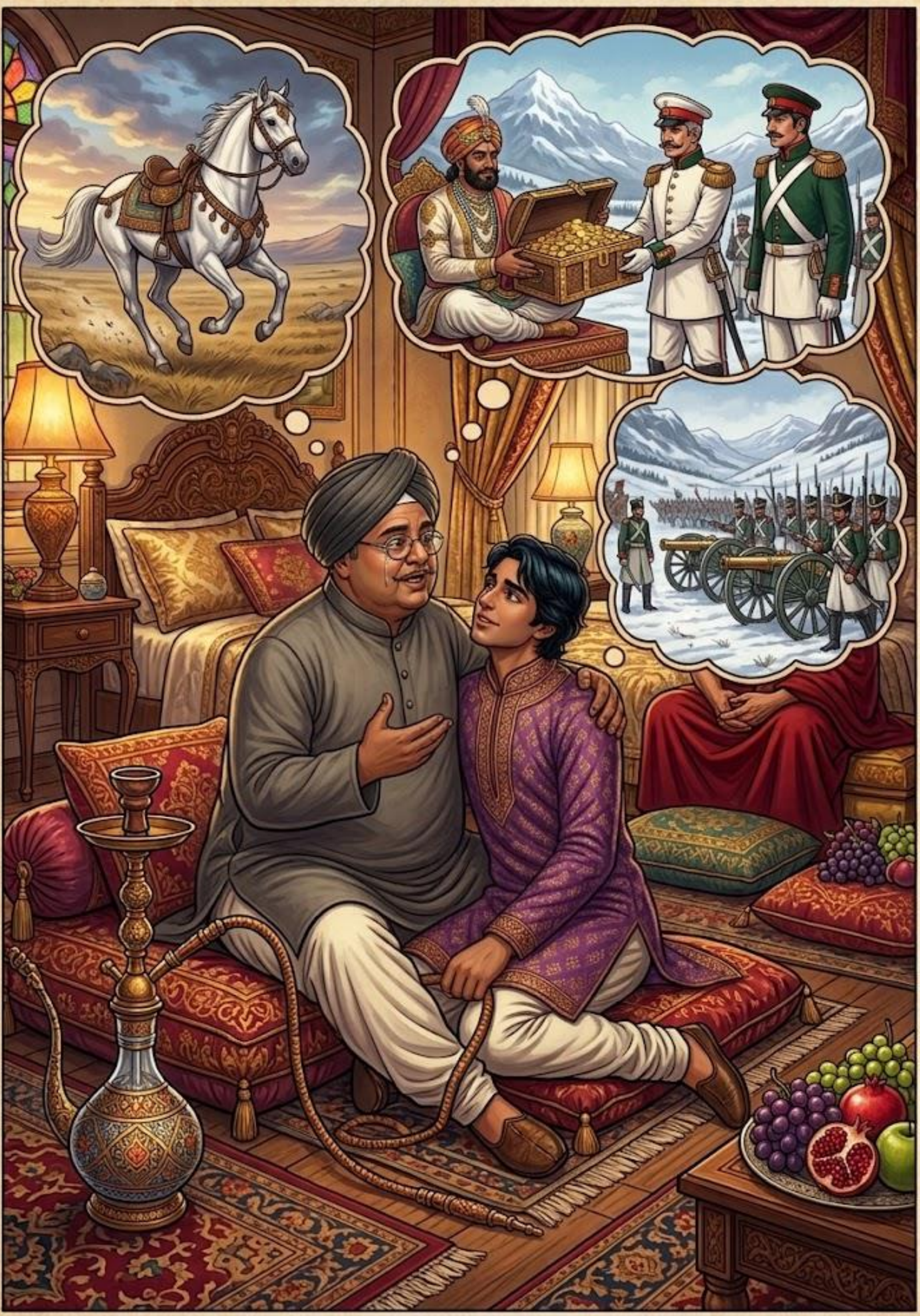
হরি বাবু উত্তর দিলেন, "মিস্টার ও’হারা, সত্যি বলতে আমি আপনাকে খুঁজছিলাম, তাই পথের লোকজনের কাছ থেকে আপনার ও লামার খবর নিচ্ছিলাম। আমি এ-ও জানতাম যে এই সম্ভ্রান্ত নারীটির সাথে লামার

দেখা হবেই। যেহেতু আমি একজন ভালো ডাক্তারও বটে, তাই অসুস্থদের চিকিৎসার অজুহাতে আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"



তিনি বুঝিয়ে বললেন যে তিনি 'দ্য গ্রেট গেম'-এর একটি কাজের সূত্রে এখানে এসেছেন। তিনি বললেন, "ঘোড়ার পরিভাষা ব্যবহার করে আপনি যে তথ্য পাঠিয়েছিলেন, সেটার ওপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল; সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। ফলে, অতিরিক্ত খরচের কারণে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হয়। তবুও, তাদের প্রত্যাহারের পরও 'দ্য গ্রেট গেম' থেমে নেই।

ওই অঞ্চল নজরদারিতে রাখার জন্য স্থানীয় দুজন রাজা সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করছিলেন। সরকারের নিজেদেরই সেখানে রাস্তা তৈরি করার কথা ছিল, আর আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে বুঝতে পারি যে রাজারা মূলত ঘুষ খেয়ে রাশিয়ার সাথে হাত মিলিয়েছে। আমি এবং মাহবুব আলী দুজনেই সরকারকে এই খবরটি জানিয়েছিলাম। আমার এখনো মনে আছে সেখানকার হাড়কাঁপানো ঠান্ডার কথা। পরে, প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাই করার জন্য আমাকে দক্ষিণে ডেকে পাঠানো হয়েছিল।"

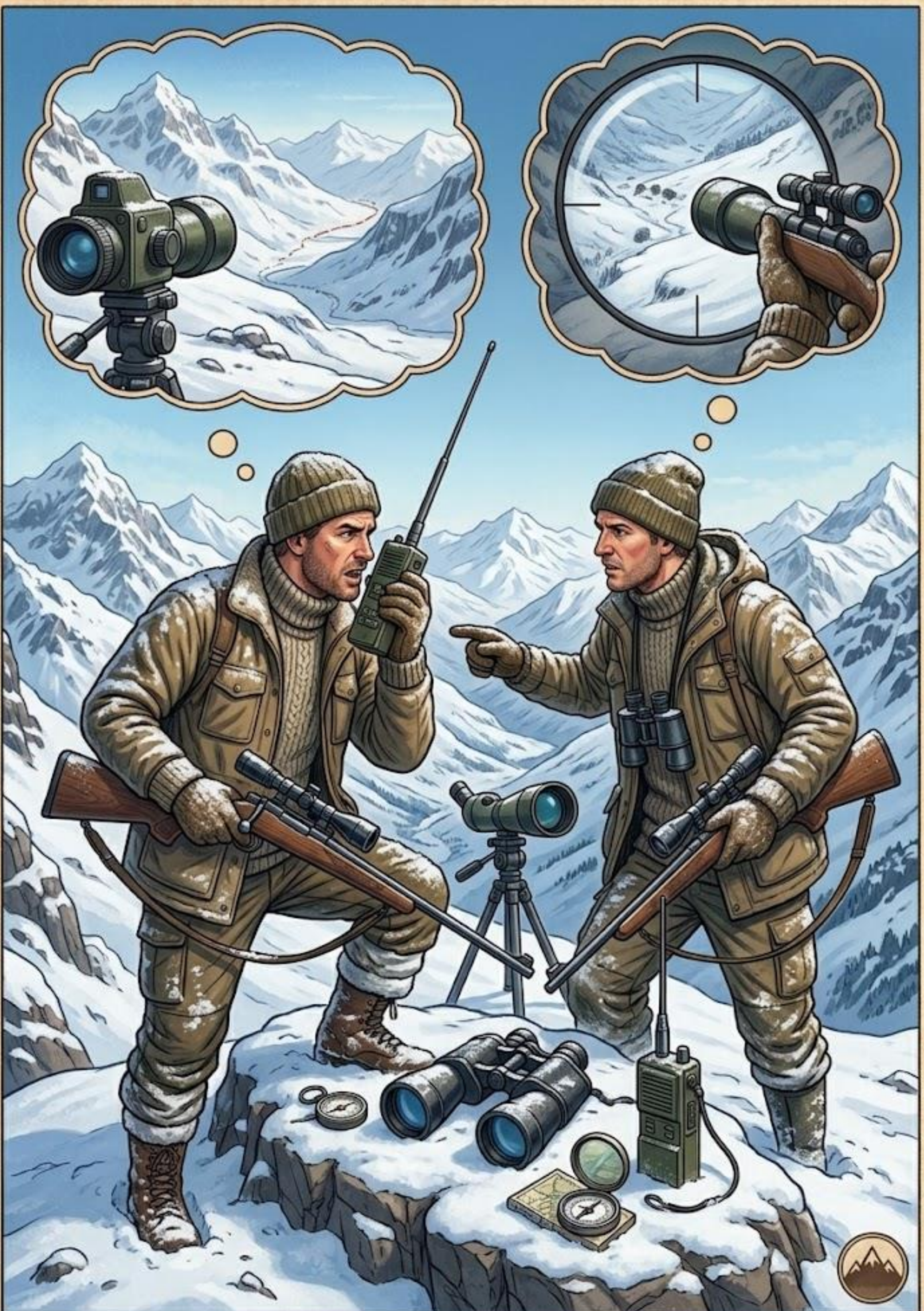


"তবে, সেখানে আবারো দুজন সন্দেহভাজন লোককে দেখা গেছে। শিকারির ছদ্মবেশে থাকা এই দুজন মূলত রুশ গুপ্তচর—একজন আরশিয়ান এবং অন্যজন ফরাসি—যাদের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ার জন্য স্থানীয় রাজা ও সর্দারদের সমর্থন আদায় করা। তারা তাদেরকে বিভিন্ন উপহার প্রদান করছে এবং চুক্তি গড়ে তুলছে। তাদের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জামও দেখতে পাওয়া গেছে। রাজা তাদের সাথে অবিরাম যোগাযোগ রাখছেন এবং ইতিমধ্যে তাদের সাথে দেখাও করেছেন, তাই আমাকে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে তাদের দুজনের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চামড়া ও পশুর ছাল বিক্রি করার অজুহাতে তারা যখন কাছাকাছি আসবে, তখন আমি তাদের সাথে মিলেমিশে তাদের আসল পরিচয় ও তথ্য উন্মোচন করব।

কিন্তু কিম, আমার তোমাকে প্রয়োজন। তুমি চাইলে প্রত্যাখ্যান করতে পারো, তবে তুমি যদি লামার সাথে আমার সঙ্গী হয়ে উত্তরের পাহাড়গুলোতে যাও, আমি ভীষণ আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হব।"

কিম জবাবে বলল যে পাহাড়ে যাত্রার কথা শুনলে লামা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। হরি বাবু বললেন, "আমি আগেই রওনা হব এবং তোমাদের চেয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে চলব।"

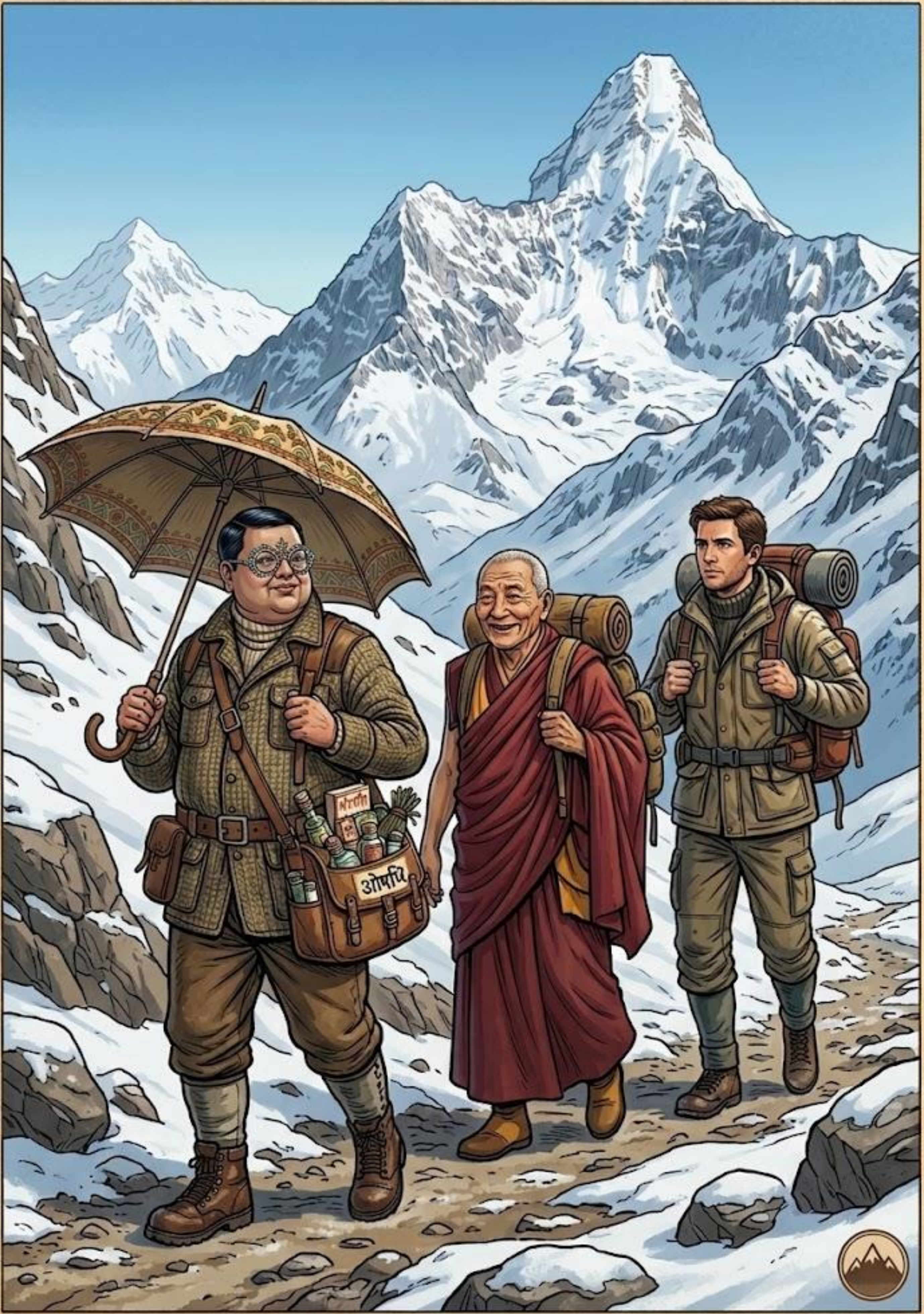
কিম পুরো রাত জেগে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগল, কারণ সে মনপ্রাণে 'দ্য গ্রেট গেম'-এ নিজের ভূমিকা পালন করতে চাইছিল। সে মনে মনে ভাবল, মাহবুব আলী এবং কর্নেল ক্রাইটন তার ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ করলেও, লামার দয়া ও স্নেহ সবকিছুর চেয়ে বহুগুণ বড়। "আমি অবশ্যই এই দুই গুপ্তচরকে তাদের সমস্ত গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জামসহ খুঁজে বের করব।"



পরদিন কিম লামার কাছে পাহাড়ের বরফ ও কনকনে ঠান্ডা বাতাসের প্রশংসা করতে লাগল। হরিবাবুও লামাকে পরামর্শ দিলেন যে পাহাড়ে যাওয়া এবং উন্মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে, তাই তিনি যেতে রাজি হলেন। এরপর হরিবাবু তাঁর ওষুধপত্র এবং ছাতা নিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

লামা যখন উত্তরের পাহাড়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বৃদ্ধা নারীটি তাঁদের জন্য প্রচুর রসদ ও খাবার তৈরি করিয়ে দিলেন। লামা কিমকে বললেন, "যদিও এই নারীটি বেশ বাচাল, তবুও সে সদয় এবং অতিথিপরায়ণ, আর তার আতিথেয়তা আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনছে। পাহাড়ে পৌঁছে গেলে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠব; হাকিমও আমাকে ঠিক একই কথা বলছেন। আর তুমি, কিম, সারা বিশ্বের বন্ধু, তুমিও তো আমার সাথে আছ। আমি নিশ্চিত যে আমি আমার তীরের নদীটি (রিভার অফ দ্য অ্যারো) খুঁজে পাব।"

তৃপ্তির সাথে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে লামা সেই অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁরা যখন পাহাড়ে পৌঁছালেন—যেটি তাঁর নিজের জন্মভূমি বা চেনা এলাকা—তিনি এক নতুন জীবনীশক্তির জোয়ার অনুভব করলেন এবং তাঁর হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে উঠল। অন্যদিকে কিম, সমতল ভূমিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, পাহাড়ের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল পাহাড়, আর অন্যপাশে ছিল ঘন বনজঙ্গল। তাঁরা যত ওপরে উঠতে লাগলেন, ঠান্ডাও তত বাড়তে লাগল।



এক পাহাড়ি লোক যখন কিমকে উপহার হিসেবে একটি মোটা ও সস্তা কোট উপহার দিল, কিম ভীষণ সন্তুষ্ট হলো, কারণ তার এটি খুব দরকার ছিল। তবে লামা কিছুটা অবাক হয়ে ভাবলেন যে আদৌ কোনো কোটের প্রয়োজন কেন, এবং মন্তব্য করলেন, "আসল ঠান্ডা তো আমরা পাহাড়ের গহীনে পৌঁছানোর পর টের পাব।"

কিম উত্তর দিল, "এখানকার মানুষগুলো দারুণ দয়ালু, বাতাস বেশ তাজা আর পানি অসাধারণ, কিন্তু খাবারদাবার খুব একটা ভালো নয়। আর রাতের বেলা ঠান্ডা প্রচণ্ড বেড়ে যায়।"

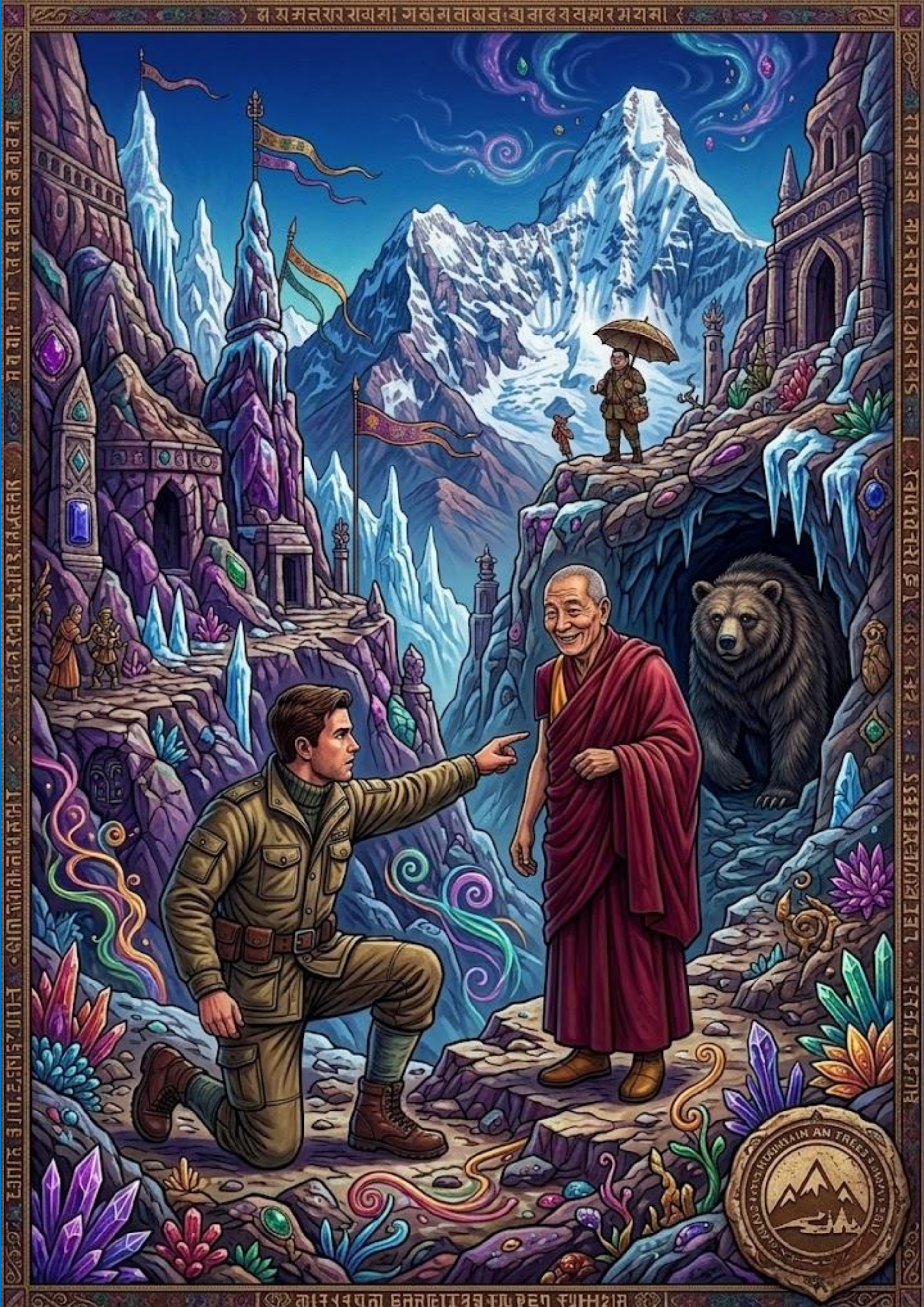
লামা জবাবে বললেন, "আহা, কিন্তু দিনের আলোর সেই উষ্ণতা আর আলো আবার নতুন করে কত মধুর লাগে!"



পুরো পথে খুব কম লোকজনেরই দেখা মিলছিল। মাঝেমধ্যে শূন্যে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া কোনো ঈগল পাখির দেখা মিলত, কিংবা অনেক দূরে হয়তো কোনো ভালুক ভেসে উঠত চোখে।

পথে তাঁদের সেই হাকিমের সাথেও দেখা হয়ে গেল, যিনি রাস্তার আশপাশের মানুষদের চিকিৎসা করে চলছিলেন। কিম ওষুধ তৈরির ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করতে এবং কথাবার্তা বলতে তাঁর সাথে জঙ্গলে যেত। হরিবাবু মন্তব্য করলেন, "মিস্টার ও’হারা, আমি জানি না সেই দুই গুপ্তচরের সাথে আমার ঠিক কবে দেখা হবে, তবে আপনি আমার ছাতাটার দিকে নজর রাখবেন, যা আপনি দূর থেকেই দেখতে পাবেন। আমার চিন্তা হচ্ছে, তারা হয়তো ইতিমধ্যেই তাদের নথিপত্র রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিল কি না।"

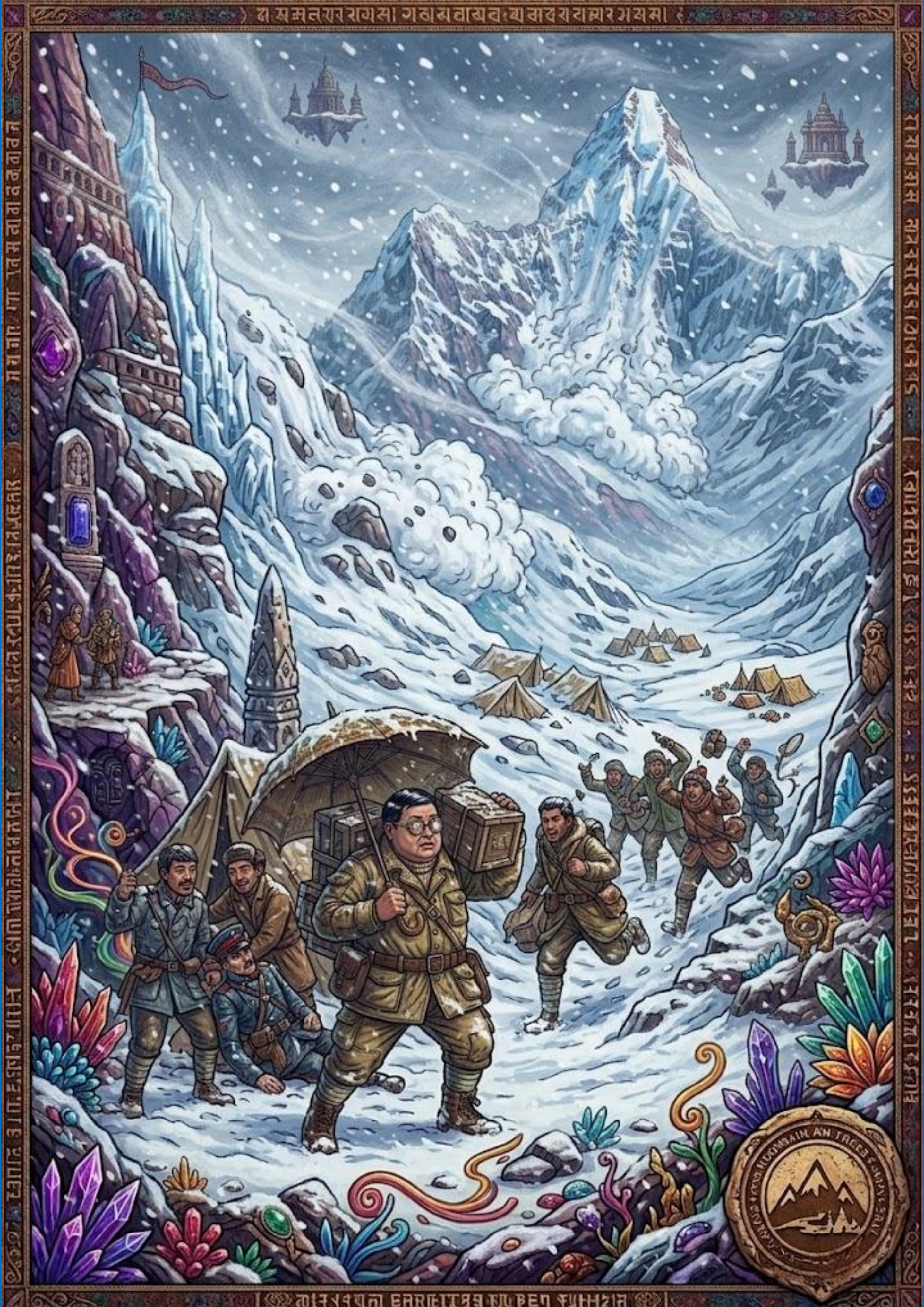
এরপর দুজনে আলাদা হয়ে গেলেন, তবুও কিম দূর থেকেই হরিবাবুর ছাতাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।



পথ চলতে চলতে তাঁরা অনেক উঁচুতে—আসল পাহাড়ের একেবারে গহীনে পৌঁছে গেলেন। লামা মন্তব্য করলেন যে এই পর্বতচূড়াগুলো তাঁর নিজের ঘরের মতোই মনে হচ্ছে। এখানে সারা বছরই বরফ জমে থাকে। অনেক নিচে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ বনভূমি ছড়িয়ে ছিল, আর তারও নিচে ফসল আর পশুপাখিতে ভরা একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। হরি বাবু আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র (বাইনোকুলার) দিয়ে চারপাশের দৃশ্য স্ক্যান করতে করতে দূরের আগন্তুকদের তাবুগুলোকে ছোট ছোট বিন্দুর মতো দেখতে পেলেন।



এক ঝড়-বৃষ্টির পর তিনি যখন তাঁদের কাছে পৌঁছালেন, তখন স্থানীয় সমস্ত শ্রমিক সেই দুই গুপ্তচরকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা নিশ্চিত ছিল যে কোনো এক অমঙ্গল বা কুলক্ষণ তাদের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে, বিশেষ করে যখন একটা বাজ পড়ে পাশের একটি গাছ একেবারে ঝলসে যায়।



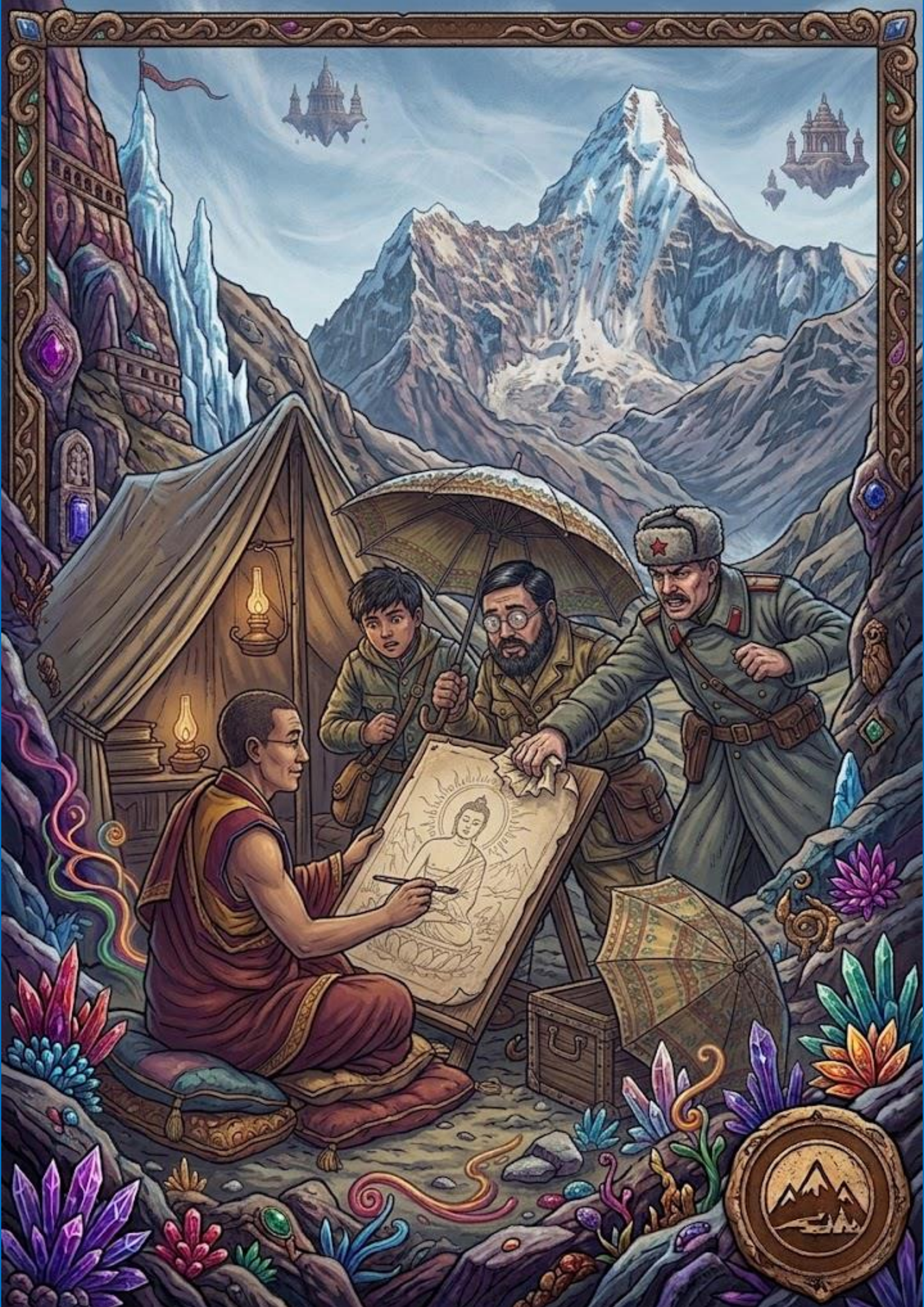
হরি বাবু সেই আগন্তুকদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং টাকার প্রলোভন দিয়ে স্থানীয়দের আবার কাজে ফিরে আসতে রাজি করালেন। তিনি নিজেকে রামপুরের রাজার একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলেন। তাঁদের যাত্রা শুরু হলে হরি বাবু তাঁদের সাথে প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে উঠলেন, আর একই সাথে ম্যাপ ও মূল্যবান নথিপত্রে ভরা একটি বড় সিন্দুকের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন।

ছাতাটি অনুসরণ করে কিম এবং লামাও তাঁদের সাথে গিয়ে পৌঁছালেন। নির্জনে কিম হরি বাবুকে জিজ্ঞেস করল তার এখন কী করা উচিত, জবাবে তিনি বললেন, "শুধু অপেক্ষা করো আর দেখো। ওই সিন্দুকটার ভেতরেই মানচিত্র আর মূল্যবান নথিপত্র রাখা আছে। আমি ইতিমধ্যেই সেখানে এক রাজার লেখা একটি চিঠি দেখেছি, যদিও তারা ওটা খুব কড়া পাহারায় রাখে বলে চিঠিটি কোন রাজার তা এখনো শনাক্ত করতে পারিনি। তবে ভালো খবর হলো, এ পর্যন্ত কোনো কিছুই রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়নি। শোনো, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, অন্তত মূল্যবান নথিপত্রগুলো কোথায় আছে সেটুকু তো তোমার জানা থাকা চাই।"



লামা নিজের হাতে আঁকা একটি পবিত্র ছবির সাহায্যে কিমের কাছে বুদ্ধের দর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন। গুপ্তচররা যখন সেই শিল্পকর্মটির প্রতি আগ্রহ দেখাল, লামা তাদেরকেও সেটার অর্থ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। তবে তাদের একজন বাধা দিয়ে বলল যে লামা কী বলছেন সে তা বুঝতে পারছে না এবং এর বদলে সে ছবিটি কিনে নিতে চায়; তাই সেটি কত দামে বিক্রি করবেন তা জানতে চাইল।

লামাকে জিজ্ঞেস করার পর হরি বাবু উত্তর দিলেন যে তিনি এটি বিক্রি করবেন না। এই অঞ্চলে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি, লামা একজন চমৎকার শিল্পী যিনি কখনই এমন কারো কাছে নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করবেন না যে এর প্রকৃত মূল্য বোঝে না। লামা কেবল দাম বাড়ানোর বাহানা করছেন ভেবে, রুশ গুপ্তচরটি রসিকতা করে কিছু টাকা বের করল এবং তাঁর কাছ থেকে ছবিটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।



আর তা ছিঁড়ে গেল। এটি দেখে বুদ্ধের অনুসারী কিছু পাহাড়ি কুলি চরম আঘাত ও আতঙ্কে শিউরে উঠল।

একটি প্রচণ্ড লড়াই বেঁধে যাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে হরি বাবু গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং গুপ্তচরদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "স্যার! স্যার! দয়া করে একজন পবিত্র মানুষকে আঘাত করবেন না!" কিম তাকে থামানোর আগেই, রুশ লোকটা নিজের সবটুকু জোর দিয়ে লামার মুখে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

ঠিক তার পরের মুহূর্তে, ক্ষুব্ধ কিম লোকটার গলা চেপে ধরল এবং দুজনে গড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে পড়ে গেল। চরম কষ্টে লামা মাটিতে ভেঙে পড়লেন, অন্যদিকে আতঙ্কিত সব কুলিরা তাদের জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরে দ্রুত ওপরের দিকে পালিয়ে গেল। লামার মতো একজন পবিত্র মানুষকে আঘাত করা ছিল এক ভয়াবহ পাপ, আর তাই তারা সেই জায়গা থেকে যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইল।



ফরাসি লোকটা বন্দুকের মুখে লামাকে জিম্মি করার কথা ভেবেছিল, কিন্তু পাহাড়ি মানুষেরা—যাদের লক্ষ্যভেদের হাত অসাধারণ—তার ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। ফরাসি লোকটা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন এক বৌদ্ধ কুলি লামাকে ধরে সাহায্য করল এবং তাঁকে ওপরের উঁচু জায়গার দিকে নিয়ে গেল। নিজেদের মূল্যবান জিনিসপত্র হারানোর বেদনায় দিশেহারা হয়ে ফরাসি লোকটা আবছা আলোর মধ্যে অন্ধের মতো এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল।



হরিবাবু লুকিয়ে কিমের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "এই ব্যাগে মূল্যবান নথিপত্র আছে। তুমি কুলিদের সাথে গিয়ে যোগ দাও।" এরপর তিনি ফরাসি লোকটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, "গুলি চালানো বন্ধ করুন! তা না হলে কুলিরা নিচে নেমে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে!"

কিম দ্রুত সরে যাওয়ার সময় একটা গুলি ঠিক তার পাশ দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেল। সে লামা ও কুলিদের কাছে পৌঁছে গেলে, সে এবং লামা একে অপরের কুশল জানতে চাইলেন। লামা জোর দিয়ে বললেন যে তাঁদের আবার যাত্রা শুরু করা উচিত। ইতিমধ্যে, কুলিদের একজন ঘোষণা করল, "আমাদের কাছে এখন ওদের চারটে বন্দুক আছে। ওরা আপনাকে আঘাত করেছে, আর আমরা এর প্রতিশোধ নেবে; একজন পবিত্র মানুষের সাথে দুব্যবহার করার জন্য আমরা ওদের শাস্তি দেবে!" সব কুলি একসাথে সুর মিলিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল।

তবে লামা বললেন, "ওরা আমাকে আঘাত করেছে, আর আমি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমরা আমার আদেশ মেনে চলবে এবং এখনই নিকটবর্তী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে।"



কুলিরা যখন গুপ্তচরদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় রইল, তখন লামা দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা কি আমার আদেশ শুনতে পাওনি? যদি অমান্য করো, তবে পরবর্তী জন্মে ইঁদুর বা সাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।" শুনে কুলিটি হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল।

লামা ভীষণ অনুতপ্ত হলেন যে তাঁর কারণেই এই লড়াইটি বেঁধেছে। তিনি দুর্বল বোধ করায়, এক কুলি ওষুধের অজুহাতে তাঁর মুখে কয়েক ফোঁটা মদ ঢেলে দিল। গুপ্তচরদের ব্যাগ খোলা হলো এবং তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, আর কিম তার সেই মূল্যবান নথিপত্রগুলো পেয়ে গেল।

লামা জোছনার আলোয় তুষার আবৃত পথ ধরে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। কিছুটা দূরে বসে কুলিরা সিদ্ধান্ত নিল যে আরও সামনে এগোনোর আগে গুপ্তচরদের সমস্ত জিনিসপত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়া উচিত। তারা মূল্যবান নথিপত্রে ভরা সিন্দুকটি কিমের হাতে তুলে দিল, কারণ এটি তাদের কোনো কাজেই আসছিল না, যদিও কিমের জন্য এটি ছিল এক অপার মূল্যবান সম্পদ।



অন্যদিকে, গুপ্তচররা এখন তাঁবু, খাবার কিংবা বন্দুক—সবকিছু থেকেই বঞ্চিত হয়ে পড়ে রইল। তাদের গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জাম এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় 'দ্য গ্রেট গেমে'-এ তাদের ভূমিকা কার্যত হঠাৎ করেই সমাপ্ত হয়ে গেল—চোখের পলকে সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। কিম মনে মনে ভাবল, হরি বাবু হয়তো কনকনে ঠান্ডায় অনাহারে কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু এই মূল্যবান নথিপত্রগুলো যে তার কাছে একদম নিরাপদ আছে, তা জানতে পারলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবেন।

দুই গুপ্তচরই মারাত্মক করুণ অবস্থায় পড়ে চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তারা যখন একে অপরকে দোষারোপ করছিল এবং হরি বাবুকে অভিশাপ দিচ্ছিল, তখন বাবু চরম ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার এক নিখুঁত অভিনয় চালিয়ে গেলেন। যে রুশ লোকটিকে কিম মারধর করেছিল, সে তীব্র ব্যথায় ছটফট করছিল। হাড়কাঁপুনি ঠান্ডায় নাজেহাল হয়ে তারা হরি বাবুর কাছে এর একটি উপায় বের করার দাবি জানাল।

হরি বাবু তাদের বললেন যে কুলিদের হাতে খুন না হয়ে তারা ভাগ্যবশত বেঁচে গেছে; সেই কুলিরা যদি সরাসরি তাদের শিকারেও না নেমে থাকে, তবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাহাড়ের অনেক উঁচুতে পালিয়ে গেছে। তিনি আরও যোগ করলেন যে তাঁর রাজা এখান থেকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থান করছেন, আর এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে নিকটবর্তী শহরে পৌঁছানোর জন্য তাদের অর্থ সাহায্য পাঠানো রাজার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদের হাতে একজন পবিত্র মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে জানতে পারলে রাজা তাদের সোজা কারাগারে নিক্ষেপ করতেন।

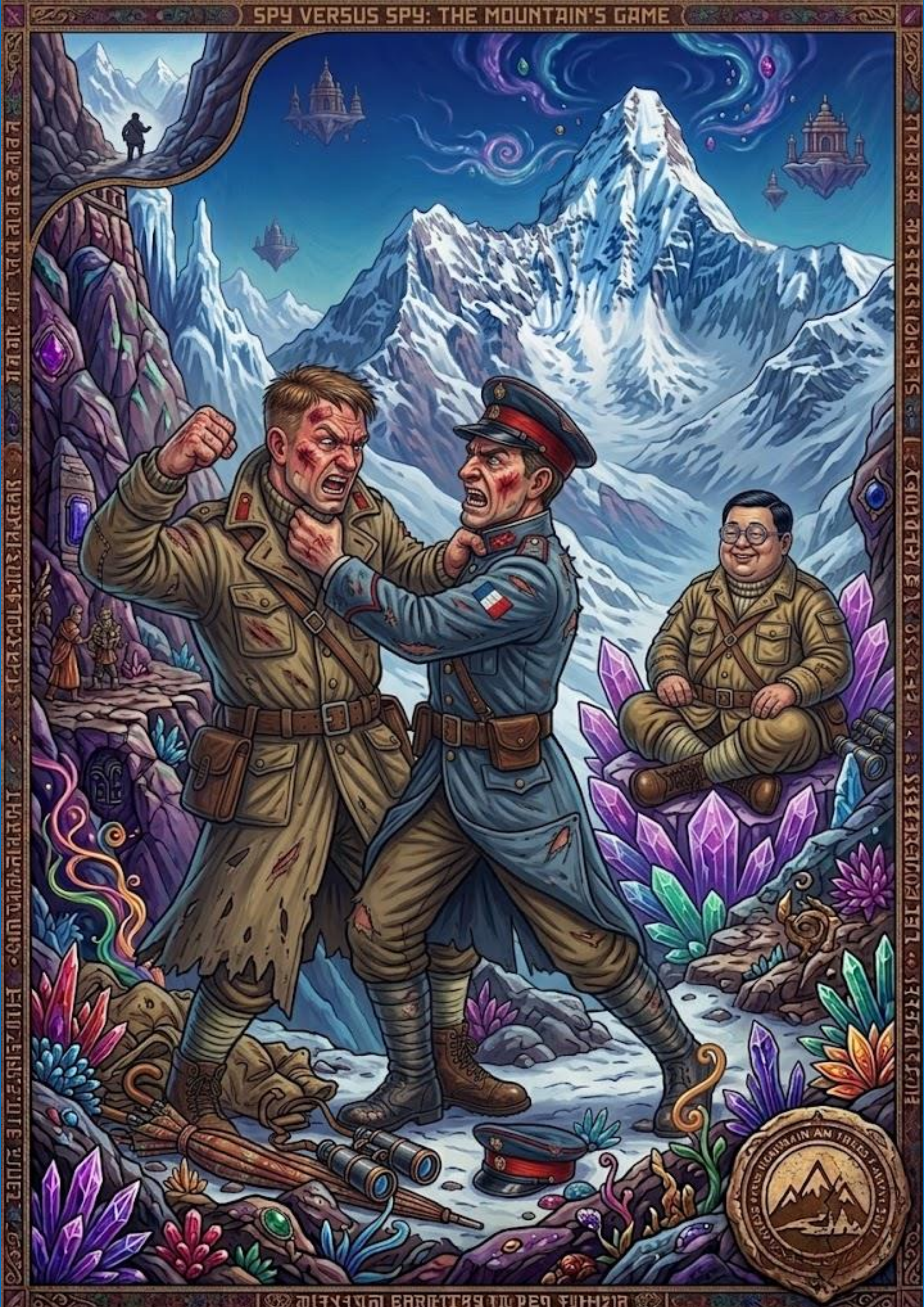

THE CLASH OF SPIES

হরিবাবু যখন কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন, তারা তাঁকে চুপ করার নির্দেশ দিল; জবাবে তিনি বললেন যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়েও তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

হরিবাবু যখন জানতে চাইলেন যে তারা কেন সেই পবিত্র লামাকে আঘাত করেছিল, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দিল, "আমাদের কি ভিক্ষুকদের মতো এই নির্জন পাহাড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো বোকা মনে হয়? স্বাভাবিকভাবেই, এখানে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে!" হরিবাবু মনে মনে হাসলেন, যদিও মুখে সম্পূর্ণ চুপ রইলেন।

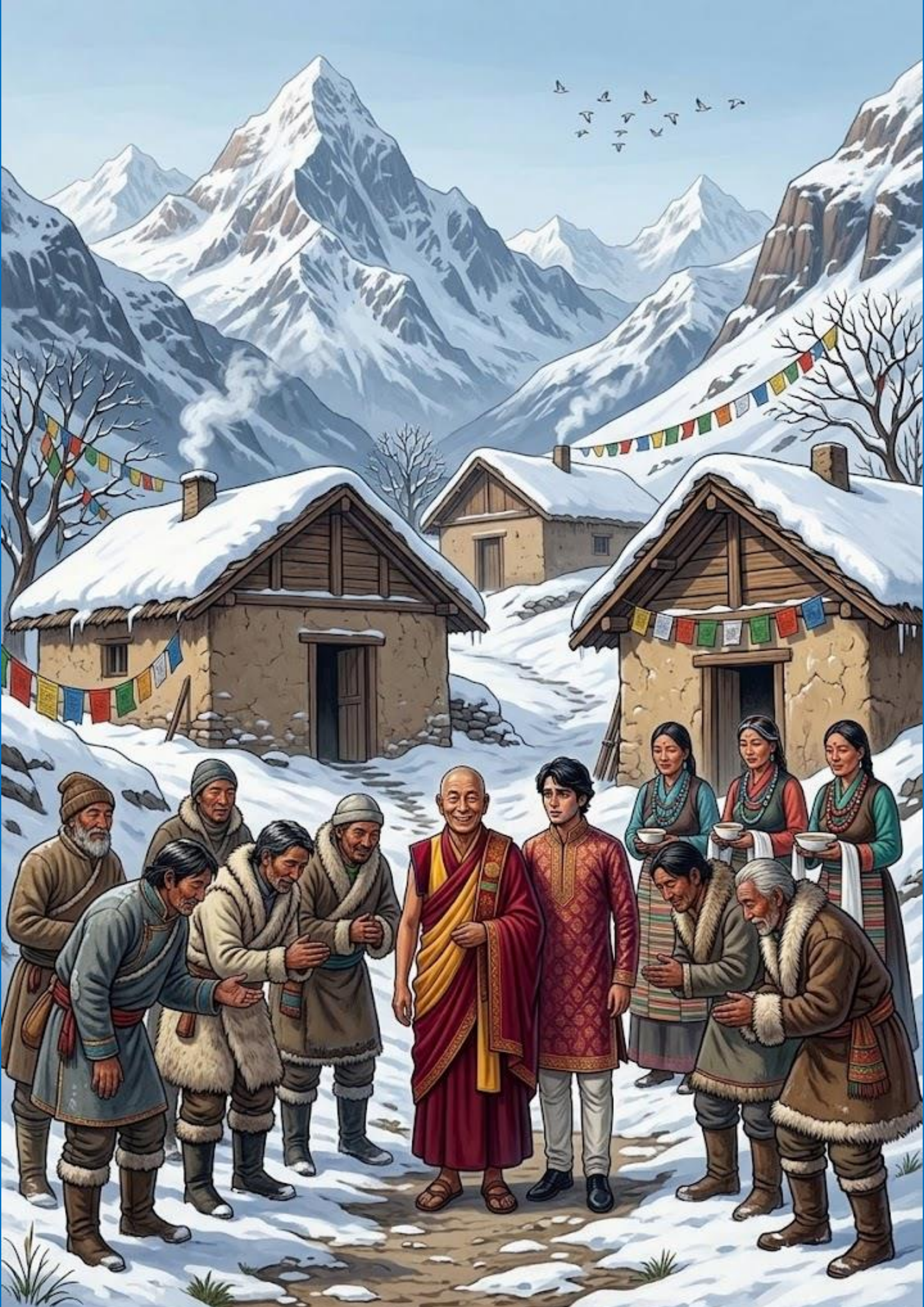
এক গুপ্তচর অন্যজনকে বলল, "আমাদের কতটা মূল্যবান সরঞ্জাম যে হারিয়ে গেছে, তার কোনো ধারণা আছে তোমার?" এ কথা বলার পর দুজনে আবারও তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়ায় মেতে উঠল, আর হরিবাবু অন্ধকারে বসে চুপচাপ হাসতে লাগলেন।

কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টের পর, 'দ্য গ্রেট গেম'-এর সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলো এখন কিমের কাছে একদম নিরাপদে রয়েছে। পরিস্থিতি এর চেয়ে ভালোভাবে আর শেষ হতে পারত না।


SPY VERSUS SPY: THE MOUNTAIN'S GAME

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর, লামা জোছনার আলোতেই তাঁদের যাত্রা পুনরায় শুরু করলেন। এক ঘণ্টা ধরে ওপরের দিকে ওঠার পর, তাঁরা শেমলে (Shamle) এসে পৌঁছালেন; এটি বরফে ঢাকা একটি উপত্যকা, যেখানে অল্প কয়েকটি কুঁড়েঘর ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই জনবসতিটিতে মাত্র তিনটি পরিবার বাস করত—যার মধ্যে ছিলেন তিনজন নারী এবং আট বা নয়জন পুরুষ।

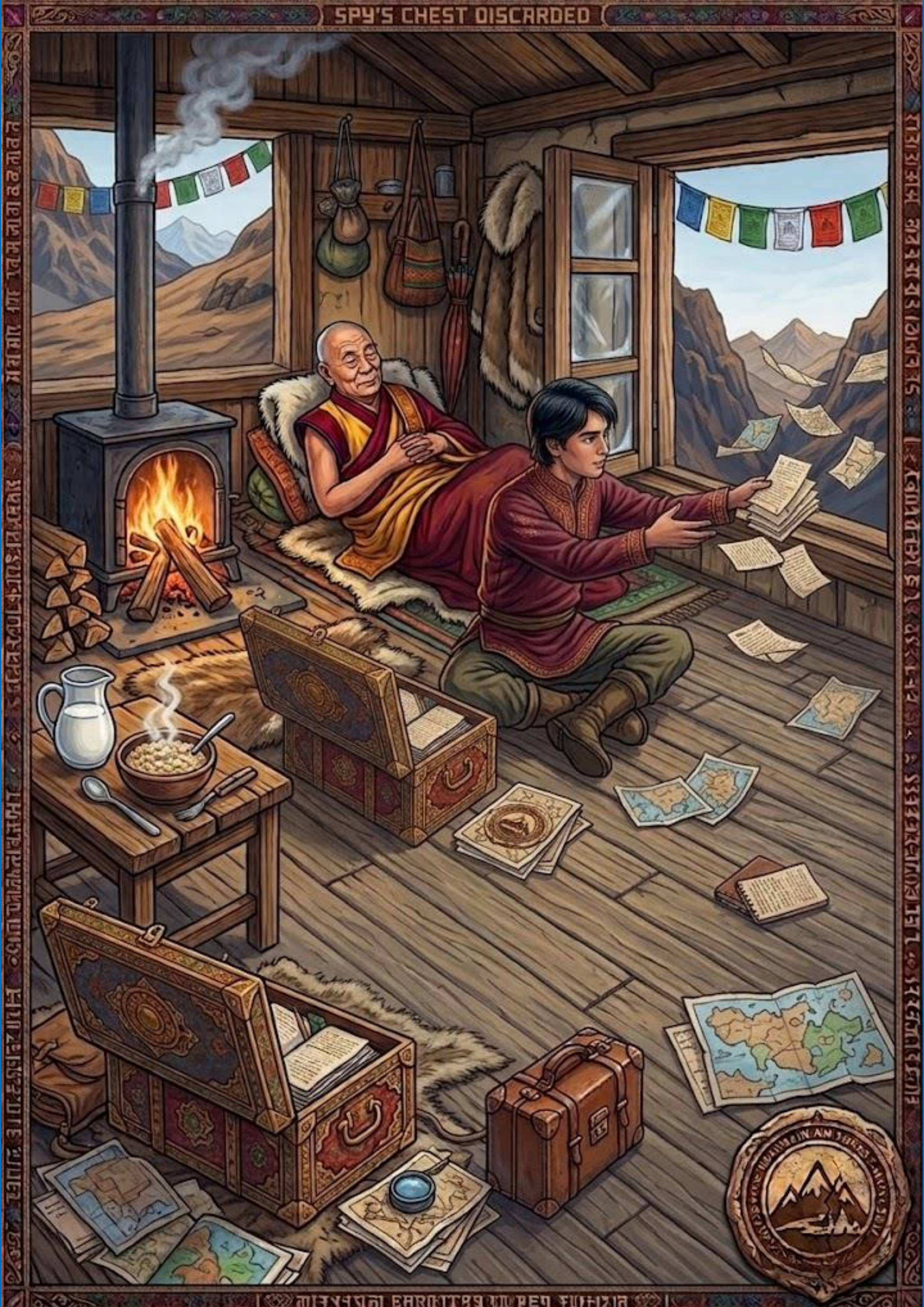
কিমি তা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল এবং অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে, বাকি পৃথিবী থেকে এতটা দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মানুষগুলোকে কতটা কঠিন ও কঠোর জীবনসংগ্রাম পার করতে হয়। কুলিরা একটি কুঁড়েঘরের ভেতর কিমি এবং লামার থাকার ব্যবস্থা করে দিল।



খাবারের ব্যবস্থা করার পর, কুলিদের একজন কুঁড়েঘরের একপাশের একটি জানালা খুলে দিয়ে কিমকে বলল যে সিন্দুক থেকে তার যা যা দরকার নেই, তা সে এই জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পারে। নিচে ফেলে দেওয়া যেকোনো কিছু এতটাই গভীর খাঁদে গিয়ে পড়বে যে তার পতনের কোনো শব্দও শোনা যাবে না, আর তা কখনো দ্বিতীয়বার দেখাও যাবে না। মূল্যবান নথিপত্রসহ সিন্দুকটি আগেই কিমের হাতে তুলে দেওয়ায়, কুলিরা বাকি সরঞ্জামগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিল।

কিম এবং লামা পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটালেন। সকালে কিম সিন্দুকের ভেতরের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখল এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রগুলোর পাশাপাশি কারুকাজ করা কিছু চিঠি দেখতে পেল—যে ধরনের রাজকীয় চিঠিপত্র শাসকবর্গ চরম ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ ও গোপনীয় বার্তা আদান-প্রদানের জন্য একে অপরকে পাঠাতেন। কিম নিজের এই জয়ে বিজয়ের হাসি হাসল। সে মনে মনে ভাবল, কর্নেল ক্রাইটন এবং হরিবাবুর কাছে এগুলো অপার মূল্যবান সম্পদ, আর এগুলো পেলে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবেন।

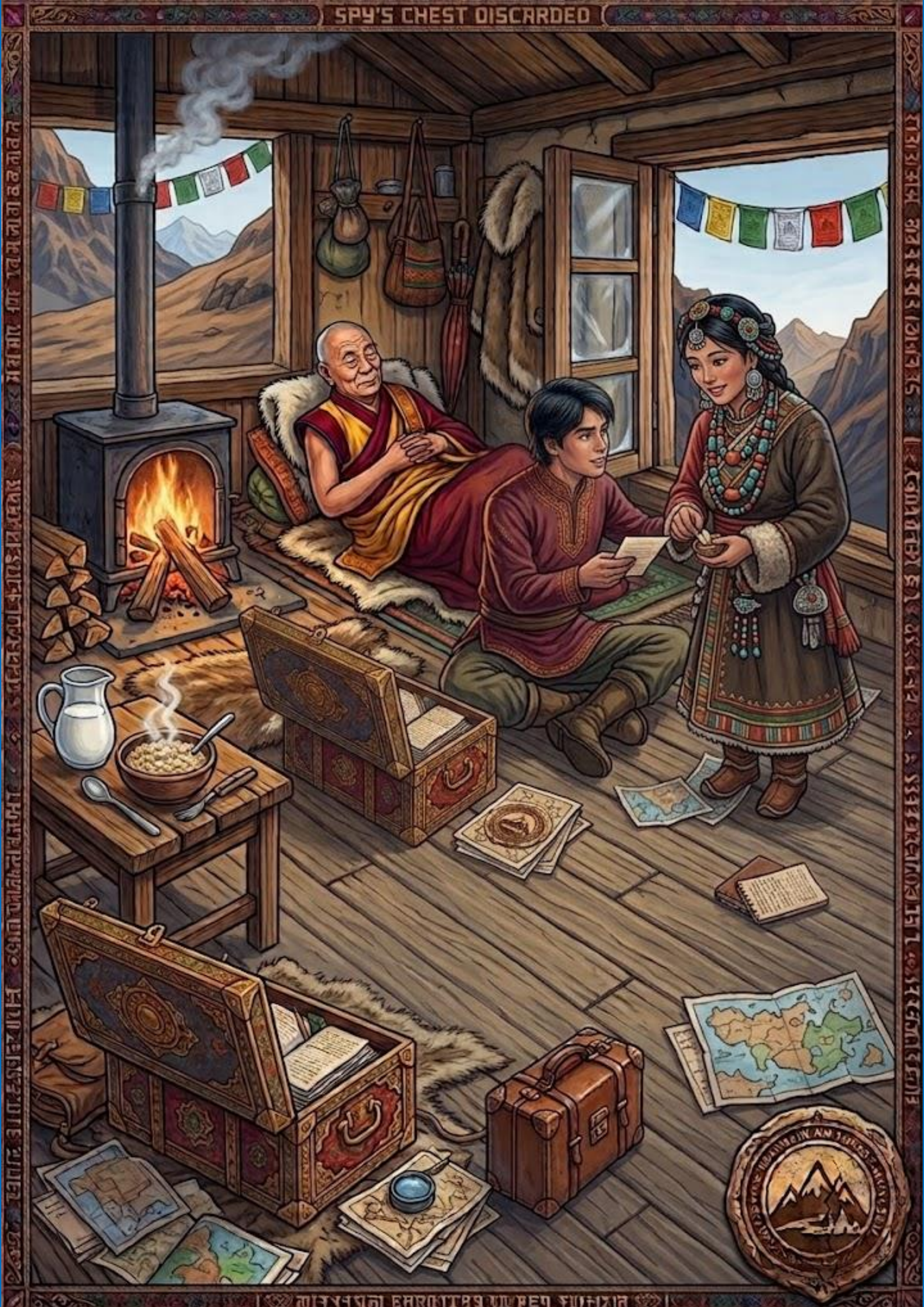
মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো আলাদা করে নিয়ে, কিম অপ্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো জানালা দিয়ে নিচের গভীর অতল গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সেটি এতটাই মাথাঘোরানো গভীর ছিল যে সেখান থেকে কোনো কিছু উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব।


SPY'S CHEST DISCARDED

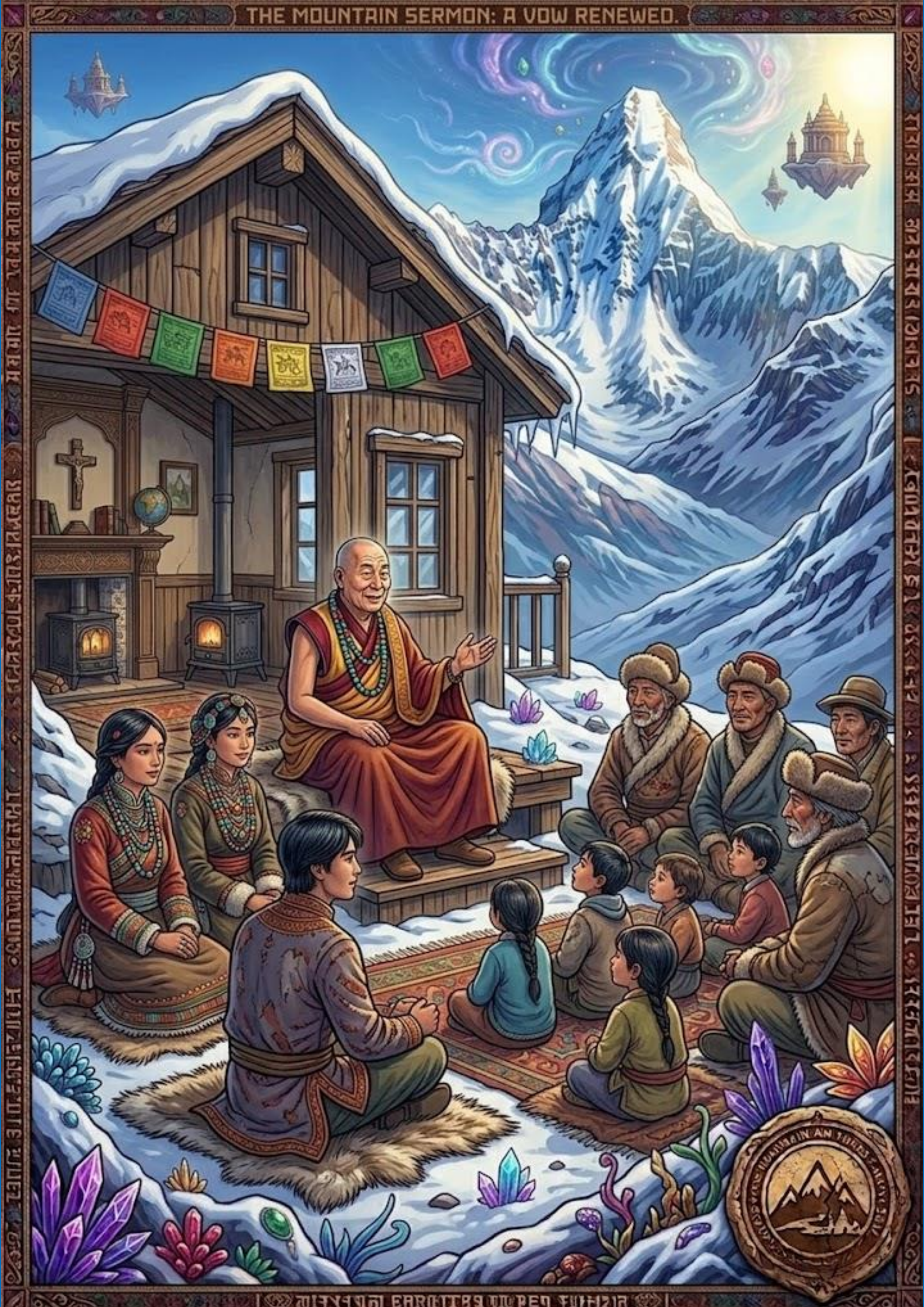
এরপর দরজায় এক নারী আবির্ভূত হলেন, যিনি নিজের সৌন্দর্য বাড়াতে অলঙ্কারে সজ্জিত ছিলেন। কিম তাকে জিজ্ঞেস করল যে দুই আগন্তুকের সাথে ভ্রমণরত সেই হাকিমকে কোনো বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে কি না, আর এর বিনিময়ে তাকে উপহার দেওয়ার আশ্বাস দিল। নারীটি রাজি হলেন।

কিম হরিবাবুকে চিঠি লিখে জানাল যে শাসকের পাঠানো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সে নিজের হেফাজতে নিয়েছে, তবে সাথে এটিও যোগ করল যে লামা অসুস্থ এবং তার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইল। একটি খোলা আখরোট নিখুঁতভাবে ভেঙে নারীটি কিমের সেই বার্তাটি খোসার ভেতর রেখে সেটি আবার আটকে দিলেন এবং বললেন, "এই কাজটার বিনিময়ে তুমি আমাকে পুরস্কার দেওয়ার কথা দিয়েছিলে। আমি সাধারণ কোনো নারী নই; আমি শমেলে অঞ্চলের মানুষ, এমনকি রাজাও চেনেন আমি কে। শমেলে এখন তোমার—এখানকার সবকিছু, এমনকি এর দুধ আর মাখনও তুমি চাইলে গ্রহণ করতে পারো। তোমার ইচ্ছা হলে নাও, না চাইলে ছেড়ে দাও।" একদৃঢ় ভঙ্গিতে ঘুরে তিনি হেঁটে চলে গেলেন, আর তাঁর গলার রূপার হারের ঝংকার কিমের কানে এসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিম মনে মনে ভাবল, "এখানে আমি 'দ্য গ্রেট গেম'-এর এক খেলোয়াড়, আর নারীরা আমার সাথে প্রেমের বার্তা বিনিময় করছে।" এর আগে তার দেখা হওয়া অন্যান্য সব নারীর পর, এই নারীটির সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটাও যেন ভাগ্যের লিখনই ছিল।


SPY'S CHEST DISCARDED

নারীটি চলে যাওয়ার পর, কিম লামার জন্য পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করল। দিনের রোদের মিষ্টি উষ্ণতায় বসে, লামা সারাদিন স্থানীয় গ্রামবাসীদের সৎকর্ম ও ধর্মোপদেশের শিক্ষা দিয়ে কাটালেন।


THE MOUNTAIN SERMON: A VOW RENEWED.

সন্ধ্যায় সেই নারী হরি বাবুর উত্তর নিয়ে ফিরে এলেন: "আমি এখনই এই লোকগুলোর কাছ থেকে আলাদা হতে পারছি না; আমি এদের সিমলার দিকে নিয়ে যাচ্ছি। কোনো অবস্থাতেই এই বন্য লোকগুলোর পিছু নিও না। তোমরা যে পথে এসেছিলে, ঠিক সেই পথেই ফিরে যাও। আমি শিগগিরিই তোমাদের সাথে যোগ দেবো। নথিপত্রগুলোর কথা জেনে আমার আনন্দের সীমা নেই!"

নারীটি উল্লেখ করলেন যে সেই বাঙালি লোকটার সাথে দেখা করার পর, তিনি পাশের গ্রামকে সেই পুরুষদের বিনামূল্যে খাবার ও পানীয় দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন—যা তারা এখন পাচ্ছে। "যদিও সেই সাহেবগুলো এখন করুণ অবস্থায় আছে," তিনি মন্তব্য করলেন। "বাঙালি লোকটা কেন ওদের পেছনে ফেলে চলে আসছে না?" কিম উত্তর দিল, "কারণ তিনি একজন মহৎ ও উদার হৃদয়ের মানুষ।"

"এবার তোমার দেওয়া কথার প্রসঙ্গে আসি," নারীটি বললেন। "তুমি বলেছিলে আমাকে পুরস্কার দেবে। এই গ্রাম তোমাকে ভালোবাসে, তাই বিনিময়ে তুমিও একে তোমার ভালোবাসা দাও।"

কিম এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মনেও অনেক চিন্তাভাবনা ছিল, কিন্তু আমার পরম শ্রদ্ধেয় লামা এখান থেকে রওনা দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, আর আমি তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারি না।"

"ওই বৃদ্ধকে তাঁর নিজের মতো থাকতে দাও," তিনি জোর দিয়ে বললেন। "তুমি তো এক তরুণ—যে সেই সাহেবকে উত্তম মধ্যম পিটুনি দিয়েছিলে!"

"আমার পক্ষে থাকা একেবারেই অসম্ভব," কিম জবাব দিল।

"কেন?"

"তুমি তা বুঝবে না।"


A NIGHT OF MOUNTAIN VOWS

নারীটি বললেন, "তুমি কি বিশ্বাস করবে যে অনেক দিন আগে এক সাহেব আমার প্রেমে পড়েছিল? আমি মিশন হাউসে তাদের মতো ইংরেজি পোশাক পরতাম এবং হুবহু তাদের মতোই ইংরেজিতে কথা বলতাম। যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আমি সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলাম। চলে যাওয়ার আগে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাকে বিয়ে করতে সে ফিরে আসবে। কিন্তু সে আর কখনোই ফিরে আসেনি, আর তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সাহেবেরা এবং তাদের ঈশ্বর—সবাই মিথ্যাবাদী। তোমাকে দেখে আমার সেই সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল।"

এক তিক্ত ও উপহাসের হাসি হেসে সে আরও যোগ করল, "তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের কাজ আর তোমাদের কথা—সবকিছুই মিথ্যা! আমি আমার সাহেবকে ঈশ্বরের মতো ভালোবেসেছিলাম, অথচ সে আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। এখানেই থেকে যাও—তোমার বৃদ্ধ লামা তো সামনে আধ মাইল পথও হাঁটতে পারবেন না। তুমি কি সব জায়গায় তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে?"

তার মুখে লামার বিরুদ্ধে এসব কথা শুনে কিম প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে রুখে দাঁড়িয়ে বলল যে সে অবশ্যই লামাকে সমতলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাঁর শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাঁর পাশেই থাকবে। তার কথা শুনে ব্যথিত হয়ে নারীটি নীরবে হেঁটে চলে গেলেন।


COMPASSION'S SANCTUARY: THE MISSION'S CARE.

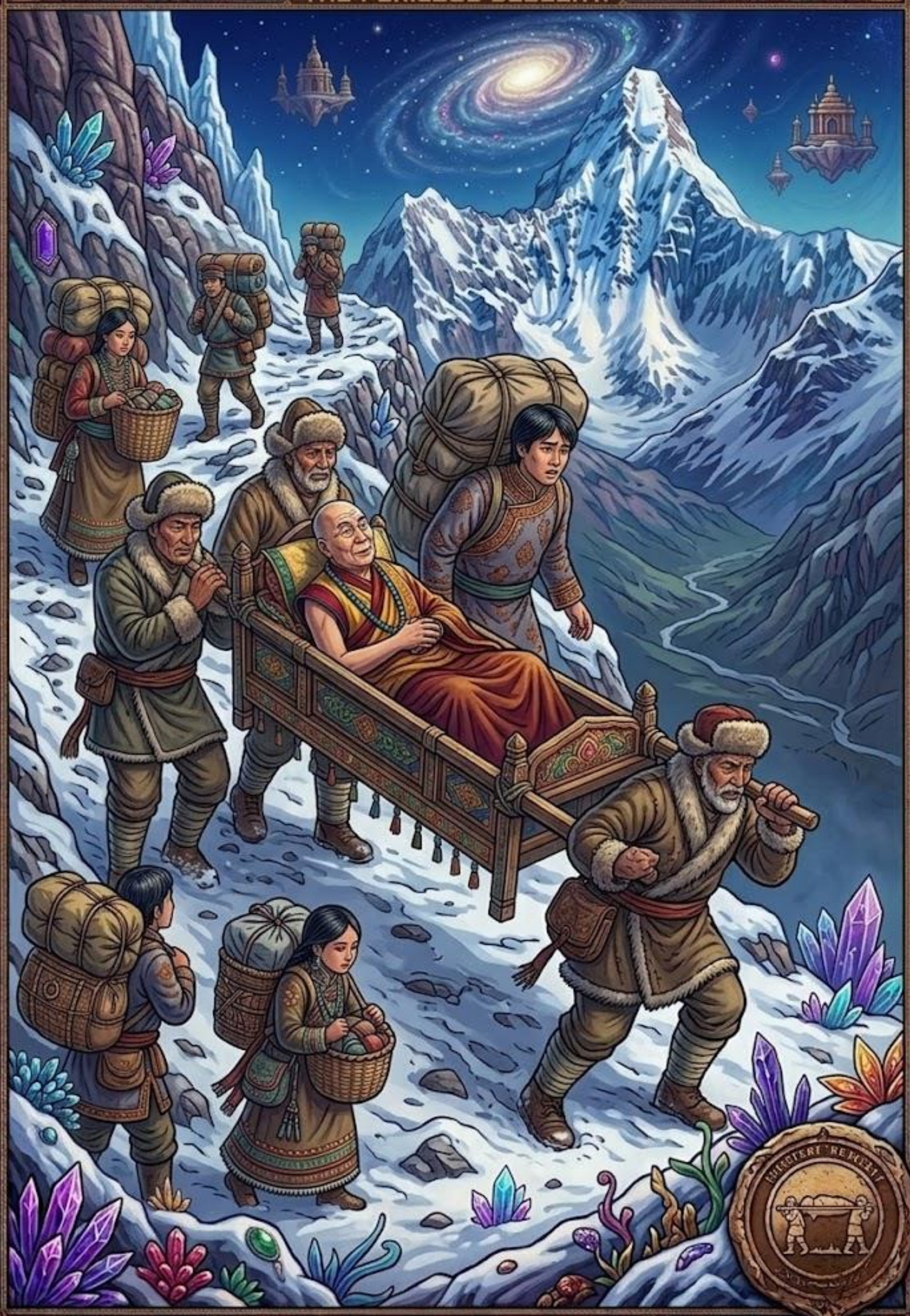
কিম যখন লামাকে জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি বললেন যে তিনি সবকিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। "পাহাড় আমাকে ডেকেছিল, তাই আমি এখানে এসেছিলাম," লামা বললেন। "আমার কখনোই এখানে আসা উচিত হয়নি, কারণ সেই পবিত্র নদীটি কেবল সমতলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমাদের সেখানে ফিরে গিয়েই সেটির সন্ধান করতে হবে। আমার জীবনে আর কতদিন বাকি আছে তা আমি জানি না, আর তাই আমাদের পক্ষে সেই হাকিমের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।"

কিম উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁকে বলল যে তিনি কতটা অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু লামা জোর দিয়ে বললেন যে যাত্রা পুনরায় শুরু করা অত্যন্ত জরুরি।

কিম প্রয়োজনীয় মালামালের ব্যবস্থা করল, আর সেই নারীটিই উদারতার সাথে সমস্ত খাবার ও দরকারি জিনিসপত্র সরবরাহ করলেন। এরপর কিছু লোক এক ধরণের খাটিয়ায় করে সেই দুর্বল লামাকে বহন করতে লাগল—ঠিক যেভাবে একজন অসুস্থ মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়—এবং যতদূর প্রয়োজন তাঁরা তাঁদের সাথেই হাঁটতে লাগলেন।

কিম লামার উদ্দেশ্যে বলল, "এই পাহাড়ি মানুষগুলো আমার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি উদার ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী।"

THE PERILOUS DESCENT.



অন্যদিকে, হরিবাবু দুই গুপ্তচরকে নানা আঁকাবাঁকা পথ ঘুরিয়ে ভারতের রাজধানীর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে তাঁর সাথে সেই নারীটির দেখা হলো, যিনি এর আগে কিমের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি হরিবাবুকে জানিয়ে দিলেন যে স্থানীয় গ্রামবাসীরা অসুস্থ লামাকে কোন দিকে বয়ে নিয়ে গেছে; সাথে এটিও বললেন যে লামার যা শারীরিক অবস্থা, তাতে তাঁদের পথচলা অত্যন্ত ধীরগতির হতে বাধ্য। এ কথা শুনে হরিবাবু কালবিলম্ব না করে ঠিক সেই দিকেই যাত্রা শুরু করলেন।


MOUNTAIN ROUSE

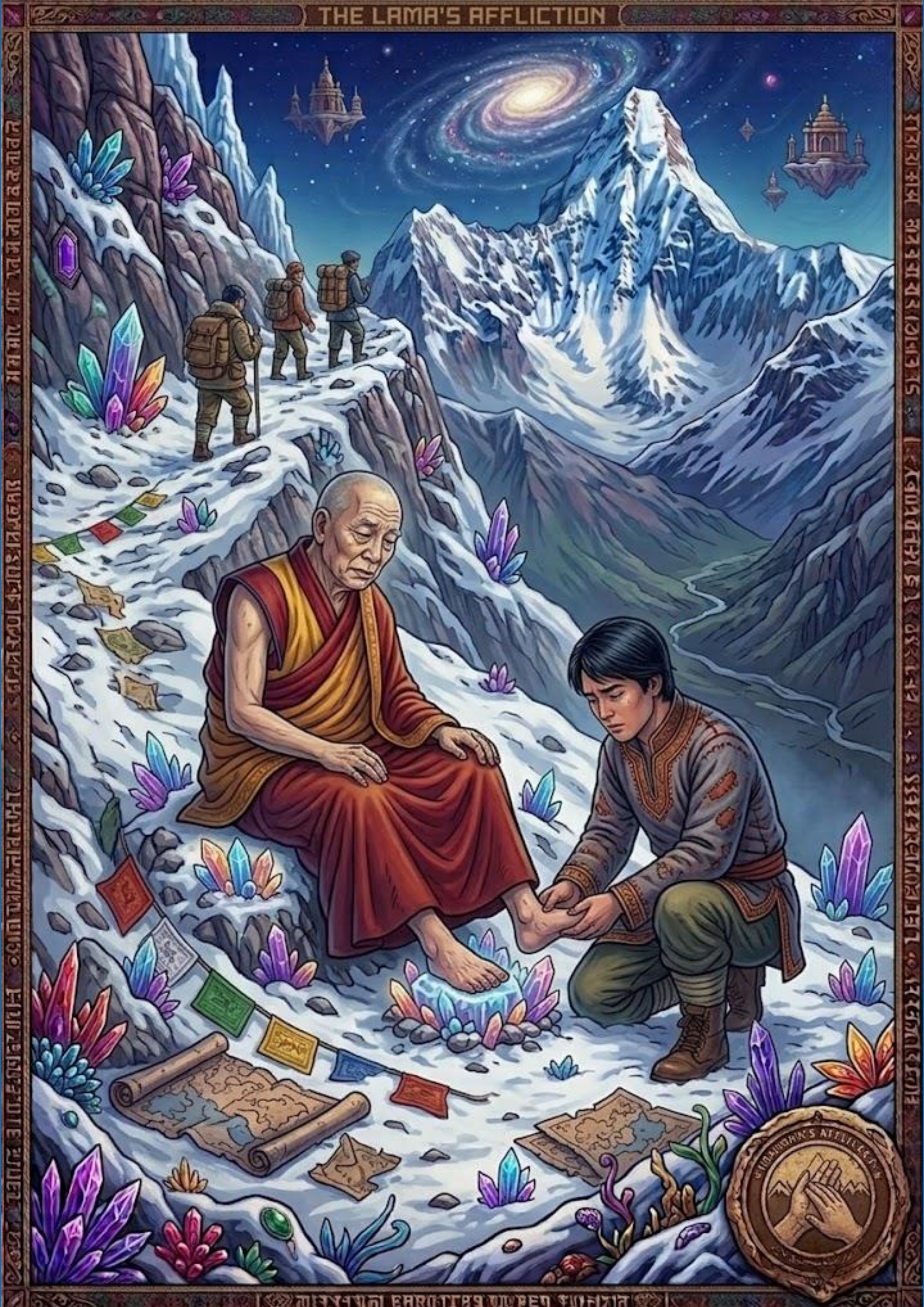
কমি এবং লামা অত্যন্ত ধীরগততিে পথ চলছলিনে। যাত্রাপথে স্থানীয় বাসন্দিারা অসুস্থ লামার পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সবো করতে লাগল। এই পথচলার মাঝে তাঁদরে একট প্রিচণ্ড বরফঝড়রে মুখোমুখওি হতে হয়ছেলি। নদী, ঘন বন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় অতক্রিম করে অবশষে তাঁরা এমন এক উষ্ণতর উচ্চতায় এসে পোঁছালনে, যখোনে লামাকে বহনকারী লোকগুলোর গা ঘামতে শুরু করল। নজি ভটিায় ফরিে যাওয়ার আগে গ্রামবাসীরা আশীর্বাদ নওেয়ার জন্য লামার চারপাশে জড়ো হলো, আর কমি তাদরে এই সহায়তার জন্য কছিু অর্থ দলি। তারা বদিায় নওেয়ার পর, লামা হমিালয়কে এক নীরব বদিায় জানালনে—তনি মিনে মনে বশ্বিাস করছলিনে যে এই পর্বতরে হাওয়া তনি হিয়তো আর কখনোই বুকে টনেে নতিে পারবনে না।

কমিরে কাঁধে হাত রখেে লামা ধীরে ধীরে সমতলরে দকিে নামতে লাগলনে। তনি যিখনই ক্লান্ত হয়ে পড়তনে, কমি তাঁর বশ্রিামরে জন্য একট কিম্বল বছিয়িে দতি এবং পরম মায়ায় তাঁর পা টপিে দতি। লামা বললনে, "তুম এিই পৃথবীর সবচয়েে সরো শষ্যি। আমরা একবার সইে নদীট খিুঁজে পলেইে দুজনে পরম মুক্ত লিাভ করব।" এরপর তনি কিমিকে জজ্ঞিসে করলনে, "তুম কি আমার কাছ থকেে মুক্ত হয়ে নজিরে মতো জীবনযাপন করতে চাও না?"

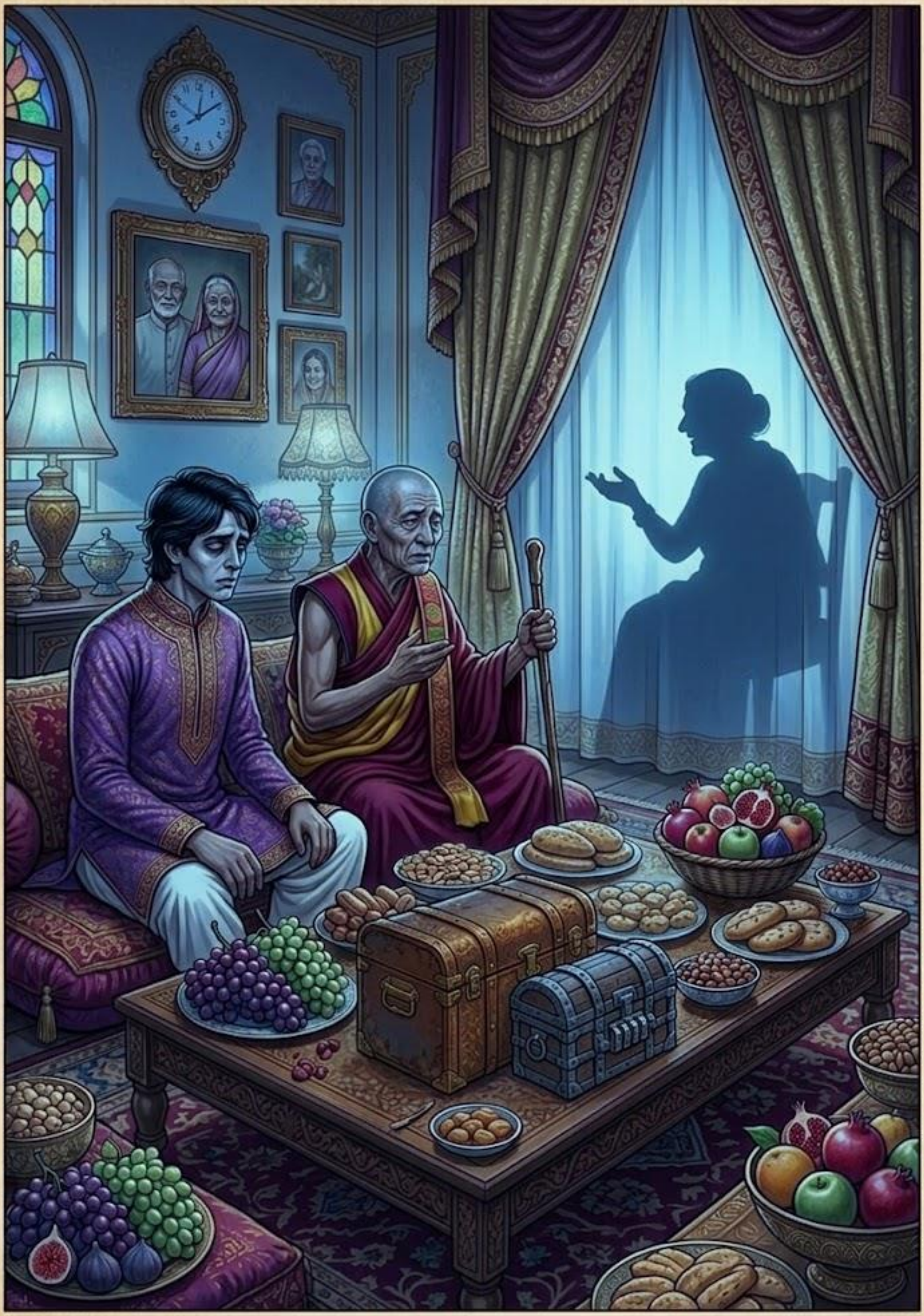
কমি তার কাছে থাকা সইে মূল্যবান নথপিত্রগুলোর কথা ভাবল; সে মনে মনে কামনা করল যদ এিমন কাউকে পাওয়া যতে যার হাতে এগুলো তুলে দওেয়া যায়, তবে সওে মুক্ত হতে পারত এবং তাকে ছাড়াই 'দ্য গ্রটে গমে' নজিরে গততিে চলত। কন্তিু এখন কমি নজিওে তীব্র অসুস্থতা ও শারীরকি ক্লান্তরি ভারী বোঝা অনুভব করতে শুরু করছে। সে উত্তর দলি, "যে আমাকে ভালোবাসা দয়িছেে তার সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো কুকুর বা সাপ আমি নই। আমি কখনোই আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাব না।"

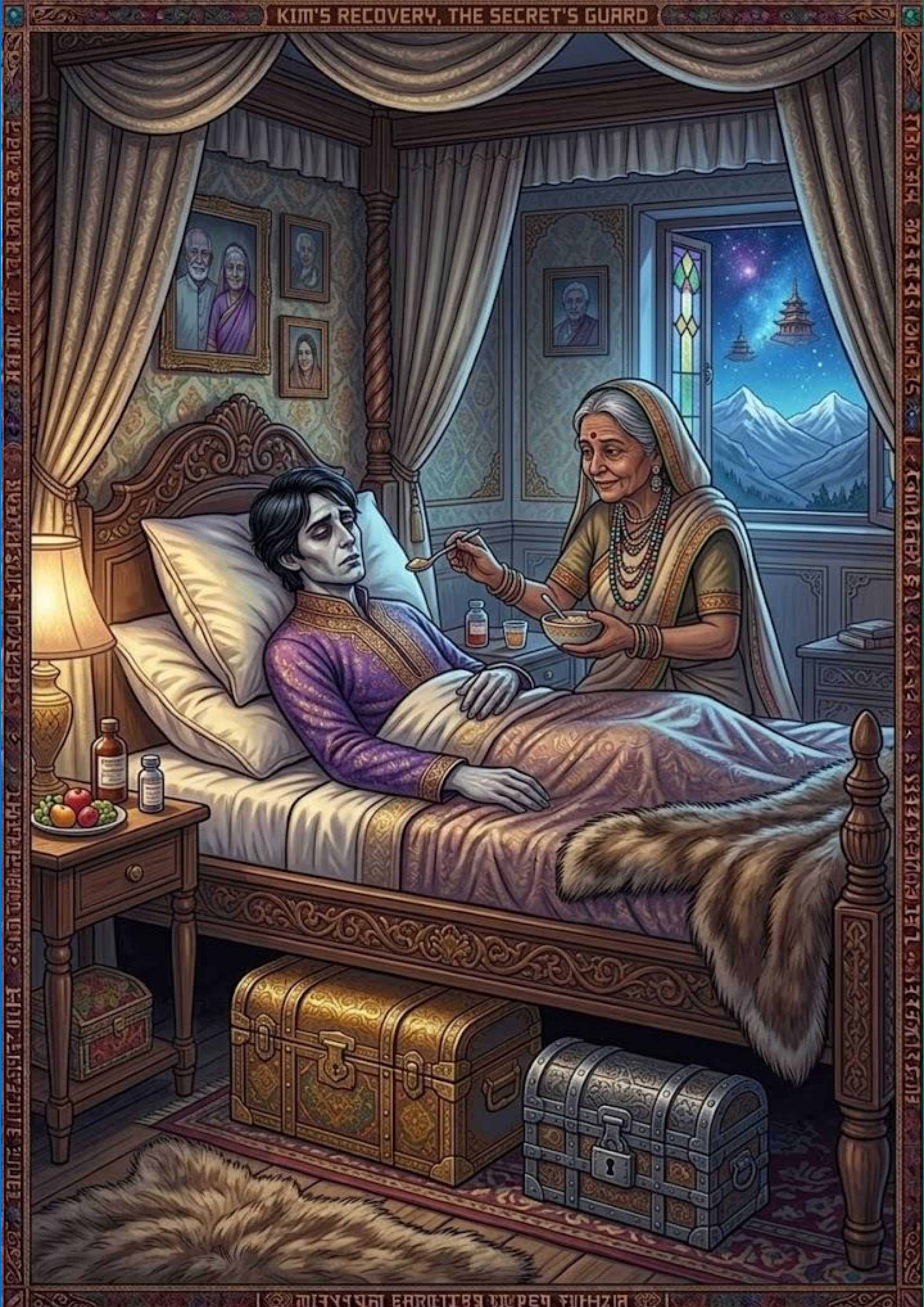
লামা বললেন, "তুমি আমার প্রতি ভীষণ দয়ালু," জবাবে কিম বলল, "আপনাকে না জানিয়েই আমি সেই দয়ালু বৃদ্ধা নারীর কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছি। এই দীর্ঘ যাত্রায় আপনার একজন পথপ্রদর্শক ও সহায় প্রয়োজন, আর আমাদের এখন তাঁর জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।" লামা তাতে সম্মতি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সেই নারী একটি সোনার হৃদয়ের অধিকারী। তুমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ছ এবং দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছ—তাঁর বাড়িতে গিয়ে তোমার বিশ্রাম নেওয়া এবং সুস্থ হওয়া উচিত।" ভালোবাসামাখা এই কোমল কথাগুলো শুনে কিম কেঁদে ফেলল।


THE LAMA'S AFFLICTION

শীগ্রিই, সেই বৃদ্ধা নারী কিম এবং লামাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য তাঁর সেবকদেরে পাঠালেন এবং ঘোষণা দিলেন, "অসুস্থ মানুষকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ তুলে তোলার ব্যাপারে আমার সমকক্ষ কেউ হতে পারবে না!"



তীব্র ব্যথা ও মারাত্মক অসুস্থতায় ভুগতে থাকা কমিকে পুষ্টিকর খাবার এবং সঠিক ওষুধ দেওয়া হলো। জ্ঞান হারানোর আগে সে মূল্যবান নথিপত্রে ভরা বাক্সটি পরম সতর্কতায় তার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখল। অবিরাম পরিচর্যা ও ভালো খাবারের ছোঁয়ায় সে দ্রুতই শক্তি ফিরে পেল এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

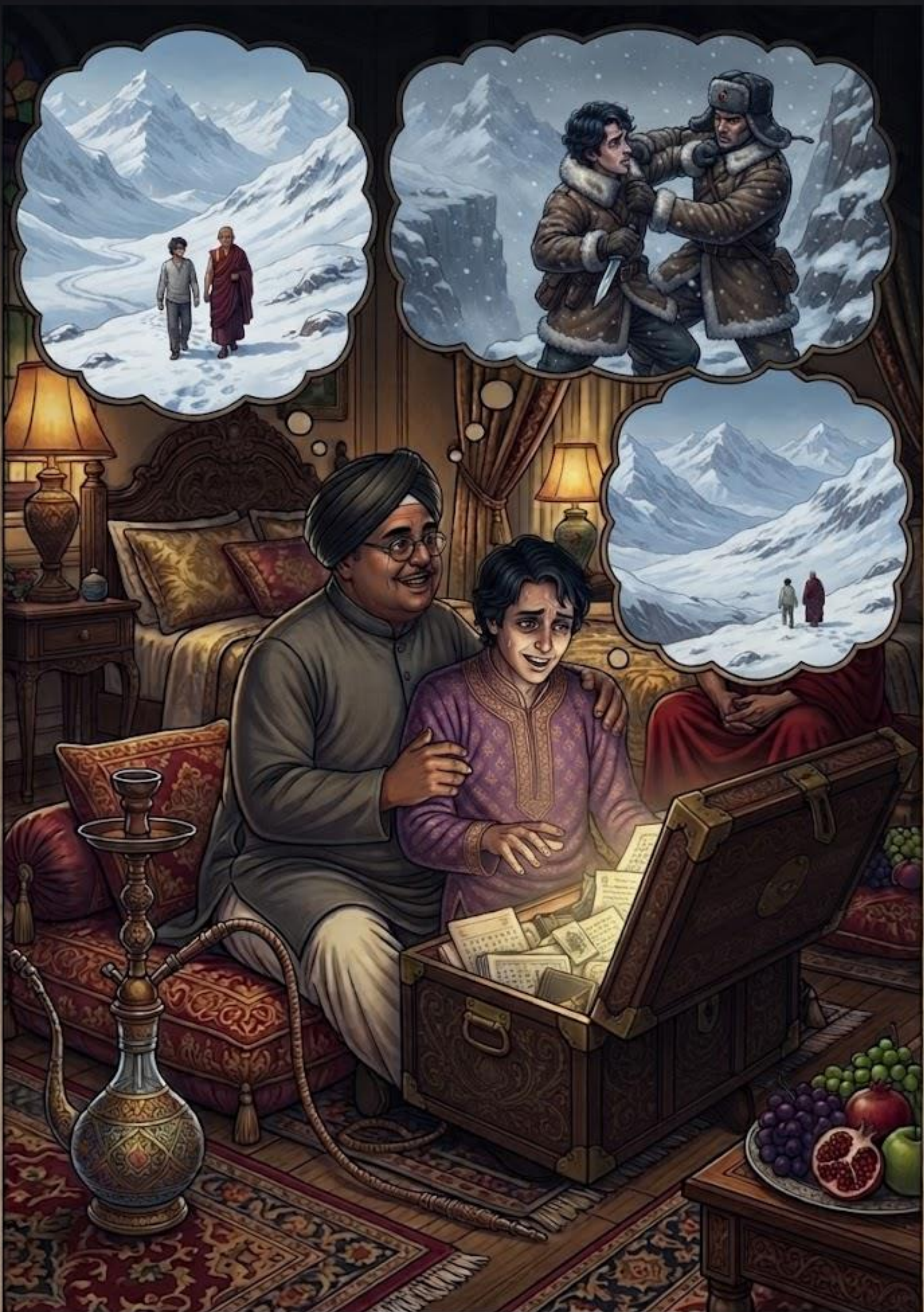

KIM'S RECOVERY, THE SECRET'S GUARD

কিম যখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল, তখন সে সেই পবিত্র লামার খবর জানতে চাইল। বৃদ্ধা নারী উত্তর দিলেন, "তিনি ভালো আছেন, তবে আমি যদি কোনো মন্ত্র দিয়ে তাঁর একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি ফেরাতে পারতাম, তবে অবশ্যই তা করতাম! দুদিন ধরে তিনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারপর সোজা গিয়ে লাফ দিয়েছেন একটা নদীতে। দুশ্চিন্তায় আমার পাগল হওয়ার জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি নাকি সেই পবিত্র নদীটি খুঁজে পেয়েছেন এবং তাঁর সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে গেছে। তিনি এখন সুস্থ আছেন এবং প্রতিদিন তোমাকে দেখতে আসেন।"

কিম কতদিন ধরে অচেতন ছিল, তার হিসেব পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিল। সে বৃদ্ধা নারীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল; তা দেখে তিনি স্নেহের সুরেই বললেন, "তুমি তো আমার ছেলের মতো। ও হ্যাঁ, সেই হাকিমও ফিরে এসেছেন—ঠিক তিনিই যিনি গতবার এখানে তোমার সাথে দেখা করেছিলেন।"


KIM'S RECOVERY, THE SECRET'S GUARD

হাকমিরে ছদ্মবশেে থাকা হরবিাবু ঘরে প্রবশে করলনে। কমি যখন সইে সমস্ত অমূল্য নথপিত্র তাঁর হাতে তুলে দলি, হরবিাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে চৎিকার করে উঠলনে, "কমি, তোমার কোনো ধারণাই নইে যে এই গোপন চঠিপিত্র এবং চুক্তগিুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য! আমি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সবাইকে তোমার এই অসামান্য অর্জনরে কথা জানাব, আর তাঁরাও আনন্দে উদ্বলেতি হবনে। যদওি অবশ্যই, এসবকছিুই মুখে মুখে জানানো হব, কারণ লখিতি তথ্য রাখার ওপর কঠোর নষিধোজ্ঞা রয়ছে।"



হরিবাবু জানালেন যে এখানে পৌঁছানোর পর তিনি পবিত্র লামাকে অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেন। তাঁর সুরক্ষার কথা চিন্তা করে তিনি গোপনে তাঁর পিছু নেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে কীভাবে লামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি গাছের নিচে বসে গভীর, নিথর ধ্যানমগ্নতায় ডুবে ছিলেন।



হরি বাবু বলতে লাগলেন, "তারপর হঠাৎ করেই তিনি লাফিয়ে উঠে পাশের নদীতে ঝাঁপ দিলেন। আমি যদি তাঁকে টেনে তুলে না আনতাম, তবে তিনি ডুবেই যেতেন!"

কিম আফসোস করে বলল, "আমার তাঁর সাথেই থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম।"

"এখন তিনি দাবি করছেন যে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ওটাই নাকি ছিল সেই পবিত্র নদী," হরি বাবু বললেন। "আমাকে এখনই বেরোতে হবে। তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে সিমলায় চলে এসো। সবাই তোমাকে নিয়ে ভীষণ গর্ববোধ করবে—বিশেষ করে মাহবুব আলী, যিনি তোমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় ছিলেন। এমনকি এই নথিপত্রগুলো নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকায় আমি তাঁকেও তারবার্তা পাঠিয়ে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।"

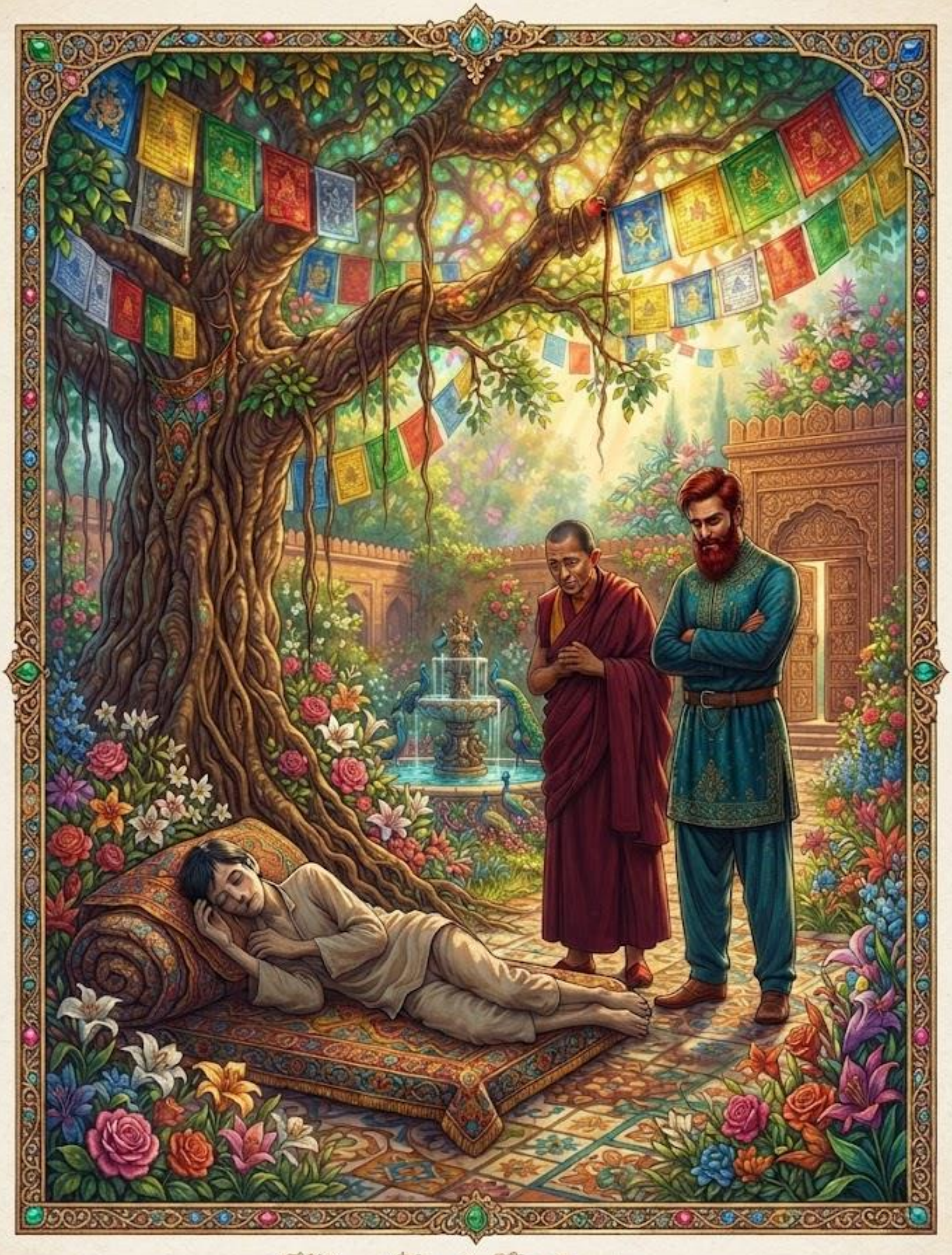


সন্ধ্যায় কিম হাঁটাহাঁটির উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলো এবং একটি গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল। মাহবুব আলী এবং লামার কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙে গেল।

লামা বলছিলেন, "এমন নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য এর আগে আর কেউ কখনো পায়নি—যে এতটা দয়ালু, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, সত্যবাদী এবং শিক্ষিত। তার এই সৎকর্মের পুরস্কার সে অবশ্যই পাবে, কারণ তার কারণেই আমি সেই পবিত্র নদীটি খুঁজে পেতে সফল হয়েছি।"

মাহবুব আলী জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু এখন তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার ভাবনা কী?"

লামা উত্তর দিলেন যে সরকার এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কিমকে শিক্ষিত করছে, আর সেই পবিত্র নদীতে স্নান করার মাধ্যমে কিমের পাপও ধুয়ে-মুছে যাবে। যদিও মাহবুব আলী লামার এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলেন না, তবুও লামা যে কিমকে সরকারি সংস্থায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন—এ কথা জানতে পেরে তিনি আনন্দে ভেসে গেলেন।



- The Sick Pilgrim -

A Journey of Compassion

মাহবুব আলী যখন তাঁর ঘোড়াগুলো দেখতে গেলেন, তখন লামা কিমকে ডেকে বললেন, "ওঠো, শিষ্য! পবিত্র নদী পাওয়া গেছে!"

কিম চোখ মেলে তাকাল এবং হেসে মন্তব্য করল যে তার মনে হচ্ছে সে যেন বছরের পর বছর ধরে ঘুমাচ্ছিল। তারা একে অপরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিল, দুজনেই এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লামা বললেন, "তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে আমি চরম দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আমি নিঃশব্দ ধ্যানে বসেছিলাম, দুই দিন ও দুই রাত ধরে এক ফোটা পানি বা এক লোকমা খাবারও গ্রহণ করিনি। তারপর, ঠিক ওই আমগাছগুলোর ওপাশেই আমার কাঙ্ক্ষিত নদীটি আমার সামনে ভেসে উঠল। সেই হাকিম আমাকে পানি থেকে টেনে তুলে এনেছিলেন; সবাই আমার সুরক্ষার কথা ভেবে চিন্তিত ছিল, কিন্তু আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে জেনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। এবার এসো, আমার সাথে সেই পবিত্র নদীর দিকে হেঁটে চলো, যাতে তোমার পাপও ধুয়ে সাফ হয়ে যায়।"

গাঢ় অন্ধকারের নিঝুম রাতে, লামা এবং কিম একসাথে সেই পাহাড়ি খাঁড়ির দিকে—অর্থাৎ সেই পবিত্র নদীর অভিমুখে পা বাড়াল।



पहाड़ों का रहस्य | The Secret of the Mountains

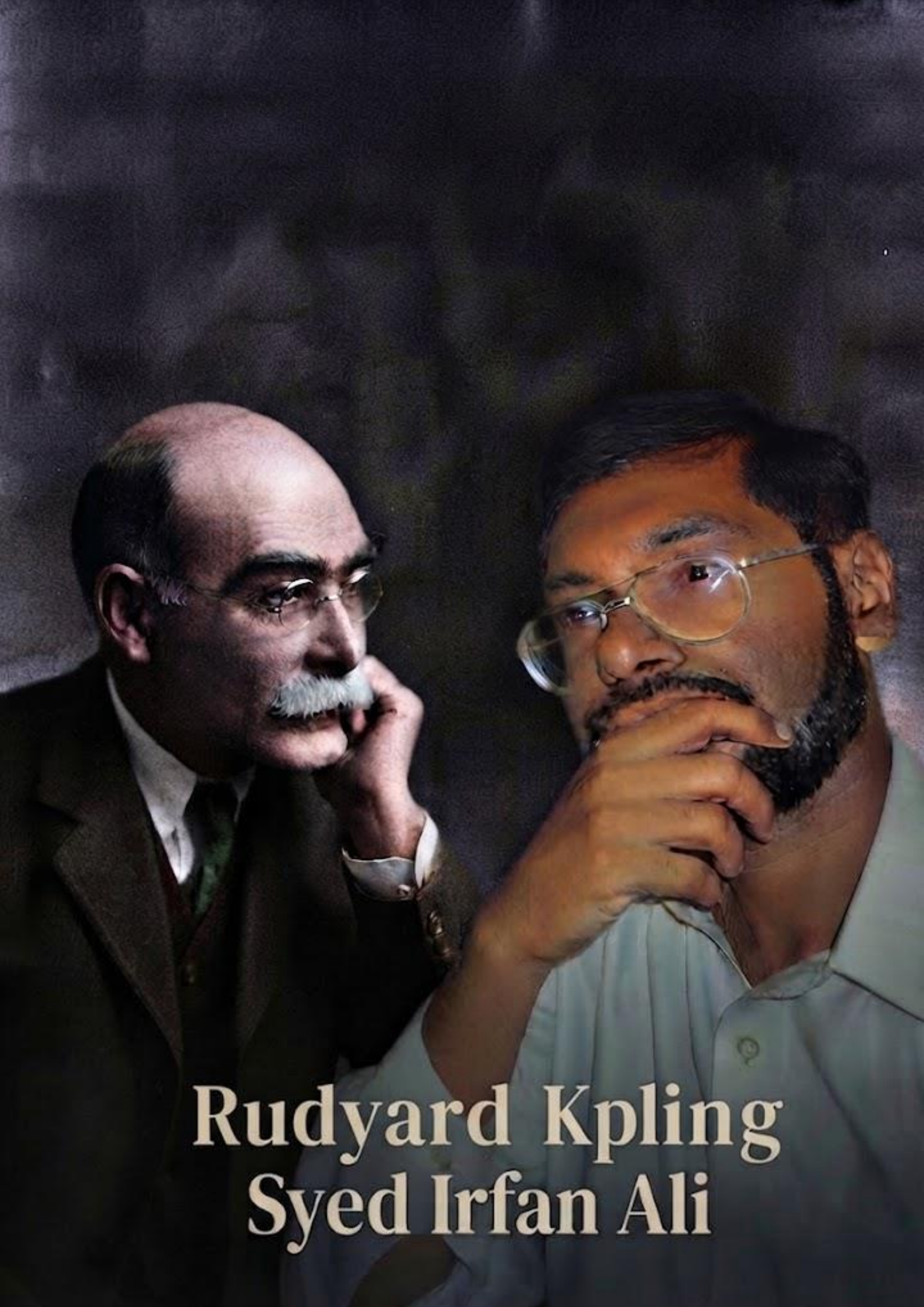
महाबूब, लामा, और किम का पुनर्मिलन | Mahboob, Lama, and Kim's Reunion

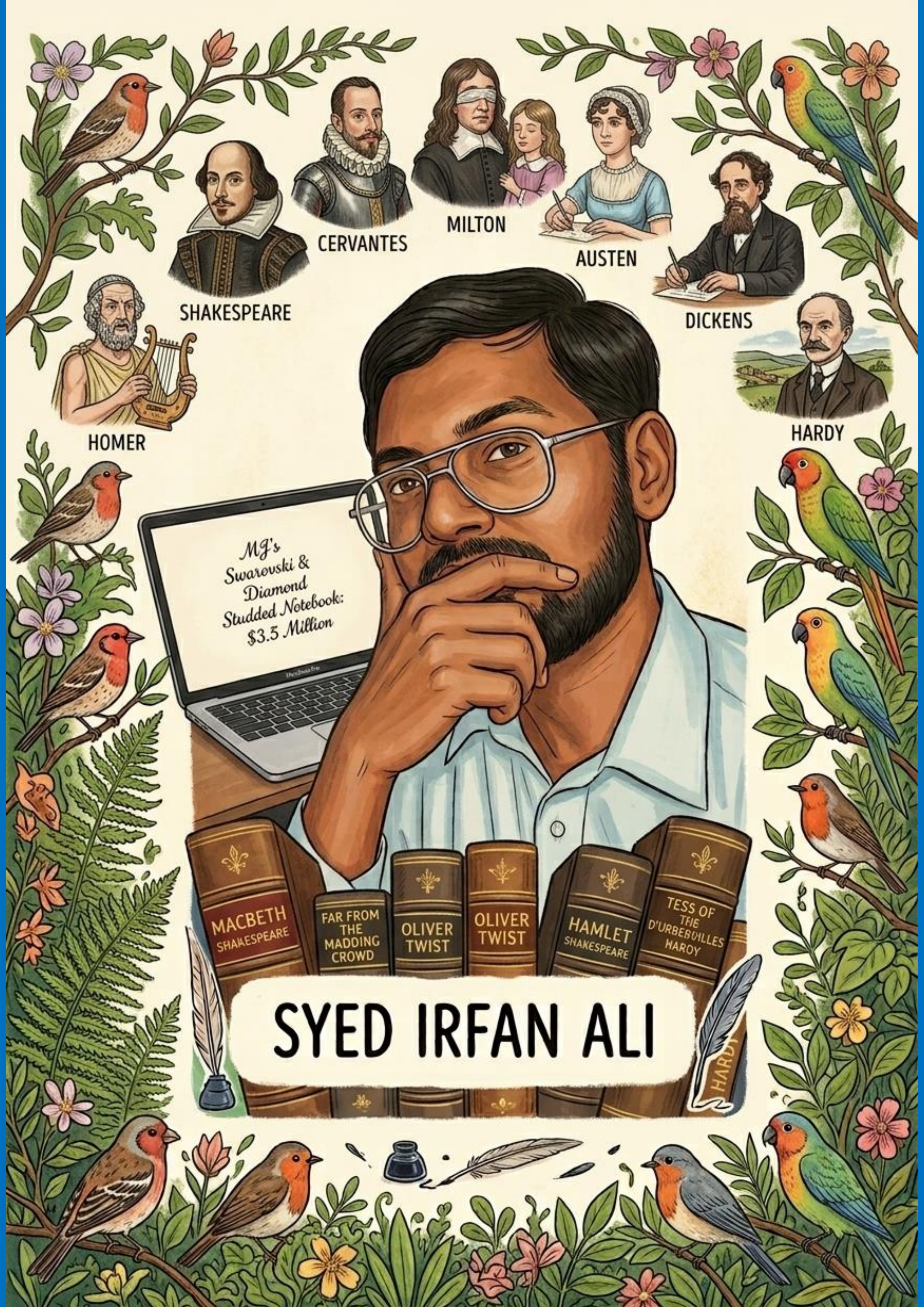
Kim

রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের কালজয়ী উপন্যাস

বাংলা অনুবাদ

সৈয়দ ইরফান আলী


Rudyard Kpling
Syed Irfan Ali


SHAKESPEARE
CERVANTES
MILTON
AUSTEN
DICKENS
HOMER
HARDY
MJ's Swarovski & Diamond Studded Notebook: $3.5 Million
MACBETH SHAKESPEARE
FAR FROM THE MADDING CROWD
OLIVER TWIST
OLIVER TWIST
HAMLET SHAKESPEARE
TESS OF THE D'URBEBVILLES HAROY
SYED IRFAN ALI
HARDY